২২৯/৯ উদ্বৃত্ত থাকে। এবং কুষ্ঠরোগের চিকিৎসালয় রহিত করিতে কল্প আছে তাহা হইলে আরো মাসে ৬২৬ টাকা সর্ব্বসুদ্ধ মাসে ৮৫০ টাকা উদ্বৃত্ত থাকিবে। এবং এই প্রস্তাবিত জররোগের চিকিৎসালয়ের মাসিক তাবৎ খরচ ঐ টাকা হইলে চলিতে পারে কেবল ভূমি ক্রয়করণ এবং উপযুক্ত অট্টালিকা নির্ম্মাণার্থ এইক্ষণে কিছু টাকার আবশ্যক। তৎপরে শ্রীযুত স্মিথ সাহেব লেখেন স্বদেশীয় সহস্র২ দুঃখি ব্যক্তিরদের স্বাস্থ্য ও উপকারনিমিত্ত এই মহাব্যাপার সিদ্ধ্যর্থ এই মহানগরবাসি ধনি মহাশয়েরা কদাচ শৈথিল্য করিবেন না। যদি এই বিষয়ে কেহ সন্দেহ করেন তবে আমরা কহিতে পারি যে এই চিকিৎসালয়ে শ্রীযুত নওয়াব উজীর ও শ্রীযুত রাজা বৈদ্যনাথ ও শ্রীযুত শিবচন্দ্র রায় ও শ্রীযুত নরসিংহ চন্দ্র রায় ও অন্যান্য মহাশয়েরা অতিবদান্যতাপূর্ব্বক যে টাকা প্রদান করিয়াছেন তাহা তিনি নিতান্তই অবগত নহেন। এবং এই মহাব্যাপারেতে যে মহোপকার সম্ভাবনা এবং মনুষ্যের যে উত্তম২ স্বভাবের সম্পর্ক আছে ইহাতে কলিকাতা ও মফঃসল নগর ও গ্রামস্থ কি ইউরোপীয় কি এতদ্দেশীয় লোক সকলই ঐক্য হইয়া সাহায্য করিবেন কাহারো শৈথিল্য হইবে এমত বোধ হয় না।

পরিশেষে এই বৈঠকে কোন বিশেষবিষয়ক প্রস্তাব হওনেতে উপকার জন্মিবে এই বোধে আমি নীচে লিখিত প্রসঙ্গ করিতেছি।

প্রথম। নেটিব হাসপাতালের অধ্যক্ষেরদের এমত বিবেচনা যে কলিকাতা শহরে দেশীয়লোকের বাসস্থানের কোন মধ্যবর্ত্তিস্থানে জরের চিকিৎসালয় সংস্থাপন করা নিতান্ত উচিত।

দ্বিতীয়। নেটিব হাসপাতাল যে অভিপ্রায়েতে স্থাপিত হইয়াছে অর্থাৎ যথাসাধ্য চিকিৎসার দ্বারা দরিদ্র লোকের উপকারকরণ ইহা উপস্থিত ব্যাপারবিষয়ক অভিপ্রায়ের সঙ্গে বিলক্ষণ ঐক্য আছে।

তৃতীয়। এইক্ষণে এই চিকিৎসালয়ের নিমিত্ত যে টাকা পাওয়া যাইতেছে তাহাতে চলিত ব্যাপারের খরচসকল যোগাইয়া কল্পিত চিকিৎসালয়ের নিমিত্ত ভূমি ক্রয় ও অট্টালিকা নির্ম্মাণোপযুক্ত টাকা হয় না।

চতুর্থ। অতএব এই অবস্থাতে সর্ব্বসাধারণ লোকের স্থানে অর্থ প্রার্থনা করা উচিত।

পঞ্চম। এই কল্পেতে অভিপ্রায় জ্ঞাপক এক পত্র প্রস্তুত হইয়া ইঙ্গলণ্ডীয় ও এতদ্দেশীয় সম্বাদপত্রে প্রকাশ হয়। এবং তাহা কলিকাতা শহরে ও মফঃসলে প্রত্যেক নগর ও গ্রামে ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় লোকেরদিগকে বিতরণ হয়।

ষষ্ঠ। উপরিউক্ত প্রস্তাবিত বিষয় সফল করণার্থে নীচে লিখিত মহাশয়েরা সবকমিটিস্বরূপ নিযুক্ত হইলেন। তাঁহারা সকলের নিকটে এইরূপ যাচঞা করিলে কি ফল হয় তাহা হাসপাতালের অধ্যক্ষেরদিগকে জ্ঞাপন করিবেন এবং ঐ অধ্যক্ষেরা পরে বিহিত বিবেচনাপূর্ব্বক আজ্ঞা দিবেন বিশেষতঃ।

সর এড্‌বার্ড রয়ন সাহেব কলিকাতার লার্ড বিশপ সাহেব সর জে পি গ্রাণ্ট সাহেব সভাপতি সি ডবলিউ স্মিথ সাহেব বাবু রামকমল সেন বাবু রাজচন্দ্র দাস বাবু রাধাকান্ত দেব শ্রীযুত জে আর মার্টিন সাহেব ডাক্তর এ আর জেকসন।

সপ্তম। অদ্যকার কার্য্যসকল গবর্ণমেণ্টকে বিজ্ঞাপন করা যায়।

শুনিয়া পরমাপ্যায়িত হইলাম যে গত বৃহস্পতিবারে টৌনহালে এক বৈঠক হয় তাহাতে অনেক ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় মহাশয়েরা উপস্থিত ছিলেন। এবং তাহাতে ঐ নূতন চিকিৎসালয়ের নিমিত্ত এতদ্দেশীয় মহাশয়েরা একেবারে ১৫০০০ টাকা স্বাক্ষর করিলেন।

(২৫ জুলাই ১৮৩৫। ১০ শ্রাবণ ১২৪২)

বর্দ্ধমানের শ্রীযুক্ত মহারাজের বদান্যতা।—বাঙ্গাল হরকরা পত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে সংপ্রতি কলিকাতা নগরের মধ্যে জ্বররোগের যে নূতন চিকিৎসালয় স্থাপনার্থ স্থির হইয়াছে তাহাতে বর্দ্ধমানের শ্রীযুক্ত মহারাজা দশ সহস্র মুদ্রা প্রদান করিয়াছেন।

(১৫ আগষ্ট ১৮৩৫। ৩১ শ্রাবণ ১২৪২)

আমরা হরকরা সম্পাদকের লিখন প্রমাণে পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছিলাম বর্দ্ধমানের শ্রীযুত যুবরাজ জ্বরপীড়ার চিকিৎসালয়ের সাহায্যার্থ দশসহস্র বিতরণ করিয়াছেন কিন্তু এইক্ষণে খেদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি তিনি এবিষয়ের চাঁদাতে কিছুই স্বাক্ষরিত করেন নাই পরন্তু আমরা তাঁহার যেরূপ দানের কথা শ্রবণ করি তাহাতে বোধ হয় এমন উপকারজনক বিষয়ে অবশ্য অধিক সহায়তা করিবেন।

উপরি লিখন সমাপ্ত হইলে পর আমরা শুনিলাম ঐ মহারাজ এতদ্বিষয়ে শতসহস্র [৭,০০০] টাকা প্রদানার্থ আপন উকীলকে আজ্ঞা করিয়াছেন।…

(২২ আগষ্ট ১৮৩৫। ৭ ভাদ্র ১২৪২)

জ্বররোগের চিকিৎসালয়।—টৌনহালে সংপ্রতি জ্বররোগের চিকিৎসালয়ে সবকমিটি সমাগত হইলে শ্রীযুত লার্ড বিশোপ সাহেব ও শ্রীযুত সর এডবার্ড রয়ন সাহেব ও শ্রীযুত সর জে পি গ্রাণ্ট সাহেব এবং অন্য কএক মহাশয় তথায় উপস্থিত ছিলেন। কমিটির অধ্যক্ষ শ্রীযুত সি স্মিথ সাহেব চাঁদার বিষয়ে এক রিপোর্ট পাঠ করিলে জানা গেল যে শেষ বৈঠকের সময়াবধি কলিকাতা নগরে ৬০০০ টাকা স্বাক্ষর হইয়াছে এবং বর্দ্ধমানের শ্রীযুক্ত মহারাজ ৭০০০ টাকা এবং মুরশিদাবাদের শ্রীযুক্ত নওয়াব ৫০০০ টাকা স্বাক্ষর করিয়াছেন অতএব সর্ব্বসুদ্ধ ২৭,৩৬২ টাকা স্বাক্ষর হইয়াছে। অনুমান হয় যে প্রস্তাবিত

চিকিৎসালয়ের আবশ্যকতাবিষয়ে এতদ্দেশীয় প্রায় সর্ব্বসাধারণ লোকেরদের মধ্যে কিঞ্চিৎ ভ্রান্তি থাকিতে পারে। অতএব কমিটির সাহেবেরা অনুমান করিয়াছেন যে শ্রীযুত ডাক্তর জাক্সন সাহেব ও শ্রীযুত ডাক্তর মার্চণ্ড সাহেবের ভয়ানকরূপ রিপোর্ট প্রকাশ হইলে ঐ ভ্রান্তি ভ্রান্তিই হইতে পারিবে যেহেতুক তাহাতে প্রমাণ হইয়াছে যে নেটিব হাসপাতাল অর্থাৎ এতদ্দেশীয় লোকের চিকিৎসালয়ের স্থানসঙ্কীর্ণতাপ্রযুক্ত প্রত্যহ শত২ রুগ্নব্যক্তি তথা হইতে পরাঙ্মুখ হইয়া যাইতেছে। অতএব হুকুম হইল যে এতদ্বিষয় জ্ঞাপক এক২ পত্র এতদ্দেশীয় ধনাঢ্য মহাশয়েরদের মধ্যে বিতরণ করা যায় এবং ভরসা করি যে তাহাতে ধনাঢ্য মহাশয়েরা জানিতে পারিবেন যে জ্বররোগের নূতন চিকিৎসালয়েতে যাঁহারা উপকারপ্রাপণেচ্ছুক তাঁহারদের কোন ধর্ম্মের কি আচারবিচারের ব্যাঘাত হইবে না। অতঃপরে তাঁহারা এই বিষয়ে মিথ্যা ওজর ও কার্পণ্যরূপ আঘাতে ঐ মুকুলরূপ চিকিৎসালয় মুচড়িয়া না ফেলেন।—ইঙ্গলিসমেন।

(৪ জুলাই ১৮৩৫। ২১ আষাঢ় ১২৪২)

কুষ্ঠির চিকিৎসালয়।—নেটিব হাসপাতালের অধ্যক্ষেরা জ্বররোগির নূতন চিকিৎসালয়ের বিষয়ে পৌষ্টিকতা করিতে ক্ষম হন এতদর্থ কুষ্ঠ রোগির চিকিৎসালয় উঠাইয়া দেওনের প্রস্তাব করিতেছেন। কিন্তু এই অতিকর্ম্মণ্য চিকিৎসালয় বজায় থাকা অত্যাবশ্যকবিষয়। অতএব গত সোমবারে দিষ্ট্রিক্ট চারিটেবল সোসৈটির সাধারণ কমিটির বৈঠকে এই বিষয়ের প্রস্তাব উত্থাপিত হইল এবং তদ্বিষয়ে এতদ্দেশীয় লোকেরদের অনুরাগ জননার্থ শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু রসময় দত্তজ কুষ্ঠির চিকিৎসালয়ের কমিটিতে নিযুক্ত হইলেন। ঐ চিকিৎসালয়ে মাসিক ৬০০ টাকা ব্যয় হইয়া থাকে ইহাতে আমারদের ভয় হইতেছে যে এত টাকা চাঁদার দ্বারা প্রতিমাসে উৎপন্ন করা ভার হইবে। তথাপি ঐ মহাদুঃখি ও দয়াপাত্র ব্যক্তিরা যাহাতে কলিকাতানগরে ইতস্ততঃ ভিক্ষার্থ ভ্রমণ না করে ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য।

(২৩ এপ্রিল ১৮৩৬। ১২ বৈশাখ ১২৪৩)

বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের বদান্যতা।—ইঙ্গলিসমেন পত্রে লেখে যে বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর স্বাভাবিক মুক্তহস্ততাপ্রযুক্ত কলিকাতার নূতন চিকিৎসা শিক্ষালয়ে দুই সহস্র মুদ্রা প্রদান করিয়াছেন এবং আগামি তিন বৎসরপর্য্যন্ত বার্ষিক তৎসংখ্যক মুদ্রা প্রদান করিবেন। বার্ষিক পরীক্ষা সময়ে ঐ বিদ্যালয়ের যে ছাত্রেরা উত্তমরূপ পরীক্ষোত্তীর্ণ হইবেন তাঁহারদিগকে ঐ টাকা পারিতোষিক স্বরূপ প্রদত্ত হইবে। এই দানই মহাদান এবং তাহাতে মহাফল জন্মে। ভরসা হয় যে এতদ্দেশীয় অন্যান্য ভাগ্যবন্ত ধনি মহাশয়েরাও তদনুগামী হইবেন। এবং শুনা গেল যে বাবু রামগোপাল ঘোষজ মহাশয় ঐ বিদ্যালয়ে অনেক পুস্তক দান

করিয়াছেন তাহাতে এডুকেসন কমিটির সাহেবেরা তাঁহার নিকট অতিবাধ্যতা স্বীকার করিয়াছেন।

কথিত আছে ঐ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষেরা বা বিদ্যাধ্যাপনের সাধারণ কমিটি ঐ টাকাতে মুদ্রা বা চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার যন্ত্র বা গ্রন্থ ক্রয় করিয়া না দিয়া নগদ পুরস্কার প্রদানার্থ স্থির করিয়াছেন যেহেতুক নগদ টাকা পারিতোষিক প্রদানেতে যে ছাত্রেরদের অর্থাভাবে স্ব২ বিদ্যাধ্যয়ন পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোন ব্যবসায়ে প্রবর্ত্ত হওনের আবশ্যক হইত তাঁহারা ঐ পুরস্কারে পুরস্কৃত ও পুলকিত হইয়া স্বচ্ছন্দে বিদ্যালয়ে বিদ্যাভ্যাসার্থ থাকিতে পারিবেন।

(২৫ জানুয়ারি ১৮৪০। ১৩ মাঘ ১২৪৬)

বাবু রামগোপাল ঘোষ।—অবগত হওয়া গেল যে হিন্দু কালেজের পূর্ব্বকার একজন ছাত্র শ্রীযুত বাবু রামগোপাল ঘোষ সম্প্রতি চিকিৎসালয়ে [মেডিক্যাল কলেজে] ৫০০ টাকা মূল্যের এক গ্রন্থ অঙ্গ প্রদান করিয়াছেন তাহা ঐ চিকিৎসালয়স্থ পরীক্ষোত্তীর্ণ শ্রেষ্ঠ ছাত্রকে প্রদত্ত হইবে তৎপ্রযুক্ত উক্ত পুরস্কার প্রাপণাকাঙ্ক্ষি ছাত্রেরদের মধ্যে অতিশীঘ্র এক পরীক্ষা লওয়া যাইবে।—হরকরা, জানুয়ারি ২০।

(১৪ মে ১৮৩৪। ২ জ্যৈষ্ঠ ১২৪১)

বাবু আশুতোষ দেব।—কলিকাতার বাহির রাস্তার ধারে অনেক দরিদ্র লোকের গৃহদাহ হইয়াছে ঐ সকল স্থানের স্বামী শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেব। আমরা অত্যন্তাহ্লাদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে উক্ত বাবু ঐ সকল প্রজারদের ছয় মাসের খাজানা ক্ষমা করিয়া প্রত্যেক জনকে গৃহ প্রস্তুতকরণার্থ ৫ টাকা করিয়া দিয়াছেন।

(১২ জানুয়ারি ১৮৩৯। ২৯ পৌষ ১২৪৫)

সংপ্রতি ঈশ্বর নীলমণি দের মৃত্যুর বিষয়ে আমারদের মনোযোগ যেমন হয় তেমন অন্য কোন বিষয়ে নয় তিনি তাঁহার সভ্যতা ও দানশক্তি দ্বারা অতিখ্যাত্যাপন্ন ছিলেন তিনি অনেক২ উত্তম বিষয়ে বিশেষত এতদ্দেশের মঙ্গলের জন্য গবর্ণমেণ্টকে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা অতি প্রশংসা যোগ্য তাহার যে সকল উত্তম গুণ ছিল তাহা আমারদের সমাচার কাগচে অল্প স্থান প্রযুক্ত লিখিতে পারি না অতএব আমরা এই কার্য্য মাত্র বলিয়া সন্তুষ্ট হই যখন আগ্রাতে অতিশয় দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল তখন তিনি অর্থ দ্বারা অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন আরো বাঙ্গালির মধ্যে তিনি প্রথমে এ কথা উত্থাপন করিলেন কিন্তু তখন লার্ড সাহেব ওবিষয়ে কোন মনোজোগ দেন নাই। তিনি প্রত্যাহ গঙ্গার ঘাটে ও কলিকাতার প্রধান রাস্তায় এই মনস্থ করিয়া যাইতেন

যদি কোন রুগিকে বা দরিদ্রকে দেখিতেন তবে তাহাকে সঙ্গে করিয়া আপন গৃহে আনিয়া আহার দিতেন কিন্তু বৈদ্যও নিযুক্ত করিয়া দিতেন ঐ ব্যক্তির এই প্রকার প্রকাশিত গুণ ও কীর্ত্তি কি মনুষ্য সকলে স্মরণ না করিলে অমনি- লুপ্ত হইবে।— জ্ঞানান্বেষণ।

(২০ এপ্রিল ১৮৩৯। ৮ বৈশাখ ১২৪৬)

সম্প্রতি যে নীলমণি দে লোকান্তর গত হইয়াছেন তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে এতদ্দেশীয় সরকারী কর্ম্মকারকেরদের পরিজনের ভরণ পোষণার্থ পেনসিয়নের চাঁদাতে ১০১২৷৷০ টাকা প্রদান করিয়াছেন। ঐ মহাশয় নিজে আক্কোন্টান্ট জেনরল আপীসে কেরাণিগিরি কর্ম্ম করিতেন।

(১৮ মে ১৮৩৯। ৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৪৬)

অতি কীর্ত্তিমন্ত বাবু নীলমণি দেবের মৃত্যু হওয়াতে এতদ্দেশীয় ও ইংলণ্ডীয়দিগের অত্যন্ত সংতাপ হইয়াছে কারণ তাহার উইল বিষয়ে আমরা এক প্রামাণ্য পত্রি প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশ করি কিন্তু বোধ করি যে সকলেই মনোযোগ পূর্ব্বক তাহা পাঠ করিবেন এবং প্রার্থনা করি যে তাহারাও তদনুরূপ হউন।

উক্ত বাবু সিক্কা ১৬৷৷০ সাড়ে ষোল হাজার টাকার মূল্যের বাটী ঘর দীন হীন উদ্দেশে পরিত্যাগ করিয়া নিয়ম করিয়াছেন যে ঐ বাটী দ্বয়ের যে উপস্বত্ব তাহাকে থিটেরাল সোসাইটির অধ্যক্ষ [vestry of the Cathedral] দ্বারা দীন হীন দিগকে প্রদত্ত হইবে। আরো নিয়ম করেন যে ঐ বিষয় উক্ত সোসাইটির অধ্যক্ষগণের করস্থে থাকুক কিম্বা বিষয় করিয়া তাহারা কোম্পানির কাগজ করিয়া আপনারদিগের হস্তে রাখিবেন। এবং তাহার উপস্বত্ব পশ্চাদ্বর্ত্তি লিখিত প্রকারে ব্যায় হইবে। তাহার মধ্যে এই এক যে অনাথা দীন দিগকে প্রদানার্থ তৎ সভাধ্যক্ষ হস্তে কোং এক সহস্র মুদ্রা দেওয়া যাইবে অপর দীন হীন সহায় হীন বালক বালিকাদিগের বিদ্যাভ্যাস করণার্থ কোং এক সহস্র মুদ্রা প্রদত্ত হইবে। আর এতদ্দেশীয় ছয় তীর্থ স্থানে নবদ্বীপ গয়া প্রয়াগ কাশী শ্রীবৃন্দাবন শ্রীক্ষেত্র এই সকল স্থানে ছয় হাজার টাকা দিবেন এতদ্ভিন্ন পঞ্চ সহস্র মুদ্রা স্বীয় ভার্য্যার ব্যায় উদ্দেশে রাখিয়াছেন যে তাহার জীবনের মঙ্গলার্থ শ্রীবৃন্দাবনবাসি দিগকে প্রদান করিবেন।— জ্ঞানান্বেষণ।

(৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৯। ২৮ মাঘ ১২৪৫)

৺প্রাপ্ত বাবু নীলমণি দে।—বাবু নীলমণি দে জীবদ্দশাতে অতি বদান্যতাতে প্রসিদ্ধ ছিলেন। জ্ঞানান্বেষণ সম্বাদপত্রদ্বারা অবগত হইয়া আমরা পরমাহ্লাদিত হইলাম যে তিনি

মুমূর্ষু কালে যে দান পত্র করিয়া যান তাহাতে দিস্ত্রিক্ত চারিটেবল সোসৈটিতে অন্যূন ১৬ সহস্র মুদ্রা প্রদান করিয়াছেন।

(৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০। ২৭ মাঘ ১২৪৬)

এদেশের হিতকারি লোককে পদবী দেওন।—মনুষ্যে বিদ্যা শিক্ষা পাইলে তাহার মন সত্ পথেই ধায় ইহা বিদ্বান ব্যক্তি মাত্রেই বিদিত আছেন অতএব বিদ্বান জীবের কর্ত্তব্য যে যাহাতে স্বদেশীয় লোকেরা বিদ্যাবান হয় তাহাই করেন একথা অস্মদ্দেশীয় লোকেরা বুঝিয়াও তদ্ধারানুসারে কর্ম্ম করিতে যে ব্যয় হয় তাহা বিঘটনে প্রবর্ত্ত হইতে সঙ্কোচ আছেন কিন্তু ইঙ্গরাজ মহানুভব যাঁহারা আমারদিগের দেশীয় লোকের বিদ্যার পূর্ণতার অভাব ভাল জানিয়াছেন তাঁহারা স্বজাতীয় বল ও বিত্ত আমারদিগের নিমিত্ত অনেক ব্যয় করিতেছেন তদ্দ্বারা দেশে বিদ্যা ব্যবসায় কতেক সচল হইয়াছে কিন্তু যাঁহারদের দেশে বিদ্যা চলিবেক তাঁহারা শিথিল হইলে কত দূরপর্য্যন্ত ইঙ্গরাজেরা করিয়া উঠিবেন। আমারদের দেশের যে সকল লোকের ধনের ক্ষমতা দ্বারা বিদ্যার বাহুল্য হইতে পারে তাঁহারদিগের ঐ বিষয়ে মনোযোগ নাই এবং কত দিবসেও যে হইবেক তাহা আমারদিগের অনুমানে আইসে না যেহেতু যে সকল মহাশয়েরদিগের ধন আছে তাহারা কেবল আপন নাম ও ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধির নিমিত্তেই সদত চেষ্টাতুর তাঁহারা বিদ্যার্থ টাকা দান করিলে সেরূপ সুখ্যাতি শুনেন না অতএব ইঙ্গরাজ জাতি যাঁহারদের হস্তে এমত যন্ত্র আছে যে এদেশের লোককে অতি মহৎ২ পদ প্রদান করিতে পারেন তাঁহারদের প্রতি আমারদিগের প্রার্থনীয় যে কুকর্ম্মে ধন ব্যয়কারিরদিগকে অতিউচ্চপদ প্রদান আর না করিয়া যেং ধনি ব্যক্তিরা নিজং দেশে বিদ্যাদানার্থে ধন ব্যয় করিতেছেন তাঁহারদিগকে রাজা বা অন্যান্য সম্ভ্রমজনক উপাধি প্রদান করেন তবে অল্পদিবসেই দেখা যাইবেক যে এদেশের যে লোকেরা বড়নামাকাঙ্ক্ষী তাঁহারা ঐ বিষয়ে সাহায্য করণে হঠাৎ উদ্যত হইবেন এবং অনেকানেক জমীদারেরা এই মানসে প্রবর্ত্ত হইলে প্রদেশে লোকের অবিদ্যার বন্ধন ঘুচিবেক। [পূর্ণচন্দ্রোদয়]

অর্থনৈতিক অবস্থা

(৮ মে ১৮৩০। ২৭ বৈশাখ ১২৩৭)

শ্রীযুত বঙ্গদূতসম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।···আমি কোন কর্ম্মক্রমে খাজরী গিয়াছিলাম কিন্তু গমনকালীন তমোবিশিষ্ট য়ামিনীজন্য ইতস্ততঃ সকল দৃষ্টি হয় নাহি পুনরাগমনকালীন দৃষ্টি হইল নদীর পশ্চিম তীরে এক উত্তম স্থান এবং অতি বৃহৎ এক উচ্চ অট্টালিকা দূর-হইতে এমত বোধ হইল যে এ অট্টালিকা সাধারণ কোন সাহেবলোকের বাসস্থান না

হইবেক যেহেতুক অত্যুত্তম উচ্চ অট্টালিকা উচ্চ ব্যক্তি হইতেই নির্ম্মিত হইয়া থাকিবেক অনন্তর বিশেষাবগত হইবার জন্যে তত্রস্থানে তীরে তরি লাগাইয়া অট্টালিকার নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলাম যে কোন ভাগ্যবান ইঙ্গরেজের কারখানা বাটী হইবেক তত্রস্থ লোকদ্বারা অনুসন্ধান লইবায় কহিলেক যে এস্থানের নাম ফোর্ট গ্লাষ্টর কেহ বা চড়া মাদারিয়া কহে অথবা বাউড়্যা কহিয়া থাকে এবং এই যে বৃহৎ অট্টালিকা দেখিতেছ ইহা মিং জেমস স্কাট কোম্পানির ইয়ার্ড অর্থাৎ জাহাজের কারখানা ছিল। এইক্ষণে ইংগ্লণ্ডহইতে সূতা ও নানাবিধ কাপড় যেমত যন্ত্রদ্বারা প্রস্তুত হইয়া আসিয়া থাকে তদ্রূপ এক নূতন যন্ত্র যাহা এইস্থানে স্থাপিত হইল ইহার দ্বারা সূতা ও কাপড় প্রস্তুত হইবেক এবং বিলাতি বস্ত্রঅপেক্ষাও এখানে অল্পমূল্যে পাওয়া যাইবেক আমিও তথায় প্রবেশ করিয়া কল দেখিয়া চমৎকৃত হইলাম যেহেতুক এমত কল কখন দৃষ্টিগোচর হয় নাই পরন্তু কলিকাতায় আসিয়া সেই কথা সকলকে কহিবাতে শুনিলাম যে ঢাকা শহরেতেও ঐরূপ এক কল প্রস্তুত হইতেছে ঐ যন্ত্রদ্বয় প্রস্তুত হইলে আমারদিগের এপ্রদেশে বস্ত্রাদি অতি সুলভ হইবেক অপরঞ্চ অন্যান্য ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিবাতে কেহ২ কহিলেন যে এ কল আমারদিগের অতি লাভের বিষয় হইতেছে এবং নানাপ্রকার কল স্থাপিতহওয়াতে আমারদিগের দেশের অতি উত্তমতাপ্রাপ্ত এবং সুখজনক হইবেক সুতরাং দ্রব্যাদি সুলভ হইলেই প্রজাসকল স্বচ্ছন্দে থাকিবেক কিন্তু অধিকাংশ লোক যাঁহারা সকল জ্ঞাত আছেন তাহারা বিপরীত কহিতে লাগিলেন যে এইরূপ কলে দ্রব্যাদি প্রস্তুত যে দেশে হয় সে দেশ পশ্চাৎ ক্লেশ এবং দুঃখদায়ক হয় যাঁহারা ইঙ্গরেজী ভাল জানেন এবং ইংগ্লণ্ডীয় লোকের দ্বারা বিশেষ জ্ঞাত আছেন তাঁহারা কহেন যে মেঞ্চেষ্টর গ্লাসগো এবং অন্যান্য অনেক দেশ যে২ স্থানে কলের দ্বারা দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয় সেই২ দেশ পশ্চাৎ অবশ্যই অমঙ্গলবিশিষ্ট হইয়া থাকে উভয়ের বাদানুবাদে আমি অত্যন্ত সন্দিগ্ধ হইয়া আপনকার নিকট প্রকাশ জন্য প্রেরণ করিতেছি পাঠকবর্গের মধ্যে কোন বিজ্ঞ পাঠক মহাশয় যিনি এসকল বিষয় বিলক্ষণ জ্ঞাত আছেন এবং ইঙ্গরেজী উত্তম জানেন ও ইংগ্লণ্ডীয় মহাশয়দিগের সহিত সর্ব্বদা সহবাস আছেন তিনি অবশ্যই ইহার যথার্থ প্রকাশ করিবেন যে কলের দ্বারা দেশের মঙ্গল কি অমঙ্গল ও আমার সন্দেহ ভঞ্জনকরণে বাধিত করিবেন।—কস্যচিৎ চন্দ্রিকা পাঠকস্য। বং দূং [বঙ্গদূত]

(৭ মে ১৮৩১। ২৫ বৈশাখ ১২৩৮)

ঢাকা শহরের লোক সংখ্যা।—ঢাকা শহরের শেষ জজ শ্রীযুত ওয়ান্টস সাহেব··· লেখেন ব্যবসায়ি লোকের এতদ্দেশে বাণিজ্যকরণের অনুমতিপ্রাপণের পরঅবধি ঢাকা শহরের লোকের অত্যন্ত হ্রাস হইয়াছে যেহেতুক ১৮১৪ সালে চৌকীদারের বিষয়ে টাক্স- নিযুক্তহওনকালে ঐ টাক্স ২১,৩৬১ ঘরের উপর লওয়া গেল এবং ঘরপ্রতি ৵ করিয়া লওয়াতে

আট শত জন চৌকীদারের খরচ চলিত কিন্তু ১৮৩০ সালে কেবল ১০,৭০৮ ঘরের উপর টাক্স নির্দ্ধার্য্য হয় এবং তাহাতে কেবল দুই শত ছত্রিশ জন চৌকীদারের খরচ চলে অতএব ইহাতে দৃষ্ট হইতেছে যে ষোল বৎসরের মধ্যে লোকের অর্দ্ধেক ন্যূন হইয়াছে। ইহার কারণ এই অনুভব হয় যে ঢাকায় অনুপম অতিসুন্দর তুলাসূত্রের যে বস্ত্র প্রস্তুত হইত তাহা ক্রমশঃ ন্যূন হইতেছে। ১৮০১ সালের পূর্ব্বে কোম্পানি বাহাদুর এবং ভিন্ন২ বণিকেরা ঢাকার মকমলের নিমিত্ত যে টাকা দাদনি দিতেন সে পঁচিশ লক্ষেরো উর্দ্ধ কিন্তু ১৮০৭ সালে তাহার অর্দ্ধেকো ছিল না। ১৮১৩ সালে ভিন্ন মহাজনেরা ঐ বস্ত্রের ব্যবসায়ি লোকেরদিগকে ২,০৫,৯৫০ টাকা দাদনি দিয়াছিল এবং কোম্পানিরো তত্তুল্যমাত্র। পরে ১৮১৭ সালে কোম্পানির বাণিজ্যের কুঠী একেবারে উঠিয়া গেল এইক্ষণেও কিছু মোটা রকমের কাপড় প্রস্তুত হইতেছে। কিন্তু ইঙ্গলণ্ড দেশে যে প্রকার বস্ত্র সুমূল্যে নির্ম্মিত হয় তাহাতে অনুমান হয় যে এতদ্দেশে বস্ত্র প্রস্তুতকরণের আবশ্যক থাকিবে না।

(২০ আগষ্ট ১৮৩১। ৫ ভাদ্র ১২৩৮)

ঢাকার বিবরণ।—…উক্ত শহরের…তুলার উত্তম শিল্পকর্ম্ম যাহাতে ঢাকা শহর জগৎ বিখ্যাত ছিল তাহার পত্তনের কারণ দর্শান বিষয় অতিদুষ্প্রাপ্য ঢাকার কারবারের প্রথম পত্তন ১৮০১ সাল ইহার পূর্ব্বে শ্রীযুত কোম্পানির বার্ষিক দাদন এবং সাধারণ মহাজনের ঢাকাই কাপড়ের দাদন ২৫০০০০ লক্ষের অধিক ছিল ১৮০৭ সালে কোম্পানির কাপড়ের দাদন ৫৯৫৯০ এবং অন্য২ মহাজনদিগের প্রায় ৫৬০২০০। ১৮১৩ সালে বাজে মহাজনদিগের কারবার ২০৫৯৫০ এবং কোম্পানির কদাচিৎ ইহাঅপেক্ষা কদাচিৎ অধিক ১৮১৭ সালে ইঙ্গলণ্ডীয় কারবারসম্বন্ধীয় কারবার প্রায় রহিত হয় ফরাশিস এবং ওলন্দাজদিগের কুঠী সব ইহার অনেক বৎসর পূর্ব্ব বন্ধ হয় মলমল কাপড় প্রস্তুতকরণে ইহারদিগের পরিশ্রম বিশেষরূপ আছে বিশেষতঃ সূতাকাটন অতিআশ্চর্য্য অঙ্গুলির দ্বারা অল্প বয়স্ক স্ত্রীলোকসকল পোলাতনির্ম্মিত টেকুয়ার দ্বারা সূতা কাটে তাহার সময় কেবল প্রাতে শিশির যাবৎ ভূমিতে থাকে। এরূপ সে সূতা সূক্ষ্ম যে সূর্য্যোদয়ে কাটা যায় না।

এক রতি তুলাতে এরূপ কাটা যায় যে তাহাতে আশী হাত লম্বা সূতা হয় যাহা কাটুনীরা এক টাকা আট আনা করিয়া ভরি বিক্রয় করিত রিফুকরসকল শিল্প বিদ্যায় এমত পারদর্শী যে এক থান উত্তম মলমলহইতে এক খেই সূতা বাহির করিয়া পুনর্ব্বার সেই সূতাখেই থানে লাগাইত। এই উত্তম সূতা জন্মিবার স্থান ঢাকার অন্তঃপাতি বিশেষতঃ সোণার গাঁ এমত আশ্চর্য্য বস্ত্র প্রস্তুতকরণের কল কেবল হস্তমাত্র হায় কি খেদের বিষয় অতিউত্তম মলমলকরণের বিদ্যালোপ হইল এবং ঐ সকল সূত্র নির্ম্মাণকারি স্ত্রীগণের এবং উক্ত শিল্পশীলেরদিগের গতি বা কি হইবে। কস্যচিৎ নগরবাসিনঃ।—সং চং

(২৩ জুলাই ১৮৩১। ৮ শ্রাবণ ১২৩৮)

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক।—গত ১৪ বৃহস্পতিবার ইউনিয়ন ব্যাঙ্কে অংশিরদের এক সাধারণ সমাজ হয় তাহাতে দৃষ্ট হইল যে শ্রীযুত ক্রস ও শ্রীযুত কলন্ ও শ্রীযুত হরি ও শ্রীযুত সটন্ সাহেব ও শ্রীযুত বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐ পদ ধারণের মিয়াদ গত হইয়াছে অতএব তাঁহারদের পরিবর্ত্তে শ্রীযুত আর ব্রৌণ ও শ্রীযুত আর এচ ব্রৌণ ও শ্রীযুত সাও ও শ্রীযুত স্মিথসন সাহেব ও শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর তৎপদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৪৮ সনের গোড়াতেই ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের পতন হয়। এই বৎসরের ২০এ জানুয়ারি তারিখের 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া' পত্রে দেখিতেছি :—

"The Union Bank Meeting.—Half yearly meeting of proprietors held on Saturday the 15th instant.……Resolved 1.—That a Committee be appointed to recommend a plan for the immediate winding up of the Bank,……that all business of the Bank be suspended,……"

শ্রীযুত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী'তে (৩য় সং. পৃ. ৩৩৬) ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের পতনের তারিখ ভ্রমক্রমে "১৮৪৭ সালের ২৭শে ডিসেম্বর" লিখিয়াছেন।

(১ ডিসেম্বর ১৮৩২। ১৭ অগ্রহায়ণ ১২৩৯)

বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের দেওয়ানী।—আমরা বিশেষাবগত হইয়া প্রকাশ করিতেছি বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের দেওয়ানী কর্ম্মে এতন্নগরের জোড়াবাগান নিবাসি বাবু মদনমোহন সেন নিযুক্ত ছিলেন বহুকালপর্য্যন্ত ঐ কর্ম্ম সুন্দররূপে সম্পন্ন করিয়াছেন সংপ্রতি গত ৪ নবেম্বরে তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি হইলে নগরস্থ ধনাঢ্য মান্য হিন্দু ১৭ জন ঐ কর্ম্মাকাঙ্ক্ষী হইয়া ব্যাঙ্ক কমিটিতে দরখাস্ত দিয়াছিলেন তন্মধ্যে ১০ জনের দরখাস্ত গ্রহণোপযুক্ত তাহা হইতে কর্ম্মোপযুক্ত পাত্র ৮ জন জানিয়া কমিটিতে ৮ দরখাস্ত প্রদত্ত হয় ঐ আটজনের মধ্যে শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন এক। ঐ সকল দরখাস্ত কমিটিতে বিবেচনা হইয়াছিল ঐ বিবেচকদিগের মধ্যে অধিকাংশের মত হইল যে বাবু রামকমল সেন এতৎ কর্ম্মোপযুক্ত পাত্র তাঁহার অন্যত্রীয় কর্ম্মের সুখ্যাতিপত্রাদি দৃষ্টে বিলক্ষণ বোধ হইয়াছে অতএব মৃত মদনমোহন সেন যে নিয়মে অর্থাৎ দুই শত টাকা মাসিক বেতন আর শতকরা পাঁচ টাকার হিসাবে ফিস পাইতেন ইনিও তাহাই পাইবেন এবং এক লক্ষ টাকা ডিপাজিট রাখিবেন আর লক্ষ টাকার জামীন দাখিল করিবেন। অপর সেন বাবু কমিটির অনুমত্যনুসারে সেক্রেটরী সাহেবকর্ত্তৃক কর্ম্মে নিযুক্তিবোধক লিপি প্রাপ্ত হইয়া যথা কর্ত্তব্য করণানন্তর গত ১৪ নবেম্বর তৎ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বের কর্ম্ম অর্থাৎ টাকশালের দেওয়ানী রেজাইন দেওয়াতে শ্রীযুত বাবু হরিমোহন সেন তৎপদাভিষিক্ত হইয়াছেন।—চন্দ্রিকা।

(১৫ জুন ১৮৩৯ । ২ আষাঢ় ১২৪৬)

এতন্মহানগরস্থ ব্যঙ্ক [অফ বেঙ্গল] শাখা ব্যাঙ্ক সংস্থাপনার্থ শ্রীযুত দেওয়ান রামকমল সেন বাবুকে মৃজাপুর প্রেরণ করেন সেই দেওয়ানজী মৃজাপুরহইতে এতন্নগরে আগমন করিতেছেন দিন দুয় বা এক দিন মধ্যে এই স্থানে উপস্থিত হইবেন। সংপ্রতি সম্বাদ জ্ঞাত হইলাম যে উক্ত ব্যাঙ্ক বিষয়ে ৮ সহস্র মুদ্রা লভ্য থাকে।

(২৩ জানুয়ারি ১৮৩৩ । ১২ মাঘ ১২৩৯)

কমরশ্যল বাঙ্ক।—শ্রীযুত দ্বারকানাথ ঠাকুর এইক্ষণে সকলকে জ্ঞাপন করিতেছেন যে কমরসল বাঙ্কের যে সকল নোট আছে এবং ঐ বাঙ্কের উপর যত দাওয়া আছে তাহা তিনি পরিশোধ করিবেন এবং ঐ বাঙ্কের যত পাওনা আছে তাহা তিনি লইবেন। শ্রীযুত দ্বারকানাথ ঠাকুর। কলিকাতা ১৮৩৩ ৫ জানুআরি।

(৯ জানুয়ারি ১৮৩৩ । ২৭ পৌষ ১২৩৯)

মাকিণ্টস কোম্পানির কুঠী বন্দ।—আমরা অত্যন্ত খেদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে কলিকাতা রাজধানীর অন্য এক মহাকুঠী সংপ্রতি বন্দ হইয়াছে। শ্রীযুত মাকিণ্টস কোম্পানি শনিবার পূর্ব্বাহ্নে [৫ই জানুয়ারি] টাকা দেওয়া বন্ধ করিলেন…।

(১৫ জানুয়ারি ১৮৩৪ । ৩ মাঘ ১২৪০)

ক্রুটিণ্ডন কোং।—অতিখেদপূর্ব্বক জ্ঞাপন করা যাইতেছে যে কলিকাতাস্থ প্রধান২ কুঠীর যে শেষ এক কুঠী ছিল তাহাও পতিত হইয়াছে। গত শুক্রবারে ক্রুটেণ্ডন মেকিলপের ইনসালবেণ্ট আদালতে যাইতে হইল।

(৪ অক্টোবর ১৮৩৪ । ১৯ আশ্বিন ১২৪১)

কার ঠাকুর কোং।—কার ঠাকুর কোম্পানির নূতন বাণিজ্য কুঠীর ব্যাপার অদ্য আরম্ভ হইল। ঐ কুঠীর দ্বিতীয় অংশী বাবু দ্বারকানাথ ইহার পূর্ব্বে সাল্ট বোর্ডের দেওয়ান ছিলেন তিনি এই সাধারণ বাণিজ্যকার্য্য ও এজেন্টী কার্য্যে প্রবর্ত্তহওনার্থ ন্যূনাধিক ছয় সপ্তাহ হইল ঐ দেওয়ানী কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছেন। এতদ্বিষয় মনোযোগকরণের যোগ্য বটে যেহেতুক কলিকাতার মধ্যে ইউরোপীয়েরদের ন্যায় বাণিজ্য করিতে এবং এজেন্টী ও বিদেশীয় বাণিজ্যব্যাপারে যে হিন্দু প্রথম প্রবর্ত্ত হন তিনি উক্ত বাবুই কিন্তু ইহার পূর্ব্বে বোম্বাইনগরে পারসীয়েরা এতদ্রূপ বিদেশীয় বাণিজ্য কার্য্য অনেককালাবধি করিতেছেন। সাল্ট বোর্ডের দেওয়ানী কার্য্য বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের হইয়াছে তিনি তমোলুকের এজেন্টের দেওয়ানী কার্য্য ত্যাগ করিয়া ইহা গ্রহণ করিলেন।

কয়েক বৎসর পরে কার ঠাকুর কোম্পানীর কুঠীও বন্ধ হইয়া যায়। ১৮৪৮ সনের ৪ এপ্রিল তারিখে সংবাদ প্রভাকর' লিখিয়াছিলেন :—

"আমরা ইংরাজী পত্র দ্বারা অবগত হইলাম যে মিস্তর্স কার ঠাকুর কোম্পানির অংশিগণ এক সরক্যুলর পত্র দ্বারা মহাজনদিগ্যে প্রকাশ্য সভায় আহ্বান করিয়াছেন, গত জানুআরি মাসে তাঁহারা চলিত কার্য্য রহিত করত এরূপ নিয়ম করিয়াছিলেন যে বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বাবু গিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাজন-দিগের হিসাবাদি দৃষ্টি করিয়া পাওনা সকল পরিশোধ করিয়া দিবেন, দেনা রাখিবেন না, কিন্তু গত ১ আপ্রিল তারিখে উক্ত বাবুরা হৌসের ঋণ প্রদানে অক্ষম হইয়া মহাজনদিগ্যে আহ্বান করণে বাধ্য হইয়াছেন, এই সংবাদ লিখনকালীন আমারদিগের বিশেষ দুঃখ হইতেছে, যেহেতু কার ঠাকুর কোম্পানিরা বিশেষ সম্রান্ত ছিলেন, তাঁহারা অতি সুনিয়মে বাণিজ্য কার্য্য করিতেন, অধুনা ঋণ পরিশোধ করণে অক্ষম হইলেন, ইহার পর অন্যান্য হৌসের ভাগ্যে কি হয় তাহা কিছুই বলা যায় না।"

(৯ ডিসেম্বর ১৮৩৭। ২৫ অগ্রহায়ণ ১২৪৪)

বাজার অনেক কমিয়াছে। শিবনারায়ণ পাল ও কাশীনাথ পাল যাহারা কলিকাতায় ৭০ বৎসরাবধি সুখ্যাতিপূর্ব্বক বাণিজ্য করিতেছিলেন তাঁহারদের বাণিজ্যের কুঠী দেউলিয়া হইয়াছে। কথিত আছে যে তাঁহারা ২৫ লক্ষ টাকার কারবার করিতেছিল কিন্তু আমরা শুনিয়াছি তাঁহারদিগের দুই লক্ষ টাকা লোকসান হইয়াছে এই ক্ষতি এবৎসর আফীন বিক্রয় করাতে হইয়াছে ইহার দায় একটান অংশি কাশীনাথের উপর তাঁহার ভ্রাতা বিবাদ করিয়া দিয়াছেন কিন্তু তাঁহার ভ্রাতার এই লোকসান শোধন হইবার অনেক উপায় আছে। —জ্ঞানান্বেষণ।

(১১ জুন ১৮৩৬। ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১২৪৩)

টগ সমাজের মুনাফা।—আমারদের ইচ্ছা যে শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর উক্ত সমাজের নাম পরিবর্ত্তন করেন। আমরা শুনিতেছি সকলে তাহা ঠ উচ্চারণ করিয়া ঠগের সমাজ কহিয়া থাকে। সে যাহা হউক সংপ্রতি উক্ত সমাজ যে ফরবিস বাষ্পীয় জাহাজ ক্রয় করিয়াছেন তাহা কেবল ৭০ দিবস হইল কর্ম্মে চলিতেছে। ঐ জাহাজ মাকিণ্টস কোম্পানির হস্তে থাকনসময়ে কখন তাহার খরচা পোষিয়া উঠে নাই কিন্তু ক্রেতারদের হস্তে পতিতহওন অবধি তাহাতে বিলক্ষণ লাভ হইতেছে। ২১ ফেব্রুআরি তারিখঅবধি ৩০ এপ্রিলপর্য্যন্ত গড়ে ১৮,৮০০ টাকা উৎপন্ন হয় তাহাতে ১২,১৮৫ টাকা খরচ হইয়াছে অতএব লাভ মাসে ৩,০০০ টাকার কিঞ্চিৎ ন্যূন। গড়ে ৪,০০০ টাকা লাভ হইত কিন্তু ঐ জাহাজে যে দৈবঘটনা হয় তাহাতে ১,৯০০ টাকা ও ৯ দিবস হরণ হইয়াছে।

(৪ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩। ২০ ভাদ্র ১২৪০)

বাষ্পীয় সভার নিয়মপত্র।—ইঙ্গরেজী ১৮৩৩ সালের জুন মাসের ২২ তারিখে টৌনহালে নিউ বেঙ্গল ষ্টিম ফণ্ড অর্থাৎ বাঙ্গালা দেশের বাষ্পের জাহাজবিষয়ক ধন

ব্যায়কারণ চাঁদায় স্বাক্ষর কারিদিগের এক সাধারণ সমাজ হয় তাহাতে যে কথোপকথন হয় তাহার তাৎপর্য্যের বাঙ্গলা তরজমা।

এই সমাজের অধ্যক্ষ শ্রীলশ্রীযুক্ত রাইট রিবেরেণ্ড লার্ড বিসোপ অর্থাৎ কলিকাতার লার্ড পাদরি সাহেব সকলের ঐক্যতাতে পশ্চাৎ লিখিত সমস্ত প্রকরণ নির্দ্ধার্য্য করেন।

১। জুন মাসের ১৪ তারিখে বাষ্পের জাহাজদ্বারা ইঙ্গলণ্ডে গমনাগমনের নিরূপণজন্য এতদ্দেশীয় গবর্ণমেণ্টের সাহেব লোকের নিকট নিবেদনকরণার্থ কলিকাতানিবাসি লোকেরদিগের এক সমাজ হয় ঐ সমাজে যেং নিয়ম নির্দ্ধার্য্য হইয়াছে এই বর্ত্তমান সমাজ সে সকলের পোষকতা করিবেক এবং অন্যং উপায় যাহা ঐ বিষয়ের সফলজন্য আবশ্যক হইবেক তাহাও এই সমাজে স্থির হইবেক।

২। পূর্ব্বোক্ত বিষয় সম্পূর্ণকরণার্থে চাঁদা করিতে হইবেক এবং পশ্চাৎ লিখিত ভদ্রলোকেরা কমিটীতে নিযুক্ত হইবেক এই কমিটীর নাম নিউ বেঙ্গল ষ্টিম ফণ্ড কমিটী রাখা যাইবেক।

মেং ডি মেকফার্লন। কাপ্তান ফার্বস। শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর। মেং ডবলিউ এচ মাকনাটন। শ্রীযুত বাবু মথুরানাথ মল্লিক। মেং জেম্‌স্ প্রিন্সেপ। মেং সি বি গ্রীনলা। মেং বি হেরডিং। মেং জে উইলিস। মেং সি জে মিদণ্টন। মেং টি ই এম টার্টন। মেং জেম্‌স কিড। কাপ্তান ষ্টিল। মেং কাক্রেল। মেং আর এম তামসন।

৩। চাঁদার টাকা প্রাপ্তি হইলে ইউনিয়ন ব্যাঙ্কে জমা হইবেক। এবং পনরশত মুদ্রা হস্তগত হইলে তাহার এক সহস্র মুদ্রায় কোম্পানির কাগজ ক্রয় হইবেক ঐ ব্যাঙ্কেতে কখনও পাঁচশত মুদ্রার অধিক থাকিবেক না।…

৫। হিউলিণ্ডসেনামক জাহাজের স্থগিত প্রযুক্ত বাষ্পের জাহাজে ইঙ্গলণ্ড গমনাগমন রুদ্ধ হইয়াছে ঐ গমনাগমন যে উপায়ের দ্বারা পুনর্ব্বার হইতে পারে তাহার চেষ্টা কমিটীর অন্তঃপাতি লোকেরা অতি শীঘ্র করিবেন। এবং তাঁহারা একারণ শ্রীলশ্রীযুক্ত গবর্নর্ জেনরল কৌন্সেলের এবং ইঙ্গলণ্ডের ইষ্ট ইণ্ডিয়ান কমিটীর আনুকূল্য চেষ্টা করিতে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন এবং যখন এ বিষয়ের কোন পরিশেষ হইবেক তখন তাঁহারা স্বাক্ষরকারী অর্থাৎ চাঁদাকারেরদিগের সাধারণ সমাজে সম্বাদ দিবেন।……

এতদ্দেশীয় এবং অন্যান্য স্বাক্ষরকারি মহাশয়দিগের নিউ বেঙ্গাল ষ্টিম ফণ্ডের চাঁদায় প্রদত্ত মুদ্রার ফর্দ্দ।

শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর।	৫০০
শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন।	১০০
শ্রীযুত বাবু বিশ্বনাথ মতিলাল।	২০০
শ্রীযুত বাবু বিশ্বম্ভর সেন।	৫০০

শ্রীযুত বাবু মতিলাল শীল।	৫০০
শ্রীযুত বাবু কানাইলাল ঠাকুর ও	
শ্রীযুত বাবু গোপাললাল ঠাকুর।	৫০০
শ্রীযুত বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়।	১০০
শ্রীযুত বাবু হরচন্দ্র বসু ও	
শ্রীযুত বাবু গঙ্গাধর মিত্র	২০০
শ্রীযুত বাবু রোস্তমজী কাওসজী।	১০০
শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর।	২০০
শ্রীযুত বাবু রাধাপ্রসাদ রায়।	১০০
শ্রীযুত বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়।	৫০
শ্রীযুত বাবু আর জি জি [রামগোপাল ঘোষ ?]	১০
শ্রীযুত বাবু মথুরানাথ মল্লিক।	১০০০
শ্রীযুত বাবু প্রাণনাথ রায়চৌধুরী।	২৫০
শ্রীযুত বাবু হরিহর দত্ত।	২৫
শ্রীযুত বাবু কালীনাথ রায়চৌধুরী।	৩০০
শ্রীযুত বাবু রামলোচন ঘোষ।	৫০
শ্রীযুত রাজা অযোধ্যালাল খাঁ।	১৬
শ্রীযুত রাজা রামচাঁদ খাঁ।	১৬
শ্রীযুত কাজি গুল মহম্মদ।	১৬
শ্রীযুত কালীপ্রসাদ বসু।	১৬
শ্রীযুত মহবুব খাঁ।	১০
শ্রীযুত মহম্মদ হোসেন।	১৬
শ্রীযুত কৃষ্ণমোহন চৌধুরী।	১৬
শ্রীযুত মহম্মদ আসকরী।	১০
শ্রীযুত জগন্নাথ ভঞ্জ।	১২
শ্রীযুত রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর।	৫০০
শ্রীযুত আগাকরবলাই মহম্মদ।	৫০০
বালেশ্বরের এতদ্দেশীয় চিকিৎসক।	৪
শ্রীযুত ক্লিমিশা সাহেবের চাকরেরা।	১২
শ্রীযুত বাবু এস সি জি।	১০০

... ...

(২২ জানুয়ারি ১৮৩৪ । ১০ মাঘ ১২৪০)

নূতন লাইফ অস্থরেন্স সমাজ।—গত সপ্তাহের কলিকাতানগরীয় ইউরোপীয় সম্বাদপত্রের দ্বারা অবগত হইয়া আমরা পরমাপ্যায়িত হইলাম যে গবর্ণমেণ্টের কর্তৃত্বাধীনে কলিকাতায় এক লাইফ আস্থরেন্স সোসৈটি স্থাপনের উপযুক্তানুপযুক্ততার বিবেচনাপূর্ব্বক রিপোর্টকরণার্থ এক কমিটি নিযুক্ত হইয়াছেন। নীচে লিখিত মহাশয়গণ ঐ কমিটির অন্তঃপাতি হইয়াছেন শ্রীযুত ডব্লিন সাহেব ও ডিকিন্স সাহেব ও ত্রিবিলিয়ন সাহেব ও ডব্‌স সাহেব ও বেগসা সাহেব ও ডবলিউ প্রিন্সেপ সাহেব ও কর্ণল কেনডি সাহেব ও কাপ্তান হেণ্ডর্সন সাহেব ও শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন।

বহুকালাবধি গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মকারক সাহেবেরদের এমত বিবেচনা হইয়াছে এবং লাডবল সোসৈটির অতিঘৃণার্হবিবাদ হওনঅবধি অন্যেরদেরও এমত মানস হইয়াছে যে এতদ্রূপ কোন সমাজ গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক এমত দৃঢ়নির্ব্বন্ধে স্থাপিত হয় যে তাহাতে সর্ব্বসাধারণ লোকের প্রত্যয় জন্মে। এতৎসময়ে লাডবল সোসৈটির বিষয়ে পুনর্ব্বার বিবাদ আরম্ভহওয়াতে ঐ মানস আরো দৃঢ়ীভূত হইয়াছে। এবং আমারদের ভরসা হয় যে শ্রীল-শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর অন্যান্য বিষয়ে যেরূপ অত্যুৎসাহপূর্ব্বক মনোযোগ করেন তদ্রূপ এতদ্বিষয়কও করিবেন। অপর ঐ কমিটির অন্তঃপাতিমধ্যে শ্রীযুত বেগসা সাহেবের নাম দেখিয়া আমারদের বিশেষ আহ্লাদ জন্মিয়াছে যেহেতুক তিনি এই বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী আছেন এবং গবর্ণমেণ্ট এতদ্বিষয় উত্থাপনকরণের পূর্ব্বে তিনি এক জাইণ্ট ষ্টক সোসৈটির পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন অতএব তদ্বিষয়ে বিলক্ষণ অনুসন্ধানের ফল যে সকল সম্বাদ তিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা কমিটিতে জ্ঞাপন করিয়া কমিটির কার্য্যের অনেক সুগম করিতে পারিবেন।

(১৮ এপ্রিল ১৮৩৫ । ৬ বৈশাখ ১২৪২)

গবর্ণমেণ্টের লাইফ ইনস্থরন্স আপীস।—হরকরা সম্বাদপত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে গবর্ণমেণ্টের লাইফ ইনস্থরন্স আপীস আগামি মাসের প্রথম সপ্তাহে স্থাপিত হইয়া কর্ম্মারম্ভ হইবে।

(৭ মার্চ্চ ১৮৪০ । ২৫ ফাল্গুন ১২৪৬)

আমরা অবগত হইলাম যে কএক ব্যক্তি এতদ্দেশীয় ধনি এবং বিজ্ঞ মহাশয়রা হিন্দুদিগের উপকারার্থ এক লাইফ ইনস্থরেন্‌স নামক সভা স্থাপন করণের মানস করিয়াছেন এবং অত্যল্পদিবসের মধ্যে অনুষ্ঠান পত্র প্রকাশ হইবে এবং তদ্দৃষ্টে উক্ত সভাদ্বারা অস্মদাদির যে লভ্য হইবে তাহা প্রকাশ করিব।

(৩০ জানুয়ারি ১৮৩৬। ১৮ মাঘ ১২৪২)

চুঁচুড়ার বরফ।—স্কট সাহেবের গেজেটে প্রকাশিত এক পত্রে দৃষ্ট হইতেছে যে জানুআরি মাসের প্রথম ২০ দিবসপর্য্যন্ত চুঁচুড়ার বরফকুণ্ডে ২১৮৬ মোন বরফ উৎপন্ন হইয়াছে এবং ঐ বরফ মোন করা ১০ টাকা অবধি ১৩ টাকাপর্য্যন্ত বিক্রয় হইতেছে।

(২৯ জুলাই ১৮৩৭। ১৫ শ্রাবণ ১২৪৪)

পয়সা।—বাজারে ১ টাকার পয়সাতে এইক্ষণে ৬ পয়সাপর্য্যন্ত যাইতেছে। পোদ্দারেরা টাকাতে ঘসা পয়সা ১৬ গণ্ডা করিয়া দিতে চাহে কিন্তু সেই পয়সা কোন কর্ম্মের নহে। কল্য আমারদের এক জন বেহারাকে ॥০ আনার পয়সা দিতে হইয়াছিল তাহাতে ঐ প্রকার ঘসা পয়সা দেওয়াতে সে কহিল যে ঘসা পয়সা কেহই লইবে না এই ৮ গণ্ডা পয়সা এবং ৮ গণ্ডা নুড়ি তুল্য মূল্যই। কিন্তু যখন তাহার সঙ্গে অনেক বচসা করা গেল তখন কহিল যে বরং নূতন পয়সার অর্দ্ধেক আমাকে দেউন।

গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত পোদ্দারেরা নিতান্ত অকর্ম্মণ্য বাজারের পোদ্দারেরা যে প্রকার পয়সা দিতে চাহে তাহারাও তদ্রূপ পয়সাও সেই দরে দিতে চাহে অতএব ঐ বেটারদের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট মাসে যে ৩০০ টাকা ঘরভাড়া দিতেছেন সে কেবল ভস্মে ঘি ঢালা হইতেছে।

(১৬ সেপ্টেম্বর ১৮৩৭। ১ আশ্বিন ১২৪৪)

বাবু প্রসন্নকুমার।—…মেদিনীপুর জিলায় ভুয়ামুতা পরগনে বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের হুদ্দা পশ্চিম মশারানামক যে তালুক তাহার বার্ষিক রাজস্ব ৩২৮৭ টাকা দেওয়া যায়।…

(২১ এপ্রিল ১৮৩৮। ১০ বৈশাখ ১২৪৫)

…বর্ত্তমান শাসন কর্ত্তারা অতিশয় সভ্য ও ধনাঢ্য প্রায়ই হইয়াছেন সভ্যতা ও ধনাঢ্যতা কোন২ উপায় দ্বারা হইতে পারে এতদ্দেশীয় জনগণ তাহার কিছুই অন্বেষণ না করিয়া আপনারদিগের যে স্বাভাবিক নীচাবস্থা তাহাতেই স্বচ্ছন্দ বোধ করিয়া সুখসম্ভোগ করেন। ইউরোপীয়েরদিগের যে উত্তম২ গুণযুক্ত উত্তমাবস্থা তদ্দর্শনে সেইরূপ উত্তমাবস্থা প্রাপ্তির নিমিত্ত সর্ব্বসাধারণেরি লোভ জন্মাইতে পারে। কিন্তু এতদ্দেশীয় মনুষ্যগণ এমত নীচাবস্থায় আছেন যে তদ্দ্বারা উত্তমাবস্থা একবার মানসেও করেন না ইঙ্গলণ্ডীয় বিদ্বান ব্যক্তিরা যে সকল উত্তম কার্য্য করিয়াছেন তাহা এতদ্দেশীয়েরা চিত্তেও স্থান দান করেন না এবং তাহার কিছুই বিবেচনা করেন না আর স্বাভাবিক নীচাবস্থা হেতু তদ্ভাব এতদ্দেশীয়দিগের মনে একবার উদয়ও পায় না। এবং কোন দেশীয় কোন ব্যক্তির সৌভাগ্য কেবল

সময় গুণেই হয় এমত নহে শারীরিক পরিশ্রম চেষ্টা ব্যতিরেকে হইতে পারে না। ইউরোপীয়দিগের যে সকল অতিশয় পরিশ্রম উদ্যোগ চেষ্টা সতর্কতা বিদ্যা দ্বারা এমত অনুপম সভ্যতাদিগুণ যুক্তাবস্থা হইয়াছে যে আমরা তন্নিমিত্ত তাঁহারদিগকে প্রশংসা করি। ইঙ্গলণ্ডীয়দিগের মূলধনের উত্তমরূপে ব্যবহার্য্যতা হেতু যে ধনাঢ্যতা ইহা সর্ব্বসাধারণ জনকে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে কেবল বিদ্যা দ্বারা যে জনদিগের ধনাঢ্যতা সৌভাগ্য হয় এমত তাঁহারা বলেন না বাণিজ্যাদি সহকারে সৌভাগ্যাদি হয়। তন্নিমিত্ত আমরা বলি যে এতদ্দেশীয় জনগণ স্বাভাবিক অলস ও নিদ্রা প্রভৃতি যে দোষবর্গ তাহা পরিত্যাগ করিয়া উক্ত বাণিজ্যাদিরূপ অস্ত্র শস্ত্র ধারণপূর্ব্বক সৌভাগ্যের বিরোধী যে কুস্বভাব তাহাকে জয় করিয়া সৌভাগ্যকে প্রবল করুন। আর পরমেশ্বর বহু গুণযুক্তা উর্ব্বরা ভূমি প্রদান করিয়াছেন এবং তাহার উপায়ও প্রদান করিয়াছেন ইহা পাইয়া কি উত্তমরূপে ব্যবহার করা উচিত হয় না এই সময়ে অনেকের উত্তমতা ও সভ্যতা হইতেছে অতএব এতদ্দেশীয়দিগের উচিত যে পশ্চিম প্রদেশীয়দিগের যে সকল সদুপায় দ্বারা সভ্যতা হইতেছে সেই সকল সদুপায় সদা আচরণ করেন।

আমাদিগের এই বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হইতেছে যে অন্য দেশীয়দিগের যাহাতে ভাল হইয়াছে এতদ্দেশীয়রা তাহার অনুশীলন করেন না। আমরা জানি এতদ্দেশীয় যাঁহারা পৈতৃক ধন পাইয়াছেন তাহারা সেই ধনের উত্তমরূপে ব্যবহার ত্যাগ করিয়া গবর্ণমেণ্টে অতিক্ষুদ্র কার্য্যের ভার লইয়া তাহাতেই স্বচ্ছন্দবোধ করিয়া গৃহে বসিয়া বৃথা জল্পনায় বৃথা কালক্ষেপ করেন ইহাতে ইহাদিগের সেই সকল ধনের বৃদ্ধি হইতে পারে না আর ক্রমে২ নানা কার্য্যে মূল ধন বিনাশ পায় আর কিছু দিন পরে আমরা দেখি যে ঐ ব্যক্তি হয় কারাগারে আছেন অথবা কোন আত্মীয়ের বাটীতে পাতড়ায় নিযুক্ত হইয়াছেন আমাদিগের এতদ্দেশীয় কত জনকে এতদ্রূপ দৃষ্ট হয় এবং কেহ২ বলেন যে কি কুরীতি ছিল।

এতদ্বিষয়ে অনেকের সহিত কথোপকথন হয় কিন্তু তাঁহারা বলেন যে ধন নাই আমরা কিরূপে বাণিজ্যাদিতে প্রবৃত্ত হইব। এইরূপ নির্বোধের বাক্যের আমরা উত্তর দিতে পারি না ইহাতে মৌন দ্বারা ঘৃণাই ভাল। তাঁহারা সাহেবের মুচ্ছুদ্দি হয়েন সে সাহেবকে কি টাকা দেন না আর ঐ সাহেব আপদগ্রস্ত হইলে তাহাকে কিছু দিয়া কি সেই কুঠীর মান রাখেন না এবং ঐ মুচ্ছুদ্দি মহাশয় কি ইহা দেখিতে পারেন না যে তাহার ধনে নির্ধনী সাহেব অতি ধনাঢ্য হয় আর যাঁহারা কিঞ্চিৎ সুদ গ্রাহি তাঁহারা জানে না যে আমার টাকায় সাহেব ধনাঢ্য হইবেন ইহা জানিয়াও কিঞ্চিৎ সুদ পাওয়ার প্রার্থনায় মুদ্রা প্রদান করেন। এতদ্দেশীয়দিগের যে এতদ্রূপ কৃতকার্য্যতা তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই কিন্তু এতদ্দেশীয় ধনিগণ বাণিজ্যাদিদ্বারা ধনাঢ্য হউন আর যে কেরাণির প্রভৃতি কার্য্য পরিত্যাগ করুন যে সেইসকল কার্য্যদ্বারা দীনদিগের ভরণপোষণ হউক। অতএব আমরা বলি যে

ইহাতে তাঁহারা সৌভাগ্যযুক্ত ও ধনাঢ্য হইয়া স্বচ্ছন্দে থাকিবেন আর সর্ব্বসাধারণের সুখ সৌভাগ্য হইবে।—জ্ঞানান্বেষণ।

(১১ জানুয়ারি ১৮৪০। ২৮ পৌষ ১২৪৬)

আমরা শুনিলাম যে কলিকাতার একজন জমীদার বারাণস হইতে স্বগৃহে আগমন কালীন ভগল পুরের বাজারে ৪০ টাকা মূল্যে এক গোলাম ক্রয় করিয়া লইয়া আসিয়াছেন। এবং তিনি কহিলেন যে তদ্দিবসে সেই বাজারে দাসদাসী প্রায় ২০১২৫ জন বিক্রয় হইয়াছিল। [জ্ঞানান্বেষণ]

(২৮ মার্চ ১৮৪০। ১৬ চৈত্র ১২৪৬)

আমরা শ্রুত হইয়াছি চিকিৎসা বিদ্যাতে উত্তীর্ণ ছাত্র এক জন শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ গুপ্ত এতদ্দেশীয় এক ঔষধালয় স্থাপন করাতে এবং ঐ উদ্যোগেতে যে ধন ব্যয় হইয়াছে তদ্দ্বারা অত্যন্ত লাভ সম্ভাবনা দেখিয়া অন্য দুই জন ছাত্র তদ্রূপ বাহুল্যমতে অপর এক স্বতন্ত্র ঔষধাগার স্থাপন করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন। এই নূতন ব্যাপার শ্রীযুত বাবু রামকুমার দত্ত ও শ্রীযুত নবীনচন্দ্র কর্তৃক নির্ব্বাহ হইবে রামকুমার দত্ত কলিকাতায় চিকিৎসা শিক্ষালয় স্থাপনাবধি তথাকার চিকিৎসালয়ে ঔষধ প্রস্তুত করণ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন এবং তাঁহারা ঐ কর্ম্মে অতি নৈপুণ্য ও যে ব্যবসায় তিনি এইক্ষণে আরম্ভ করিয়াছেন তৎসম্পর্কে অনেক বিদ্যা উপার্জন করিয়াছেন। তাঁহারদের ঐ ঔষধালয়ে নানা প্রকার ঔষধ থাকিবে এবং তদতিরিক্ত তাঁহারা সোদাওয়াটর অর্থাৎ বিলাতীয় পানীয়ের কারখানা আরম্ভ করিয়াছেন যেহেতুক এতদ্দেশীয় লোকেরদের ইউরোপীয় দ্রব্যের প্রতি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনুরাগ জননে ঐ পানীয় ব্যবহারে অধিক চেষ্টা হইয়াছে। আমরা ইহার পূর্ব্বে এতদ্দেশীয় ঔষধালয়ের প্রস্তাব লিখন সময়ে কহিয়াছিলাম যে দেশীয় যে যুব জনেরা গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মে প্রার্থনাশীল এমত ব্যক্তিরদের মধ্যে উৎসাহ বর্দ্ধনের এমত যে নানা চিহ্ন দর্শন হইতেছে তাহাতে যে উদ্যোগের দ্বারা প্রবৃত্ত ব্যক্তিদের লাভ ও সাধারণের উপকার সেই উদ্যোগে আরম্ভ হওনের সোপান হইতেছে। কলিকাতার মধ্যে দুই ঔষধালয়ের কার্য্য স্বচ্ছন্দে চলিতে পারে এবং উক্ত মহাশয়েরা কলিকাতাস্থ তাবৎ ঔষধালয় অপেক্ষা নির্ভাজ ও প্রকৃতৌষধ অল্প মূল্যে বিক্রয় করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন। অতএব আমারদের দৃঢ় বোধ হইতেছে যে সম্পূর্ণরূপে তাঁহারদের উদ্যোগ দেশীয় লোকের দ্বারা সফল হইবেক যেহেতুক তাঁহারা এতদ্দেশীয় অতি দরিদ্র ব্যক্তিরদের মধ্যেও ইউরোপীয় ঔষধ ব্যবহার করাইতে পারিবেন। এতদ্দেশীয় লোকেরা এইক্ষণে বারম্বার বিলক্ষণরূপ জ্ঞাত হইয়াছেন যে ইউরোপীয় ঔষধ দেশীয় ঔষধাপেক্ষা অত্যুৎকৃষ্ট এবং যে সকল ব্যক্তি উত্তমরূপে সুশিক্ষিত হইয়া বিদ্বান হইয়াছেন

তাঁহারা দেশীয় যমোপম চিকিৎসকেরদের অপেক্ষা ঐ চিকিৎসকেরদিগকে উত্তম জ্ঞান করিবেন। ['ক্যালকাটা কুরিয়র' পত্রের জনৈক দেশীয় সংবাদদাতা]

শাসন

(১৬ জানুয়ারি ১৮৩৩। ৫ মাঘ ১২৩৯)

আমরা শুনিয়া অত্যাস্তাহ্লাদিত হইলাম যে ইণ্ডিয়ান জুরীবিষয়ক ব্যবস্থাতে শ্রীল শ্রীযুত বাদশাহ অনুমতি দিয়াছেন এই ব্যবস্থার দ্বারা এতদ্দেশীয় লোকেরা গ্রান্দ জুরীর কার্য্য এবং জুষ্টিস অফ দি পিস কার্য্য এবং যে মোকদ্দমাতে খ্রীষ্টীয়ানেরা লিপ্ত এমত মোকদ্দমা নির্ব্বাহ করিতে অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন। ইহাতে পাঠক মহাশয়েরদের দৃষ্টি হইবে যে পার্লিমেণ্টের এই ব্যবস্থা ও অন্যান্য ব্যবস্থার দ্বারা এবং শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরকর্তৃক সংপ্রতি প্রকাশিত নানা আইনের দ্বারা এতদ্দেশীয় লোকেরদের হস্তে যত পরাক্রম অর্পিত হইয়াছে তত ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের রাজ্য হইয়াঅবধি হয় নাই। এইক্ষণে আমারদের এই প্রার্থনা আছে যে এই সকল পরাক্রম উচ্চ২ পদাভিষিক্ত ঐ সকল মহাশয়েরা কেবল স্বার্থবিষয়ে না খাটাইয়া দেশ হিতার্থে খাটান।

(২ মার্চ্চ ১৮৩৩। ২০ ফাল্গুন ১২৩৯)

গবর্ণমেণ্টকর্তৃক এতদ্দেশীয় লোকেরদের কর্ম্মে নিয়োগ।—পাঠক মহাশয়েরা অবশ্য অবগত হইয়া থাকিবেন যে এতদ্দেশীয় লোকেরদের তিন রাজধানীতে মাজিস্ট্রেটীকর্ম্ম নির্ব্বাহকরণ এবং গ্রান্দজুরীর কর্ম্মে নিযুক্তহওন এবং যে সকল মোকদ্দমায় খ্রীষ্টীয়ান লোক পক্ষ এমত মোকদ্দমার বিচার করণের ক্ষমতার্পণার্থ সংপ্রতি পার্লিমেণ্টে যে ব্যবস্থা হয় ঐ ব্যবস্থার প্রস্তাবান্দোলনসময়ে শ্রীযুত অনারবিল কোর্ট অব ডৈরেক্তর্স সাহেবেরা যথাসাধ্য তদ্বিষয়ের প্রতিবন্ধকতা করিলেন কিন্তু ঐ ব্যবস্থাতে তাঁহারা এতাদৃশ প্রতিবাদী হইলেও বোর্ড কন্ট্রোলের সভাপতি শ্রীযুত চার্লস গ্রাণ্ট সাহেবের বিশেষ উদ্যোগপ্রযুক্ত ঐ ব্যবস্থা পার্লিমেণ্টে জয়২ ধ্বনিপুরঃসর সিদ্ধ হয়। অপর শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের সম্প্রতিকার যে নিয়মের দ্বারা আমীন মুনসিফপ্রভৃতি পরাক্রম ও গৌরবান্বিত পদে নিযুক্ত হইলেন সেই নিয়মে কোর্ট অফ ডৈরেক্তর্স সাহেবেরা স্বীকৃত হইয়াও কিনিমিত্ত এই নবনিয়মিত ব্যবস্থার প্রতিবন্ধকতা করিলেন ইহা আমারদের বোধগম্য হয় না। যে২ মোকদ্দমা ইহার পূর্ব্বে মফঃসলে কেবল ইউরোপীয় জজসাহেবেরদের প্রতি অর্পণ হইত সেই সকল মোকদ্দমার বিচার করিতে যদ্যপি এতদ্দেশীয় লোকেরা ক্ষম তবে তাঁহারা অবশ্য গ্রান্দজুরীর কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেও ক্ষম বটেন্। অতএব আমারদের এই উপলব্ধি হয় যে নূতন ব্যবস্থাতে যে সকল আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছিল তাহা এতদ্দেশীয় লোকেরা কোন

সম্ভ্রম বা বিশ্বাসের কর্ম্মে যোগ্য না হওন বিষয়ে কোর্ট অফ ডৈরেক্তর্স সাহেবেরদের মধ্যে যে অল্পসংখ্যক মহাশয়েরা এতদ্বিষয়ে আপনারদের পূর্ব্বকার অবিবেচনা ত্যাগ করিতে পারেন নাই ঈদৃশ ব্যক্তির দ্বারাই তাহা হইয়া থাকিবে।

১৭৬৫ সালে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের এতদ্দেশীয় দেওয়ানী কার্য্যগ্রহণাবধি এতদ্দেশীয় লোকেরদের বিষয়ে তিনপ্রকার নিয়ম চলিয়া আসিতেছে। তন্মধ্যে বর্ত্তমান নিয়ম তৃতীয়। ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের প্রথমাবস্থায় গবর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক এতদ্দেশীয় লোকেরদিগকে যদ্রূপ পরাক্রম ও বেতন প্রদত্ত হয় তাহা প্রায় অবিশ্বাস্য। তৎকালীন ইঙ্গলণ্ডীয় কর্ত্তা মহাশয়েরদের এমত বোধ হইল যে এতদ্দেশীয় লোকের প্রতি যত অধিক পরাক্রম অর্পণ হইতে পারে তত অধিক দেশের মঙ্গল ও ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের রাজ্যের স্থৈর্য্যসম্ভাবনা। দেশীয় মুখ্য শাসনকর্ম্ম কৌন্সেলি সাহেবেরদের হস্তে অর্পিত থাকিল বটে কিন্তু তাবৎ প্রকৃত পরাক্রম অর্থাৎ সাধারণ ব্যক্তিরদের চক্ষুর্গোচর দেদীপ্যমান যে পরাক্রম তাহা দেশীয় লোকেরদের হস্তেই অর্পণ হইল। তিন সুবাসম্পর্কীয় তাবৎ আদালতের কার্য্য বিনাপ্রতিবন্ধকতায় ও বিনাশাসনরূপে এতদ্দেশীয় লোকেরদিগকে দেওয়া গেল এবং এতদ্দেশীয় প্রধান কর্ম্মকারক সাম্বৎসরিক ৯ লক্ষ টাকার ন্যূন নহে বেতন পাইতেন অর্থাৎ এইক্ষণকার তাবৎ ভারতবর্ষের গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরেরদের বেতনাপেক্ষা তিন গুণ অধিক।

কিন্তু তৎপর কএক বৎসরের মধ্যে একেবারে ঐ নিয়মের সমূল পরিবর্ত্তন হইল এবং গবর্ণমেণ্ট বিরুদ্ধপক্ষ অবলম্বন করিলেন। পূর্ব্বে এতদ্দেশীয় লোকেরদের হস্তে তাবৎ পরাক্রমই অর্পিত ছিল পরে বিশ্বাস্ত ও ঝুঁকির সমুদায় কার্য্যহইতে হঠাৎ এতদ্দেশীয় লোকেরদিগকে রহিত করিতে নিয়ম করিলেন। তৎসময়ে কর্ত্তা মহাশয়েরদের মনে এমত জ্ঞানোদয় হইল যে সরকারীকার্য্য নির্ব্বাহার্থ যদনুসারে এতদ্দেশীয় লোকেরা নিযুক্ত হন তদনুসারে প্রজাগণের দুঃখবৃদ্ধিহওনের সম্ভাবনা অতএব অসীম দানশৌণ্ডতার পথ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা অতিসঙ্কুচিত কার্পণ্যবর্ত্মাবলম্বী হইয়া সম্ভ্রম ও লাভজনক সমগ্র কর্ম্মহইতে দেশীয় লোকেরদিগকে চ্যুত করিলেন। এবং এতদ্দেশীয় যে কর্ম্মকারক সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চপদস্থ তাঁহাকে ৫০০ টাকার ন্যূন বেতন নির্দ্ধার্য্য করিলেন। এতদ্রূপে দেশীয় লোকেরদিগকে বহিষ্করণসময়েই ইউরোপীয় সিবিলসম্পর্কীয় সাহেবেরদের অপূর্ব্বরূপ বেতন বৃদ্ধি হইল ঐ বৃদ্ধির কারণ সম্প্রতিকার সদর দেওয়ানী আদালতের জজ শ্রীযুত কোর্টনি স্মিথ সাহেব পার্লিমেণ্টের কমিটি সাহেবেরদের সমক্ষে ব্যক্তকরত কহিলেন যে অন্যায়রূপে টাকা লওনের কোন ওজোর না থাকে এইনিমিত্ত বেতন বৃদ্ধি হয়।

এইক্ষণে সরকারীকার্য্যের নিয়মের পুনর্ব্বার রূপান্তর হইয়াছে প্রায় চল্লিশ বৎসরাবধি এতদ্দেশীয় লোকেরদিগকে গবর্ণমেণ্টের কার্য্য স্পর্শ করিতেও না দিয়া এইক্ষণে দৃষ্ট হইল যে তাঁহারদের কি জ্ঞান কি সভ্যতা প্রায় বৃদ্ধি হয় নাই এবং এইক্ষণে উপলব্ধি হইতেছে যে পূর্ব্বাপেক্ষা তাঁহারদিগকে অধিক পরাক্রম ও গৌরব ও অধিক বেতন দেওয়া সর্ব্বতোভাবেই

উচিত। অতএব এই বিবেচনা সফলকরণার্থ তাঁহারা বিচারাসনে উপবেশন করিতে এবং ইউরোপীয়েরদের সহকারিতারূপে বিচার করিতে এবং অতিগুরুতর মোকদ্দমাসকল নিষ্পত্তি করিতে ক্ষমতাবিশিষ্ট হইলেন। নিয়মের এতদ্রূপ পরিবর্ত্তনহওয়াতে আমারদের পরমাহ্লাদ হইয়াছে কারণ এই যে পরিশেষে ইহাতে দেশের পরমমঙ্গল হইবে এমত প্রত্যয় আছে। আমারদের আরো এই প্রত্যয় আছে যে গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্ববৎ বিরুদ্ধবর্ত্মাবলম্বন করিয়া যদ্যপি এতদ্দেশীয় লোকেরদিগকে স্বদেশে সরকারী কার্য্যের আশাহইতে হতাশ করিতেন এবং সম্ভ্রমজনক উদ্যোগের তাবৎ পথ অবরুদ্ধ করিতেন তবে গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্যকার্য্য যে হয় নাই এমত অবশ্য কহা যাইতে পারিত। ঐ মহানুভব কার্য্য নির্ব্বাহার্থ যত বুদ্ধি ও দক্ষতার আবশ্যক তত বুদ্ধি ও দক্ষতা যে এতদ্দেশীয় লোকেরদের মধ্যে বর্ত্তে এমত আমারদের নিতান্তই বোধ আছে। যে মোকদ্দমায় কোন স্বার্থ নাই এমত মোকদ্দমা যদি এতদ্দেশীয় কোন বিজ্ঞবর সুশিক্ষিতের হস্তে অর্পণ করা যায় তবে অতিবিজ্ঞ ইউরোপীয় জজসাহেবেরা যদ্রূপ ন্যায় ও বিধ্যনুসারে তৎকার্য্যের নির্ব্বাহনিষ্পত্তি করিতেন তদ্রূপে এতদ্দেশীয় মহাশয়েরাও যে পারগ ইহাতে সন্দেহ নাই।

পরন্তু আমরা এতদ্রূপ রীতিপরিবর্ত্তনে উল্লসিত বটে কিন্তু সামান্যতঃ দেশের মধ্যে লোকসকল তাদৃশ আহ্লাদিত নহেন। এই দর্পণের সম্পাদকত্ব পদোপলক্ষে মফঃসলের ভূরি২ ব্যক্তির সঙ্গে লিখনপঠন চলনেতে দেশীয় লোকেরদের যে নানাবিষয়ক নানা অভিপ্রায় তাহা জ্ঞাপনার্থ আমারদের অনেক সুগম আছে। অতএব নিতান্তই কহিতে হইল যে এতদ্দেশীয় লোকেরা যে নূতন আদালতের কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন সেই আদালতে যাহারদের নিতান্তই মোকদ্দমা করিতে হইবেক তাহারা একেবারে ভয়ে মগ্ন দেশের স্বভাবসিদ্ধতাপ্রযুক্ত উৎকোচের ভয় তাহারদের মনে লগ্নই রহিয়াছে। কর্ম্মকারিরা ভারি বেতন পাইয়াও অন্যায়রূপ টাকা লওনের উপায় যে পরিত্যাগ করিবেন এমত ইতরের স্বপ্নেও উদয় হয় না বরং তাহারদের এমত বোধ হয় যে ইঁহারা যত অধিক বেতন পান তত অধিকই উৎকোচের লোভ বাড়ে এবং এমত বোধ করে যে এই উচ্চ পদপ্রাপণে লোকেরদের এতদ্রূপ যে লালসা জন্মিয়াছে তাহার কারণ তত্তৎপদের গৌরব বা বেতন প্রাপণাশয় নহে কিন্তু তত্তৎপদের দ্বারা ধনসঞ্চয়ের যে অশেষোপায় হইবে তাহাই। অতএব তাহারদের এই বোধ যে যাঁহারা কেবল স্বার্থের নিমিত্তই পদ গ্রহণ করিয়াছেন এবম্বিধ ব্যক্তিরদের হস্তে পতিত হওয়ায় আমরা বদ্ধহস্তপদ হইয়া একেবারে অকূলসমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইলাম।

ডাকের দ্বারা ঈদৃশ আর্ত্তনাদসূচক লিপি আমরা নিত্যই প্রাপ্ত হইতেছি এবং যাঁহারা ঐ মুনসিফপ্রভৃতি পদাকাঙ্ক্ষ নহেন তাহারদের দ্বারা এমত আক্ষেপসূচক উক্তি প্রায়ই আমারদের শ্রবণগোচর হইতেছে। কিন্তু যদ্যপি এতদ্বিষয়ে আমারদের স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করা সুকঠিন তথাপি কহি যে আমারদের এমত নিশ্চয় বোধ আছে যে মুনসিফ সদর আমীনপ্রভৃতি বিষয়ক আইন যে দিবসে শ্রীলশ্রীযুত লার্ড উলিয়ম বেণ্টীঙ্ক জারী করেন

তদ্দিবসপর্য্যন্তই এতদ্দেশীয় লোকেরা কেবল অন্যায়রূপে ধনোপার্জনের লালসাতেই সরকারী কার্য্য গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন এবং যত লোকের হস্তে পরাক্রম ছিল তাঁহারা তৎপরাক্রমই কেবল ধনোপার্জনের উপায়বিনা আর কোনরূপ জ্ঞান করিতেন না এবং যাঁহার যে কর্ম্ম তিনি তৎকর্ম্মের দ্বারা অন্যায়রূপে যত উপার্জ্জন করিতে পারিতেন তত উপার্জন করাই কোন নীতি ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ নহে এমত তাঁহার দৃঢ় জ্ঞান এবং যে ব্যক্তি উভয় পক্ষহইতেই টাকা গ্রহণ করিয়া পরাজিত ব্যক্তিকে পুনর্ব্বার ঐ টাকা ফিরিয়া দিতে ত্রুটি বা বিস্মৃত হইতেন কেবল এবম্বিধ ব্যক্তিরই মানহানি হইত। কার্য্যের এই গতিক আমরা যদ্যপি উৎকোচ বলিতে পারি না তথাপি আমারদের এমত বোধ ছিল যে এতদ্রূপ ব্যবহার দেশের মধ্যে ঈদৃশ মূলবদ্ধ হইয়াছে এবং তাহা সর্ব্বসাধারণ লোকের মধ্যে এতাদৃশরূপ প্রতিপালন হইতেছে যে এক ব্যক্তির আয়ুঃপর্য্যন্ত তাহা উৎপাটন হওয়া দুঃসাধ্য তবে কি জানি মুনসিফ সদর আমীনপ্রভৃতির আইনের দ্বারা যে কি সুফল জন্মিবে তাহা কালে প্রকাশিত হইবে। যে ব্যক্তিরা সরকারীকার্য্য প্রাপ্ত হইয়া তদ্দ্বারা অন্যায় লাভ গ্রহণ কখন অনুপযুক্ত বা অন্যায় বা অপমানজনক জ্ঞান করেন নাই এমত ব্যক্তি যে ভারি বেতন পাইয়া অথবা অপমানের ভয়ে যে তাদৃশ স্বভাব ত্যাগ করিবেন সে এইক্ষণে কালাকুক্ষি নিক্ষিপ্ত।

কিন্তু যদ্যপি মুনসিফ সদর আমীনপ্রভৃতির আইনের দ্বারা ঐ কুৎসিত নিয়মের সুধরণ না হয় তথাপি এতদ্দেশীয় লোককে কর্ম্মে বহিষ্কৃত রাখণের পূর্ব্ব নিয়ম যে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে তাহাতে আমারদের পরম সন্তোষ আছে যদি লোকেরদের প্রতি বিশ্বাস করা যায় এবং তাহারদের প্রতি খুব চৌকী দেওয়া যায় তবে সারল্যরূপে কর্ম্মনির্ব্বাহের সম্ভাবনা বটে কিন্তু তাঁহারদের প্রতি যদি নিতান্ত অবিশ্বাস করা যায় তবে তাঁহারদের দ্বারা যথার্থ কার্য্য প্রাপ্ত হওয়া ভার হইবে। কালক্রমে এতদ্দেশীয় লোকেরদের স্বভাব পরিবর্ত্তন হইবে। এই নূতন যে কর্ম্মকারকসাহেবেরা নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহারদের উপর গবর্ণমেণ্টের নিত্য দৃষ্টি থাকিবে এবং তাঁহারা যদি দোষ করেন তবে সম্বাদ পত্রের দ্বারা তাহা ব্যক্ত হইয়া তাঁহারা অপমানিত হইবেন এবং সর্ব্বসাধারণের যে বিবেচনা তাহা ক্রমে২ সুনীতির পক্ষেই হইয়া আসিবে। পরে বিদ্যাভ্যাসের দ্বারা লোকেরদের ক্রমশঃসৌষ্ঠব হইয়া এবং ইউরোপীয়েরদের পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক আলোপাদি হইয়া এতদ্দেশীয় কর্ম্মকারকেরদের স্বভাবের নৈর্ম্মল্য ও মানবৃদ্ধি হইবে। ইহার পূর্ব্বে ইঙ্গলণ্ডদেশীয় জজেরাও উৎকোচামিষচক্রের বহির্ভূত ছিলেন না এবং সদর আমীনী পদের নিমিত্ত এতদ্দেশীয় ব্যক্তিরা যেমন উপাসক তেমন ইলঙ্গণ্ড দেশের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান জজসাহেবও ছিলেন এমত দৃষ্ট হইয়াছে অতএব যে নানা উপায়ে ইঙ্গলণ্ডীয় জজসাহেবেরা সম্ভ্রম ও ন্যায্য বিচারের বিষয়ে অপূর্ব্বরূপ খ্যাত্যাপন্ন হইয়াছেন তদুপায়েতে ভারতবর্ষীয় লোকেরদেরও তত্তুল্য ফল কিনিমিত্ত হইতে পারে না।

(৩১ জুলাই ১৮৩৩। ১৭ শ্রাবণ ১২৪০)

সুপ্রিম কোর্ট।—এই বৎসরের তৃতীয় সিছিল গত শনিবারে আরম্ভ হয় এবং গ্রান্দজুরীতে অনেকের মধ্যে নীচে লিখিত মহাশয়েরা নিযুক্ত হন। বিশেষতঃ শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেব ও শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুত সাবু রসময় দত্ত ও শ্রীযুত বাবু বীরনরসিংহ মল্লিক ও শ্রীযুত বাবু রাধাকৃষ্ণ মিত্র ও শ্রীযুত বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ ও শ্রীযুত বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়।

পরে শ্রীযুত সর এড্‌বার্ড রৈয়ন সাহেব এতদ্দেশীয় মহাশয়েরদের এই প্রথমবার গ্রান্দজুরীর কার্য্যে নিযুক্ত হওনোপলক্ষে গ্রান্দজুরীর বিশেষ কার্য্যসকল অতিস্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করিয়া পরিশেষে এই উক্তি করিলেন যে সুপ্রিম কোর্টের বিচারের কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থ ইউরোপীয় প্রজাবর্গের সহযোগে এতদ্দেশীয় প্রজারদিগকে কার্য্য করিতে দেখিয়া যাঁহারা অতিসন্তুষ্ট হইয়াছেন তন্মধ্যে আমি এক জন যেহেতুক এতদ্দেশীয় লোকেরদের বিজ্ঞতা ও গুণ অন্যান্য কার্য্য নির্ব্বাহে বিশেষতঃ দেওয়ানী কার্য্যে বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে তাঁহারা গ্রান্দজুরীর কার্য্যে নিযুক্ত হইতে এবং খ্রীষ্টীয়ানেরদের মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে ক্ষুদ্রজুরীর কার্য্যে নিযুক্ত হইতে অক্ষম ছিলেন···।

বর্ত্তমান গ্রান্দজুরীতে নিযুক্ত ব্যক্তিরদের নাম দেখিয়া আমারদের বোধ হইল যে অতি গৌরবান্বিত ব্যক্তিরাই মনোনীত হইয়াছেন এইক্ষণে ঐ কার্য্যে নিযুক্ত সাত জনের মধ্যে কেবল চারি জনের নাম করিলেই আমারদের এই কথা বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইতে পারে। তন্মধ্যে দৃষ্ট হইতেছে যে শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর তিনি কলিকাতার মধ্যে যেমন পরাক্রান্ত তাদৃশ অপর দুর্লভ। এবং শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেব এইক্ষণে প্রায় সর্ব্বাপেক্ষা ধনিশ্রেষ্ঠ এবং শ্রীযুত বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি কলিকাতার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সম্ভ্রান্তদল অর্থাৎ ব্রাহ্মণেরদের দলের প্রধান ফলতঃ ব্রাহ্মণের মধ্যে কেবল তিনিই নিযুক্ত হইয়াছেন। পরিশেষে শ্রীযুত বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষজ ইঙ্গরেজী বিদ্যায় ইঁহার প্রতিযোগী কলিকাতায় প্রায় দেখি না। অতএব এতদ্দেশীয় যে মহাশয়েরা প্রথম গ্রান্দজুরীর কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন তাঁহারদের মধ্যে যে ঈদৃশ ব্যক্তি আছেন ইহা দর্পণে টুকিয়া রাখিতে অস্মদাদির মহাসন্তোষ আছে।

১৮৫৬ সনের ২৯এ জানুয়ারি আশুতোষ দেবের (ছা তুবাবুর) মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুপ্রসঙ্গে পরবর্ত্তী ১লা ফেব্রুয়ারি তারিখে 'সংবাদ প্রভাকর' লিখিয়াছিলেন :—

"আমরা গভীর শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে গত মঙ্গলবার রজনী অবসান সময়ে বাবু আশুতোষ দেব মহাশয় পাণিহাটির উদ্যানের সম্মুখে ভাগীরথী তীরে নীরে সজ্ঞান পূর্ব্বক পরমেষ্ট দেবতা ভাবনা করিতে করিতে মর্ত্তলীলা সম্বরণ পূর্ব্বক যোগ্যধামে গমন করিয়াছেন।...আহা। কি অশুভক্ষণে নিষ্ঠুর ক্ষতরোগ তাঁহার রসনাগ্রে উপস্থিত হইয়াছিল,...। প্রাতঃস্মরণীয় পুণ্যাত্মা ৺রামদুলাল দেব মহাশয়ের বংশধর সকল ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হইলেন।...আহা। বাবু আশুতোষ দেব

মহাশয়ের তুল্য সরলস্বভাব উদারচিত্ত, সদালাপী, মিষ্টভাষী, সর্ব্বগুণসম্পন্ন লোক প্রায় প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তিনি করুণার সাগর ছিলেন, পরোপকার-গুণ তাঁহার বিমল মনের অলঙ্কার স্বরূপ ছিল, কত পরিবার ও কত নির্দ্ধন লোক কেবল তাঁহার অসামান্য বদান্যতার উপর নির্ভর করিয়া স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন তাহার সংখ্যা করা যায় না, আহা এই নিদারুণ ঘটনা শেল স্বরূপ হইয়া তাঁহারদিগের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিবেক।..আহা! যে মহাত্মা পরদুঃখ দর্শনে সর্ব্বদা কাতর হইতেন এবং তাহা নিবারণ করিতে পারিলেই আনন্দ অনুভব করিতেন, দুঃখি বালকদিগকে আহার দিয়া তাহারদিগের বিদ্যানুশীলন বিষয়ে যত্ন করা যিনি অতি কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া জানিতেন, শাস্ত্র বিষয়ে তাঁহার এরূপ যত্ন ছিল যে বিদ্বান লোক পাইলে তাঁহাকে মাসিকবৃত্তি দিয়া অতিশয় আদর পূর্ব্বক রাখিতেন এবং সময়ে সময়ে তাঁহার সহিত শাস্ত্র বিষয়ের আলাপ করিয়া পরম প্রীত হইতেন তিনি আপনার পুস্তকালয়ে সংস্কৃত প্রায় সমুদয় গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। দেশের হিত বর্দ্ধন ও হিন্দু ধর্ম্ম সংস্থাপন বিষয়ের কোন সদনুষ্ঠান হইলে সর্ব্বাগ্রে তাহার প্রতি প্রচুররূপে আনুকূল্য করিতেন তাঁহার ন্যায় সংগীত বিদ্যানুরাগী অধুনা প্রায় প্রাপ্ত হওয়া যায় না, ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে যে সকল উত্তমোত্তম গায়ক সময়ে সময়ে নগরে আসিয়াছেন তিনি তাঁহারদিগকে লইয়া যথেষ্ট আমোদ করিয়াছেন, এবং তাঁহারদিগের সাহায্যার্থ অকাতরে অর্থ দিয়াছেন। আহা! এইক্ষণে সংগীত বিদ্যায়নিপুণ ব্যক্তিগণ কোথায় সেইরূপ আদর ও সাহায্য প্রাপ্ত হইবেন, আশুতোষ বাবু স্বয়ং সুকবি ছিলেন, তাঁহার বিরচিত অনেক গীত প্রচলিত আছে এবং উত্তমোত্তম গায়কগণ তাঁহার ভাব রস, সুর, রাগ, তাল মান অনুভূত করিয়া বাবুকে সাধুবাদ করিয়াছেন।...মৃত মহাত্মা আশুতোষ দেব মহাশয়ের সমুদয় গুণ বর্ণনা করিতে হইলে দশ দিবসের পত্রেও স্থানের সঙ্কীর্ণতা হয়,...।

রসময় দত্ত সম্বন্ধে অনেক কথাই এই পুস্তকে পাওয়া যাইবে। ১৮৫৪ সনের ১৪ই মে তারিখে তাঁহার মৃত্যু হইলে 'সম্বাদ ভাস্কর' লিখিয়াছিলেন :—

"গত ২ জ্যৈষ্ঠ রবিবার দিবা ৪ দণ্ড অবস্থিতে নগর কলিকাতার রাম বাগান নিবাসি প্রসিদ্ধ ধনি বাবু রসময় দত্ত মহাশয় ঘাড় মাগুরা রোগে বহু বিধ চিকিৎসায় আরোগ্য প্রাপ্তির লক্ষণাপ্রাপ্তে সুরতঙ্গিণী তীর সমীপে মায়াময় কায় পরিত্যাগে পরম ধামে বিশ্রাম লাভ বা অমূল্য অতুল্য কৈবল্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত বাবুর গুণ গৌরব এবং স্বাভাবিক ধর্ম্মনিষ্ঠতার বিস্তার কি কহিব। তিনি বর্ত্তমান যুগের যোগ্য পাত্র নহেন, অস্মদাদির দেশাচার যত প্রাচীন ধর্ম্ম কর্ম্ম সংরক্ষণে ও প্রসাধনে সদা উদ্যুক্ত থাকিতেন, তপের পরিমিত ব্যয়ী এবং নানা বিদ্যায় পণ্ডিত ছিলেন, ঐ মহাশয়ের শৈশব কালাবধি যাবতীয় বৃত্তান্ত বর্ণনে একখানি অসামান্য গ্রন্থ উদিতের সম্ভাবনা তথাচ সংক্ষেপ রূপে কিঞ্চিৎ কহি। তিনি নগর কলিকাতার মান্য ধনাঢ্য মৃত বাবু নীলমণি দত্ত মহাশয়ের পুত্র বঙ্গ ২১৮৬ [?] সালে জন্মগ্রহণ করেন পরে ক্রমশ বঙ্গসংস্কৃত এবং আরবি পারসি তথা ইংরাজী বিদ্যায় কৃতবিদ্য হইয়া প্রথমত তত্‌কালের পরিগণনীয় বিণিজোস ঃ হক ডেবিস কোম্পানির হৌসে সিক্কা ১৬ ষোল টাকা বেতনের এক কেরাণীগিরি কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া দিন যাপন করণাভ্যাসের কালে উক্ত হৌসে এক হিসাব গোলযোগ হইলে কোন অঙ্ক ব্যবসায়ী তাহার নিরাকরণ করিতে না পারায় ঐ হৌসের লণ্ডনীয় কার্য্যালয়ের কর্ম্ম কর্ত্তারা শিষ্টতা রূপে জানান যে যে কোন ব্যক্তি উক্ত হিসাব পরিষ্কার প্রকারে পরিশেষ করিতে পারিবেন তাঁহাকে অযুত সংখ্যক মুদ্রা পারিতোষিক ও মাসিক সিক্কা ৫০০ শত টাকা বেতন প্রদত্ত হইবেক। তদনুসারে রসময় বাবু হিসাব পরিষ্কার করিয়া দিয়া পারিতোষিক

মুদ্রা প্রাপ্ত হন্ ও উক্ত বেতনে দীর্ঘ কাল নিযুক্ত থাকিয়া ধন সঞ্চয় করেন, পরে বঙ্গ ১২২৯ কি ৩০ সালে ঐ হব্ ডেবিসন কোম্পানির হৌস যোত্র হীন হইলে মিশিয়েস ক্রটেণ্ডেন্ট মেকিনব কোম্পানি অনায়াস লভ্য বহু মূল্য রত্ন প্রায় যত্ন করিয়া রসময় বাবুকে সহস্র মুদ্রা বেতনে আপনাদিগের কার্য্যালয়ে নিবিষ্ট করেন তদনন্তর কুলাল চক্র প্রায় কালের পরিভ্রমণে তৎকালের সংকারে মেকিনব কোম্পানি যোত্র হীন হইলে রসময় বাবুর উপযুক্ত কার্য্য অন্যান্য স্থানে অসম্ভব বিধায় তিনি কর্ম্মাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগে তৎকালের বাইস্ প্রেসিডেন্ট সের চাল সঃ মেটকাপঃ, এবং চিপঃ জষ্টিসঃ সেরঃ এড ওয়ার্ড রেইন্ সাহেবের অভিপ্রায়ানুসারে গবর্ণমেন্টের সম্বন্ধীয় নানা বিধ কর্ম্মের আনুকূল্য করায় উক্ত মহাশয় দ্বয় সানুকূল ভাবে অভিনব এক পদের স্থিরতা ক্রমে ছোট আদালতের বিচারপতিত্ব পদে রসময় বাবুকে বিনিয়োগ করিলে স্বাতীবারি করীন্দ্র কুম্ভে পতিতের ন্যায় উপযুক্ত পাত্রে উপযুক্ত পদাপিত হওয়ায় তদবধি শেষ পর্য্যন্ত নিরপেক্ষ ও প্রফুল্ল আস্যে বাদী প্রতিবাদী উভয় পক্ষের মনোরঞ্জন পূর্ব্বক বাবু যে রূপ বিচার নিষ্পন্ন করিয়াছেন এরূপ কোন বিচারপতি কস্মিনকালেও করিয়াছেন কি না সন্দেহ, যাহা হউক নানা গুণের গুণমণি উক্ত বাবু মানব লীলা সম্বরণ করায় যদিও তাঁহার বিরহ জন্য সন্তাপ রাখিবার স্থান নাই বটে কিন্তু বৈকুণ্ঠবাসি বাবুর অপূর্ব্ব সৌভাগ্য তাঁহার পুত্র পৌত্রাদির তদ্রূপ গুণ গৌরব আছে তাহাতে সকলে শোক বিস্মরণ হইয়া পূর্ব্ববৎ আনন্দনীরে মগ্ন হইতে পারিবেন,...।” (সম্বাদ ভাস্কর, ১৮ মে ১৮৫৪)।

রাধাকৃষ্ণ মিত্র ছাতুবাবুর ভগ্নীপতি ছিলেন।

কাশীপ্রসাদ ঘোষ সম্বন্ধে এই পুস্তকের প্রথম খণ্ডের ৫০ পৃষ্ঠায় কিছু লিখিয়াছি। ১৮৪৯ সনের ২ ফেব্রুয়ারি তারিখের ‘সম্বাদ ভাস্কর’ হইতে তাঁহার সম্পাদিত ‘হিন্দু ইণ্টেলিজ্যান্সর’ পত্র সম্বন্ধে নিম্নাংশ উদ্ধৃত হইল:—

“আমরা আহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সর পত্রের পরযন্ত্র যন্ত্রণা ভোগ পরিত্যাগ হইল, সম্পাদক মহাশয় স্বকীয় ব্যয়ে এক লৌহ যন্ত্র এবং অক্ষরাদি ক্রয় করিয়াছেন, গত সোমবাসরাবধি সেই যন্ত্র হইতে হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সর প্রকাশারম্ভ হইয়াছে, এইক্ষণে দেশস্থ লোক সকলকে অনুরোধ করি যদি কেহ ইংরেজি ভাষায় পুস্তকাদি করেন তবে হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সর যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত করিতে পাঠাইবেন, বাঙ্গালিদিগের মধ্যে ইংরেজি ভাষার সমাচার পত্র জন্য আইরিণ প্রেস আর হয় নাই, শ্রীযুত বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ এই প্রথম পথ দেখাইলেন অতএব দেশস্থ লোকেরা যথাবিহিত সহায়তা করিবেন।”

রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৫২ সনের ২৫এ ডিসেম্বর পরলোকগমন করেন। তাঁহার মৃত্যু-প্রসঙ্গে পরবর্ত্তী ২৭এ ডিসেম্বর তারিখে ‘সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়’ লিখিয়াছিলেন:—

“আমরা খেদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি নিমতলা নিবাসি মহাধনসম্পন্ন ৺রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গত পরশ্ব আকস্মিক পক্ষাঘাতে পার্থিব লীলা সম্বরণ করিয়াছেন। উক্ত মহাশয় কলিকাতা নগরীর মধ্যে অতি প্রাচীন ছিলেন ধনবান সম্ভ্রান্ত ভদ্রজন মধ্যে তাদৃশ অধিকবয়স্ক ব্যক্তি আর দ্বিতীয় নাই, অতএব তাঁহার আকস্মিক পরলোক গমনে সকলেই দুঃখিত হইবেন। উক্ত মহাশয় প্রত্যহ সায়ং প্রাতঃ শকটারোহণে ভ্রমণ করিতেন গত পরশ্ব প্রাতঃকালে নিয়মানুসারে ভ্রমণ করিতে যান্ বেলা নবম

ঘটিকার সময় প্রত্যাগমন করিয়া বাটী প্রবেশ মাত্রে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া দুই চারি ঘণ্টার মধ্যে প্রাণত্যাগ করেন।"

(২০ জুন ১৮৩৫। ৭ আষাঢ় ১২৪২)

শুনা গেল যে এইক্ষণে কেবল তিন জন মাজিস্ট্রেট সন্নমার্থ নিযুক্ত হইবেন তদর্থ শ্রীযুত কিড সাহেব ও শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব ও শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ মনোনীত হইয়াছেন। ইঁহারদিগকে এতদ্রূপে নিযুক্তকরণের অভিপ্রায় এই যে পার্লিমেণ্ট এতদ্দেশীয় লোকেরদিগকে জুষ্টীস অফ দি পীসী কর্ম্মে নিযুক্তকরণের যে আইন স্থির করিয়াছেন ঐ আইনের বিধানসকল প্রতিপালন হয়। ইহার পরে উচিত বোধ হইলে মাজিস্ট্রেটেরদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা যাইবে।

(৮ আগষ্ট ১৮৩৫। ২৪ শ্রাবণ ১২৪২)

কলিকাতার মাজিস্ট্রেট।—এতদ্দেশীয় ও ইষ্টিণ্ডিয়ান মহাশয়েরদিগকে মাজিস্ট্রেটী কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে পার্লিমেণ্ট যে আজ্ঞা দিয়াছিলেন তাহা প্রতিপালনার্থ গবর্ণমেণ্ট নিশ্চয় করাতে এই সপ্তাহে নীচে লিখিতব্য মহাশয়েরা কলিকাতার মাজিস্ট্রেটী কর্ম্মে স্বকৃতিকরণপূর্ব্বক নিযুক্ত হইলেন। বিশেষতঃ শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত বাবু রাধাকান্ত দেব ও শ্রীযুত জেম্‌স কিড সাহেব।

(৩ মার্চ্চ ১৮৩৮। ২১ ফাল্গুন ১২৪৪)

কটকের ডেপুটি কালেকটর।—গত শনিবারের কলিকাতা গেজেটের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে আর ২৪ জন ডেপুটি কালেকটর কটক জিলায় নিযুক্ত হইয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে ঐ কর্ম্মে ১৮ জন নিযুক্ত হইয়াছিলেন। শুনা গেল সংপ্রতি যে সকল ব্যক্তি তৎকর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহারদের মধ্যে অনেকেই কলিকাতাস্থ পাঠশালায় সুশিক্ষিত যুবজন এবং তাহারদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বাবু রসময় দত্তের পুত্র শ্রীযুত বাবু কৈলাশচন্দ্র দত্ত।

(৮ মার্চ্চ ১৮৩৪। ২৬ ফাল্গুন ১২৪০)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।—অনুগ্রহপূর্ব্বক আপনকার দর্পণপার্শ্বে পাঠক মহাশয়েরদিগের সুগোচরার্থ নীচের লিখিত কএক পংক্তি স্থানদানে উপকৃত করিবেন।

পূর্ব্বে এ প্রদেশে অর্থাৎ বঙ্গদেশে লোক সকলের গমনাগমনবিষয়ে দুষ্ট লোকদিগের ভয়প্রযুক্ত অত্যন্ত শঙ্কার বিষয় ছিল তাহাতে মনুষ্যসকল নির্ভয়চিত্তে গমনাগমন করিতে পারিত না পরে যদবধি শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজ্যাধিপতি অর্থাৎ ইঙ্গরেজ বাহাদুর রাজ্য প্রাপ্ত

হইয়াছেন তদবধি ক্রমশঃ বিশেষরূপ অনুসন্ধান ও শাসনকরাতে অনেক নিবারণ হইয়া যদ্যপিস্থাং গমনাগমনের বিষয়ে আশঙ্কা প্রায় রহিত হইয়াছিল তথাচ জিলা মুরশিদাবাদের নিকটবর্ত্তি পলাশিনামক প্রচরদ্রূপ বিখ্যাত এক স্থান আছে তৎস্থানস্থ দস্যুভয় ব্যাপককাল পর্য্যন্ত সম্যক্‌প্রকারে নিবারণ হয় নাই তদনুরূপ জিলা কৃষ্ণনগরের শামিল বাগের খালনামক এক প্রসিদ্ধ স্থান এবং কলিকাতার সান্নিধ্য কোন্নগর আঁড়িয়াদহ টিটেগড় এবং চাঁপদানিপ্রভৃতি এই সকল স্থানেও মধ্যে২ শঙ্কা ছিল কিন্তু বিশেষরূপ ব্যাপককালপর্য্যন্ত জিলা হুগলির শামিল ডুমুরদহনামক এক প্রচরদ্রূপ স্থান ঐ স্থান অবধি গুপ্তিপাড়া পর্য্যন্ত ইহার অন্তঃপাতি কামারডেঙ্গির খালপ্রভৃতি মধ্যে২ যে সমস্ত স্থান আছে ইহাতে জলপথে কি স্থলপথে নির্ব্বিঘ্নে গমনাগমনের অত্যন্ত ব্যাঘাত ছিল যদ্যপি রাজশাসনের দ্বারা অনেক নিবারণ হইয়াছিল তথাপি মধ্যে২ ঐ দুরাত্মা নির্দ্দয়দিগের নিষ্ঠুরতা ব্যবহার প্রকাশহওয়াতে বিশেষরূপে শঙ্কা নিবারণ হয় নাই কারণ হিন্দুদিগের ভারতবর্ষীয় মহোৎসব শ্রীশ্রী৺শারদীয়া পূজার প্রাক্‌কালে দুরাত্মাদিগের কুকর্ম্ম ক্রমিক প্রকাশ হইয়াছে এই স্থূল লিখিলাম। যদি সম্পাদক মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক ভাষান্তর অর্থাৎ ইঙ্গরেজী ভাষায় মুদ্রাঙ্কিত করিয়া দুষ্টদিগের দমনপ্রযুক্ত রাজার সুগোচরার্থ আপনকার প্রশংসনীয় পত্রে প্রকাশ করেন তবে ইহাতে তাবৎ লোকের আহ্লাদ জন্মে এবং উপকার আছে এই সমস্ত বিষয় শাসনের নিমিত্তে কএক নিয়ম প্রস্তাব করিতেছি যদ্যপি রাজার গ্রাহ্যোপযুক্ত হয় তবে গ্রাহ্য করিলেও করিতে পারেন।

তদ্বিশেষ ঐ দুরাত্মাসকলে শূন্যোপরি ভ্রমণ অথবা বাস করে এমত নহে বিশেষরূপ রাজশাসনের দ্বারা অবশ্য নিবারণ হওয়া কোন্ বিচিত্রকথা পূর্ব্বে যেমত অত্যন্ত অত্যাচার ছিল তাহাও রাজশাসনের দ্বারা ক্রমে অনেক লাঘব হইয়াছিল এতদ্বর্ষে উভয় পার্শ্বে রাজধানীঅবধি স্থানে২ ঐ সকল কুকর্ম্মশালি দুরাত্মা ব্যক্তিদিগের প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে অতএব তন্নিবারণের নিয়মের বিশেষ এই লিখিতেছি যে২ ঘাটে পরমিট ও নিমক এবং পোলীসের তরফ চৌকীর পান্সি সমস্ত আছে সেই সকল স্থানে ভাগীরথীর উভয় পার্শ্বে আর এক২ খান পোলীসের তরফ চৌকীর পান্সি অধিক থাকে এবং মধ্যে২ অতিদ্রূহ স্থান আছে তথায় চৌকী নাই তাহার কারণ ভাগীরথীর মধ্যে চর আছে উভয় পার্শ্বে পথ এমত সকল স্থান অতিভয়ানক এমত স্থলেতে চৌকীর দুই পান্সি নিযুক্ত দুই২ চৌকীর পান্সি নিযুক্ত থাকিলে উভয় পার্শ্বের চৌকীর পান্সি আপন২ সরহদ্দপর্য্যন্ত দস্যুভয়নিবারণার্থ ভ্রমণ করিলে মনে করি যখন ঐ কুকর্ম্মশালিদিগের স্বীয় ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে ভরসা হয় না এবং ঐ সকল স্থানে লোকসকলের চৈতন্যজন্য নাগরাদ্বারা বাদ্যোদাম করিলে সকল লোকেই চেতন থাকিবেক পরে যে গ্রামে দুষ্ট লোকসকল বাস করে অবশ্য তদ্‌গ্রামস্থ ভদ্রলোক সকলে অবগত আছেন অতএব রাজসম্পর্কীয় অথবা জমীদার সম্পর্কীয় লোকদ্বারা ঐ সমস্ত গ্রামস্থ ভদ্রলোক লইয়া

স্থরতহাল করিয়া দুষ্ট লোক যে গ্রামের মধ্যে বাস করে তাহা নির্দ্দিষ্ট হইলে তাহার বাটীতে প্রবেশ করিয়া মনুষ্য ইত্যাদি হিংসা করে এমত কোন অস্ত্র তলবার ছড় বল্লম এবং তির ধনুকপ্রভৃতি যাহা পাওয়া যাইবেক এবং তাহার বাটীর নিকটস্থ পুস্করিণী অথবা ডোবা কিম্বা কোন জঙ্গল থাকে তাহা অনুসন্ধানের দ্বারা যদি কোন অস্ত্রাদি প্রাপ্ত হয় তাহা সমুদায় রাজসম্পর্কীয় লোকের নিকট কিম্বা জমীদারের তরফ লোকের নিকট প্রেরণ করে আর সেই সমস্ত দুষ্ট লোকের স্থানে এক২ প্রতিজ্ঞাপত্র লেখাইয়া লওয়া উচিত যে সেই সকল ব্যক্তি সন্ধ্যার পর আপন শিবিরহইতে স্থানান্তরে গমন করিতে না পারে যদ্যপি ছলক্রমে এমত জানায় যে তাহার আত্মীয় স্বজন কেহ পীড়িত আছে তাহাকে দেখনের কারণ রাত্রে তাহার যাওনের প্রয়োজন তবে গ্রামের মণ্ডল ও পাইকের নিকট এজাহার দিয়া সেস্থানে এবং যাহার নিকট যাইবেক তাহার নাম উল্লেখ করিয়া লেখাইয়া দিয়া যাইবেক এবং যে সময় যাইবেক তাহা নিরূপিত থাকে যদ্যপি সেই সমস্ত দুষ্ট লোক গ্রামের মণ্ডল ও পাইকের সহিত সাজোশ করিয়া ঐ কুকর্ম্মে পুনরায় প্রবর্ত্ত হয় তবে মণ্ডল ও পাইকের স্থানে এক২ প্রতিজ্ঞাপত্র লওয়া উচিত যে তাহারদিগের সরহদ্দের মধ্যে গমাগমনের পথে জলে কিম্বা স্থলে কোন মনুষ্যাদির দুষ্ট লোকের দ্বারা হিংসা হয় এবং কাহার কিছু ক্ষতি হয় তবে তাহার দণ্ড তাহারদিগের প্রাপ্ত হইতে হইবেক আর চৌকীর পাল্কি বেশী রাখণের যে বিষয় প্রস্তাব করা যাইতেছে যদ্যপি ইহাতে রাজার কিছু ব্যয় অধিক এবং ক্ষতি বোধ হয় তবে তাবৎ লোকের প্রতি মাথট করিয়া এ বিষয় সম্পূর্ণ করিলে তাবৎ লোকের উপকার আছে এবং লোকের প্রাণ ও বিষয়ের প্রতি কোন আঘাত হইতে পারে না এবং লোকসকল নির্ব্বিঘ্নে গমনাগমন করিতে পারে এমত বিষয়ে জমীদারেরা অস্বীকৃত হইবেন এমত বোধ হয় না যদি হন তবে রাজশাসনের নিমিত্তে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক আর ঐ চৌকির পাল্কির লোকেরদিগের স্থানেও উপরের লিখনানুসারে এক২ প্রতিজ্ঞাপত্র লওয়া উচিত যে তাহারদিগের সরহদ্দের মধ্যে যদ্যপি কোন মনুষ্যাদি হিংসা অথবা আঘাত কিম্বা কাহার ক্ষতি ইত্যাদি হয় তবে তাহার দণ্ড তাহারদিগের প্রতি অর্পিত হইবেক এবং ঐ গমনাগমনের কোনস্থানে যদ্যপি কোন লোকের প্রতি আঘাত হয় তবে তাহাতে ঐ জলপথের চৌকীর পাল্কির নিযুক্তকরা লোকসমস্ত এবং স্থলপথের গ্রামস্থ মণ্ডল ও পাইকপ্রভৃতি এমত কুকর্ম্মহওয়ার বিষয় অস্বীকৃত হইয়া এজহার দেয় এবং যদি তাহা প্রকাশ হয় তবে তাহাতেই দণ্ডী হইবেক আর আপন২ সীমা সরহদ্দের রিপোর্ট প্রতিদিন দাখিল করে এ বিষয়ের নিবারণার্থ শহর কলিকাতার মাজিস্ত্রেট শ্রীযুক্ত বেলাকিয়র সাহেবের সহিত পরামর্শ করিয়া উত্তমরূপ নিয়মসকল তাঁহার মন্ত্রণাদ্বারা নির্দ্ধারিত হইতে পারিবেক কারণ পূর্ব্বে এতদ্রূপ

দৌরাত্ম্য ঐ সাহেবের উত্তমরূপ নিয়মসকল অবধারিত করাতে অনেকপ্রকার শাসিত হইয়াছিল আর পূর্ব্বে এই রাজধানীস্থ অনেক সম্রান্ত ও বর্দ্ধিষ্ণু এবং বুদ্ধিমান লোকসকল ছিলেন তাঁহারা অনেকেই প্রায় গত হইয়াছেন তন্মধ্যে রাজা রামমোহন রায় এক ব্যক্তি উপযুক্ত ছিলেন তিনিও গত হইলেন এইক্ষণে এমত সকল বিষয়ের বিবেচনা এবং জিজ্ঞাস্য প্রাচীনবর্গের মধ্যে শ্রীযুক্ত রাজা গোপীমোহন দেব বাহাদুর এবং শ্রীযুক্ত বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় বর্ত্তমান আছেন ইহাঁরদিগের সহিত পরামর্শ করিলেও নিয়ম অবধারিতের বিষয় সুন্দররূপ ধার্য্য হইতে পারিবেক কিমধিক মিতি শকাব্দা ১৭৫৫। কস্যচিৎ কলিকাতানিবাসি পথিকস্য।

(৭ জুন ১৮৩৪। ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৪১)

জিলা হুগলি। সরদার ডাকাইত গ্রেফ্তার। শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু। সকলে জ্ঞাত আছেন যে রাধা চন্দনামক এক জন প্রধান ডাকাইত থানা বেণীপুরের মোতালক একতারপুর মুশরিয়া গ্রামে পূর্ব্বে বসবাস করিত তৎকালে তিন চারি ডাকাইতিঅপরাধে গ্রেফ্তার আসিয়া শেষে জামিনিঅবস্থাতে সাবেক মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত হেনরি উকলি সাহেবের আমলে সন ১৮১৭ সালে কাছারিহইতে পলাইয়া ছিল একালপর্য্যন্ত যে সকল মাজিষ্ট্রেটসাহেব এ জিলাতে শুভাগমন করিয়াছেন ঐ রাধার গ্রেফ্তারির বিধিমত সুচেষ্টাকরাতেও সফল না হইয়া বরঞ্চ উত্তরোত্তর রাধা আপন পরাক্রম ক্রমে প্রকাশ করিয়া এ জিলা ও জিলা নদীয়া ও বর্দ্ধমানে ভারি২ ডাকাইতিসকল ও অনেকানেক প্রাণি হিংসা করিয়া ইতস্ততো দস্যুবৃত্তি করিয়া বেড়াইতেছিল এই জিলাতে ক্রমে ২৫ মিছিল ডাকাইতিঅপরাধে রাধার সঙ্গি অন্যান্য ডাকাইত লোক যে সকল বমাল গ্রেফ্তার হইয়া সমুচিত সাজা পাইয়াছে ঐ সকল ডাকাইতির সরদারিতে এই রাধা সরদারের নাম স্পষ্ট সাব্যস্ত হইয়াছে এবং জিলা বর্দ্ধমানে অনেকানেক ডাকাইতি মিছিলে রাধার নাম প্রকাশ হইয়া তাহাকে গ্রেফ্তার করিলে দুইশত টাকা পুরস্কার পাইবার হুকুম ইশ্তেহার আছে তদ্ভিন্ন শ্রীযুত সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট-সাহেবের পোলীসের হুকুম রাধার গ্রেফ্তারিবিষয়ে বারম্বার ছাদের হইয়াছে কোনমতেই দুষ্কর তস্কর গ্রেফ্তার হয় নাই সম্প্রতি ১৮৩৩ সালের দিসেম্বর মাসে থানা বাঁশবেড়িয়ার সরহদ্দে কবিরহাটির গঞ্জে রাজকৃষ্ণ দের গোলাতে ডাকাইতি করিয়া রূপচাঁদ চৌকিদারকে বল্লমের খোঁচা মারিয়া খুন করিবাতে শ্রীযুক্ত হেনরি বেঞ্জিমন বেরাওনলু মাজিষ্ট্রেটসাহেব স্বয়ং সরেজমীনে উপস্থিত হইয়া নানানুসন্ধানে নিশ্চিত এই ডাকাইতী রাধাকৃত জানিয়া অশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক কর্ম্মক্ষম নাজির শ্রী সেখ গোলামহোসেনকে নিযুক্ত করিবাতে বিচক্ষণ নাজির মাসাবধি থাকিয়া বিশেষ সন্ধানে রাধার সঙ্গি লোকের মধ্যে দুইজনকে আনাইয়া অশেষ আশ্বাস ও ব্যয়ব্যসনের দ্বারা বশীভূত করাতে তাহারা বিভীষণের ন্যায় ঘরভেদী

হইয়া রাধা সরদারকে থানা পাণ্ডুয়ার শামিল পাহাড়পুর গ্রামে এক জন ধনি মোসলমানের বাটীতে ডাকাইতি করিবার আশ্বাসে মোং কল্যা মাহমুদপুর গ্রামে রূপচাঁদ চঙ্গ মণ্ডলের বাটীতে প্রধান চেলা মধু মালাসহিত আনাইয়া নাজিরকে সম্বাদ করিবাতে ১৮৩৪ সালের ৯ জানুআরি দিবসে সাহসি নাজির সহসা স্বল্প চাপরাসী সমভিব্যাহারে পহুছিয়া রূপচাঁদ চঙ্গের ঘর বেষ্টন করিলে রাধা জানিতে পারিয়া তলবার ধরিয়া ইয়া আলী বলিয়া বিক্রম করিয়া নির্গত হইয়া লম্ফ দিয়া পড়িতেই জীবন সামান্তজ্ঞানি হিন্দুস্থানি মন্ন খাঁনামক মহাবলপরাক্রমি চাপরাসী লম্ফ দিয়া লুফিয়া রাধাকে ধরিয়া মাটিতে পড়িতেই অন্যান্য চাপরাসিরা বিক্রম বিস্তরণ করিয়া বন্ধনপূর্ব্বক হুগলির কাছারীতে আনিয়া উপস্থিত করিলে সকলে ধন্য২ শব্দপূর্ব্বক শ্রীযুক্ত মাজিস্ত্রেটসাহেবের শুভাগমনে দুকর তস্করদমনে দেশ রক্ষা হইল কহত উচ্চৈঃস্বরে কোলাহলে মাজিস্ত্রেটসাহেবকে আশীর্ব্বাদ করিয়া এইক্ষণে এ দেশস্থ ভাবল্লোকে রাত্রিকালে কুতূহলে নির্ভয়ে সুখে নিদ্রা যাইতেছে। যে রাধাকে পূর্ব্বে ১৮২২ সালে থানা বেণীপুরের এমদাদ আলীনামক সাবেক দারোগা প্রায় চারি শত লোক সমৃদ্ধিতে চিতারমার পুষ্করিণীর নিকট দিবসে ঘেরিবাতে রাধা সরদার কাতান ধরিয়া পরাক্রম করিয়া স্বচ্ছন্দপূর্ব্বক ঐ ব্যূহমধ্যহইতে নির্গত হইয়া নদী সন্তরণ করিয়া পলাইয়া গিয়াছিল সেই রাধাকে বলবান নাজির কেবল ১১ জন চাপরাসী লইয়া পক্ষির ন্যায় ধরিয়া আনিয়া পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া পরে ঐ রাধা সরদারের প্রধান সঙ্গি জিলা গাজিপুরনিবাসি সেখ জুম্মুন ও সেবক চামার ও সংসার সিংহ ইহারা পূর্ব্বকার সঙ্কেতানুসারে ঐ মোসলমানের বাটীতে ডাকাইতি করিবার মানসে সঙ্কেতস্থল সেই মাহমুদপুরে আসিয়া ধৃত হইয়া ফৌজদারী আদালতে সানন্দেতে রাধা সরদারের পূর্ব্বকৃত তাবৎ দুশ্চরিত্র বিবরিয়া অর্থাৎ একরার করিয়া কহিবাতে জানা গেল যে অদ্য দশ বার বৎসরহইতে রাধা চঙ্গ আপনাকে রাধানাথ বাবু বলাইয়া জিলা গাজিপুরে কিলথানা ঠিকানাতে বাস করিয়া এক বিবাহিতা স্ত্রী দ্বিতীয়া পরস্ত্রী লইয়া থাকিয়া প্রতিবৎসর বর্ষাকালান্তে এতদ্দেশে আসিয়া দলবদ্ধ করিয়া দস্যুবৃত্তিদ্বারা বহুধনাপহরণপূর্ব্বক পুনরায় গ্রীষ্মকালে সেই গাজিপুরে গিয়া পরিবারের সহিত কালযাপন করিত পরে তদারকে তাহারদের একরার যথার্থ সাব্যস্ত হইয়া সমুচিত দমনের কারণ ৩০ মে তারিখে এই জিলার সেসন আদালতে সোপর্দ্দ হইয়াছে শ্রীযুক্ত সেসন জজসাহেব সুবিচারক প্রজাপালক দুষ্টনাশক ধর্ম্মাবতারের বিচারে দুষ্টের দমন ও প্রজার রক্ষণজন্য যে হুকুম ছাদের হইবেক তাহা আগামি পত্রে প্রকাশ পাইবেক বিজ্ঞাপন মিতি তারিখ ১ জুন ১৮৩৪ সাল। কস্যচিদ্দর্পণপাঠকস্য। মোকাম হুগলি।

(১৪ জুন ১৮৩৪। ১ আষাঢ় ১২৪১)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।

জিলা চব্বিশপরগনার মাজিস্ত্রেট সাহেব চুরি ডাকাইতি রহিতের নিমিত্তে ঘাটী ও

রোঁদগস্তি এবং প্রতি গ্রামে সকল পাড়াতে নাগরা তৈয়ার করিয়া রাখিতে এবং সকল চৌকীদারদিগকে এক২ নাগরা ও তির ধনুক ও বল্লম তৈয়ার করিয়া দিতে এবং জমীদারের আমলা ও মণ্ডল প্রজারদিগকে হাতিয়ারবন্দ হইয়া সমস্ত রাত্রি রোঁদগস্তি করিতে এবং সকল ঘাটীতে এক২ ঘর করিতে দফা২ পরওয়ানা জারী করিতেছেন পরওয়ানার হুকুম মাফিক জমীদারের আমলা মণ্ডল ও প্রজা ঘাটী ও রোঁদগস্তি করিয়া রাত্রিজাগরণে প্রাণান্ত এবং অশেষমতে খরচান্ত হইতেছে তাহাতে দস্যুভয়নিবারণ ও প্রজাবর্গের ধন প্রাণ রক্ষা হইতে পারে না কারণ দস্যুরা সঙ্গোপনে ডাকাইতি করে না অকুতোভয়ে মশাল জ্বালাইয়া দ্বার ভাঙ্গিয়া ডাকাইতি করে তাহারদিগের ভয়ানকদর্শনে ও চীৎকারশব্দে গ্রামস্থ লোক হৃৎকম্পে মরে গ্রামের লোক নাগরার শব্দে একত্র হইয়া কি করিতে পারে তৎকালে দস্যুরদিগের নিকটে যাওয়া যমালয় গমনকরা সমান সহস্র ছাগল এক ব্যাঘ্রকে কি দমন করিতে পারে। দস্যুরা দায়মল্‌হবস হইয়া লৌহযুক্ত কারাগারে বদ্ধাবস্থায় হাকিমের প্রাণ নষ্ট করে বিশেষতঃ তাহারা যে সময় অস্ত্রধারী হইয়া ডাকাইতি করে তৎসময়ে সহস্রগুণ অধিক পরাক্রম প্রকাশ করে জমীদারের আমলা মসীজীবী গ্রামের প্রজা কৃষিজীবী অস্ত্রধারণে অপারগ বৃথা রাত্রি জাগরণ করে কেবল আবাদ তরুদ্দের খর্ব্বল সপরিবারে অন্নাভাবে মরে তাহাতে সরকারের মালগুজারির হরকত এবং সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া শিশিরে জলে আর্দ্র ও পীড়িত হইয়া হত্যা হইতেছে চৌকী পহরার কর্ম্মে থানার আমলা ও চৌকীদার নিযুক্ত জমীদারের আমলা মণ্ডল ও প্রজা মালের কর্ম্মে নিযুক্ত পৃথক্ কর্ম্মে পৃথক্ ব্যক্তি উপযুক্ত দুই কর্ম্ম এক ব্যক্তিহইতে সুশৃংখলরূপে হইতে পারে না তাহাতে উভয় কর্ম্মের ব্যাঘাত হয় থানার আমলারা অসিজীবী অর্থাৎ অস্ত্রধারী তাহারা অস্ত্রবিদ্যায় পারগ চুরি ডাকাইতি নিবারণ করিবার কারণ চাকরি করে দরমাহা পায় তাহারা ডাকাইতি-হওনকালে নিকটে থাকিলে দূরে পলায়ন করে তৎপরদিনে থানার আমলা তদারকের নিমিত্তে তথায় যাইয়া গৃহস্থ প্রতিবাসির প্রতি নানাপ্রকারে উৎপাত মারপিট বন্ধন করিয়া ধন হরণ করে থানার আমলারা প্রজার সর্ব্বনাশ করে দস্যু রাত্রে ডাকাইতি করে যাহা উপস্থিত পায় তাহা লইয়া যায় থানার আমলারা দিবসে ডাকাইতি করে প্রজার ঘরে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা হরণ করে অধিকন্তু স্থাবরাদি বন্ধক দিয়া থানার আমলাকে প্রচুর না দিলে সপরিবার নিস্তার পায় না এবং গ্রামের সকল প্রজার স্থানে মাথট করিয়া লয়। তাহাতে জমিদারের আমলা আপত্তি করিলে জমিদারের আমলার বদনামি কল্পনা করিয়া রিপোর্ট করে তাহাতে হুজুরে শত পঞ্চাশৎ টাকা জমিদারের আমলার জরিমানা হয়। দারোগা অতিদাগাবাজ প্রকৃত ডাকাইত চোরকে গ্রেক্‌তার না করিয়া অন্য ব্যক্তিকে গ্রেফ্‌তার করিয়া তালিমী সাক্ষিসমেত হুজুর চালান করিয়া আপন জাঁকে সানি জাহের করিয়া সর্ফরাজ হয়। চুরি ডাকাইতী তদারকের কারণ দারোগা গ্রামে গেলে ছলে বলে প্রজার সর্ব্বস্ব হরণ করে। দারোগার লোক প্রজার বাটীতে কোন

জিনিস ফেলিয়া সেই প্রজার থানা তলাশি করিয়া তাহাকে বমলে গ্রেফ্‌তার করিয়া আপন মতলব হাসিল করিয়া খালাস দেয় যে প্রজা অধিক টাকা দিয়া দারোগাকে রাজি না করিতে পারে তাহাকে হজুর চালান করিয়া প্রাণান্ত করে থানার আমলার নানা মত উৎপাতে জমীদারের আমলা ও প্রজার সর্ব্বনাশ হইতেছে এবং নাজিরের উৎপাতে জমিদারানের জেরবারী নানা প্রকারে হইতেছে তাহার এক দৃষ্টান্ত বর্ত্তমান বৎসরে বৈশাখ মাহাতে চৌকি পহরায় তদারকের নিমিত্তে প্রত্যেক জমিদারের নামে ক্রমিক তিন পরওয়ানা সাদের হয় ইহাতে কমবেশ ১২০০ জমিদারের নামে ৩৬০০ কেতা পরওয়ানার কাত প্রত্যেক পরওয়ানায় নাজীরের পেয়াদার মেয়াদ ৫ রোজ হিসাবে দিনপ্রতি তিন আনার হারে ৩০০০ টাকার অধিক এক মাসে নাজীরের লাভ ইহাতে নাজীরের ধনবৃদ্ধি জমীদারের জেরবারী না হইবার বিষয় কি। জিলার কাছারি-হইতে শহর কলিকাতায় পরওয়ানা পঁহুছাইতে দুই দণ্ডের অধিক কাল বিলম্বের বিষয় নহে ইহাতে পরওয়ানার পেয়াদার মেয়াদ ৫ রোজ পাওয়া অতিঅসঙ্গত কাছারিতে জমীদারের মোক্‌তার হাজির থাকে তাহাকে পরওয়ানা দিয়া রসিদ লইলে নাহক জেরবারী হয় না ডাকাইতদিগকে দমন করা এদেশের জমিদারের আমলা ও প্রজার সাধ্য নহে জমিদারি কাছারিতে ডাকাইতী করিয়া খুনখারাব করে থানার আমলা অপাত্রপ্রযুক্ত তৎকালে ভয়ে পলায়ন করে দস্যুরা তাহারদিগকে মশক পিপীলিকা জ্ঞান করে পল্টনের সারজন সিপাই রোঁদগস্তি করিলে দস্যুরদিগের ভয় প্রদর্শন হইতে পারে অথবা হিন্দুস্থানি বলবান্ সাহসি জোয়ান জমাদার ও বরকন্দাজ থানায় নিযুক্ত হইয়া চৌকি পহরায় ও রোঁদগস্তির বিহিত তদারক করিলে প্রতুল হইতে পারে কিমধিকং বিজ্ঞেষিতি।

(১৪ নবেম্বর ১৮৩৫। ২৯ কার্ত্তিক ১২৪২)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়বরাবরেষু।—…জিলা নদীয়ায় ইহার পূর্ব্বে ১৮৩৪ সালে সাবেক মাজিস্ত্রেট সাহেবের আমলে এক বৎসরের মধ্যে ২২ স্থানে ডাকাইতি হইয়া আমরা নদীয়া জিলাস্থ ভাবল্লোক বিশেষতঃ যাহারদিগের কিঞ্চিৎ সংস্থান আছে তাহারা দস্যুভয়ে এমত ভীত ছিলেন যে কেহ রাত্রিকালে স্বচ্ছন্দে নিদ্রা যাইতে পারিতেন না। বরঞ্চ কেহ২ সপরিবারে রাত্রিযোগে আপন২ ধন কড়ি দ্রব্যসামগ্রী লইয়া আত্ম গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক দরিদ্র লোকের কুটীরঘরে জাগৃতরূপে কালযাপন করিত ও সর্ব্বদা পথে ঘাটে বিশেষতঃ রাত্রিযোগে গ্রামান্তর যাইতে হইলেই প্রাণসংশয় হইত ইহাতে উক্ত সাহেবের কিছু দোষ ছিল না বরঞ্চ হজুরের প্রধান২ আমলারা এ বিষয়ের নিবারণে অচেষ্ট থাকিয়া দুষ্ট লোকেরদিগের সহায়তাবলে কলে কৌশলে সাহেবকে একে আর শুনাইয়া এমত চেষ্টা পাইতেন না যে সম্যক্‌প্রকারে দুষ্টদমন শিষ্ট পালন হয়। এবং আমারদিগের মন্দপ্রারব্ধজন্যই এমত ঘটনা হইয়াছিল। এইক্ষণে নদীয়া জিলাস্থ ভাবৎ লোকের অত্যন্ত সৌভাগ্যজন্য অতিসুপণ্ডিত

পক্ষপাতরহিত বিচারক্ষম নিরুপম শ্রীযুত রাবর্ট হালকেট সাহেবের উক্ত পদে উক্ত জিলায় শুভাগমনহওয়াতে উপরের লিখিত দস্যুভয় এককালে রহিত হইয়াছে। দস্যুভয় কি ক্ষুদ্র২ চৌর্য্যভয় যাহা কোনপ্রকারে কোন হাকিমের আমলে নিবারণ হয় নাই তাহার এমত স্বল্পতা হইয়াছে যে আর কিয়দ্দিন উক্ত পক্ষপাতরহিত হাকিমের অবস্থিতি ঐ জিলায় হইলে এককালে নিবারণ হইতে পারে এবং সাহেবমৌসুফের এক প্রধান গুণ এই যে কোন আমলার কথা শুনিয়া কর্ম্ম করেন না আপন চক্ষে তাবৎ কাগজপত্র দৃষ্টি করিয়া মোকদ্দমার হুকুম দেন ইহাতেই এমত সুশৃঙ্খলরূপে দস্যুভয় নিরারণ হইতেছে। পরন্তু উক্ত বিচারকর্ত্তার কৃপায় ও উত্তম আয়োজনে উলা ও গোবরডাঙ্গাপ্রভৃতি গণ্ড ও ক্ষুদ্র গ্রামসকলে এমত রাস্তা ও পন্থা ও পুলসকল বান্ধাইয়া দিতেছেন যে তদ্দ্বারা পরস্পর গ্রামসকলে বাণিজ্য সম্বন্ধীয় লোকেরদিগের গমনাগমনের অত্যন্ত সুযোগ হইয়া দ্রব্যাদির দুর্মূল্যতার দিনং লাঘবতা ও হাট বাজার গোলা গঞ্জের উত্তরোত্তর উন্নতি হইতেছে। সাহেবের গুণ এ ক্ষুদ্র কত লিখিবেক আমরা বোধ করি যে নদীয়া জিলার পরং উন্নতিজন্যই এমত হাকিমের আগমন হইয়াছে এ সকল বিষয় নিবেদনপত্রলেখকের প্রার্থনাপূর্ব্বক দর্পণে অর্পণ করাইবার তাৎপর্য্য এই যে দর্পণপ্রকাশক মহাশয়ের পক্ষপাতরহিত দর্পন কাগজের দ্বারা শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের ও তস্য কৌন্সেলি মহাশয়েরদিগের কর্ণগোচর হইয়া শ্রীযুত রাবর্ট হালকেট সাহেবের অধিক দিবস উক্ত মাজিষ্ট্রেটী ও কালেক্টরীপদে স্থিতি হইলে বিলক্ষণরূপে দুষ্টদমন শিষ্টপালন হইয়া আমরা উক্ত জিলাস্থ তাবৎ লোক নিরুদ্বেগে কালযাপন করিয়া দর্পণপ্রকাশক মহাশয়ের উন্নতি সর্ব্বদা প্রার্থনা করি।

নিবেদনপত্র শ্রীশিবচন্দ্র সিংহ ওলদে ৮ গোবিন্দদাস সিংহ সাকিম ভালুকা চাকলে কৃষ্ণনগর জিলা নদীয়া ইদানীং কলিকাতা চোরবাগানে। কলিকাতা ১১ নবেম্বর।

(২৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০। ১৮ ফাল্গুন ১২৪৬)

শ্রীযুত পেটন সাহেবের স্ত্রী বেশ ধারণ।—বেহালা নিবাসি মান্য বংশ্য সাবর্ণ মহাশয়েরদিগের যুব সন্তানেরা বারোএয়ারি পূজার নিমিত্ত অনেক লোকের উপর অত্যাচার করিতে ছিলেন তাঁহারদিগের দৌরাত্ম্যে বেহালার নিকট দিয়া ডুলি পাল্কীতে গমনাগমন অসাধ্য হইয়াছিল বিশেষতঃ স্ত্রী লোকের ডুলি পাল্কী দৃষ্টিমাত্রই বারোএয়ারি দল একত্র হইয়া তৎক্ষণাৎ আটক করিতেন এবং তাঁহারদিগের ইচ্ছামত প্রণামী না পাইলে কদাপি ছাড়িয়া দিতেন না। স্ত্রীলোকের সাক্ষাতে অবাচ্য উচ্চ বাচ্য যাহা মুখে আসিত তাহাই কহিতেন তাহাতে লজ্জাশীলা কুলবালা সকল পয়সা টাকা সঙ্গে না থাকিলে বস্ত্রালঙ্কারাদি পর্য্যন্ত প্রদান করিয়া মুক্ত হইতেন ইত্যাদি প্রকার অত্যাচার করিয়া বেহালা নিবাসি যুব লোকেরা অতিশয় সাহসিক হইয়াছিলেন। পরে অত্যন্ত অন্যায় দেখিয়া পত্র প্রেরকেরা সমাচার পত্রে উক্ত বিষয়ের আন্দোলন করেন এবং

চব্বিশ পরগনার মাজিস্ট্রেট শ্রীযুত পেটন সাহেবের প্রতি বিস্তর আক্ষেপ করিয়াছিলেন অনন্তর ঐ সাহেব উক্ত বিষয় পরীক্ষা করণার্থ স্বয়ং স্ত্রী বেশ ধারণ করিয়া ডুলি আরোহণপূর্ব্বক বেহালায় চলিলেন এবং ডুলিবাহক বেহারারদিগকে সাবধান করিয়া দিলেন তাহারা বলে ঐ ডুলিতে কোন স্ত্রী লোক যাইতেছেন পরে বেহালা গ্রামের বারোএয়ারি তলার নিকটস্থ হইবামাত্র বারোএয়ারি পাণ্ডারা পূর্ব্বাবধি যে রূপ করিয়া আসিতেছেন সেই রূপ অগ্রসর হইয়া ডুলি আটক করিয়া টাকা চাহিলেন তাহাতে বেহারা কহিল তাহারদিগের সঙ্গে কর্ত্তা পক্ষ কেহ আইসেন নাই এক কুলবধূকে লইয়া যাইতেছে তিনি বেহারার সহিত কথা কহিবেন না এবং তাঁহার সঙ্গে টাকা পয়সাও নাই তবে তাহারা টাকা কোথায় পাইবে কিন্তু পাণ্ডারা বেহারার কথায় উপহাস করিয়া কহিলেন তোদের বধূকে বাহির কর তাহার সঙ্গে টাকা পয়সা আছে কি না আমরা দেখিব তাহাতে বেহারা কহিল তাহারা ডুলির ঘটাটোপ উঠাইতে পারিবেক না তোমরা পার ঘটাটোপ উঠাইয়া বধূর মুখ দেখ এই কথাতে কেহ২ ঘটাটোপ তুলিয়া দেখেন শ্রীযুত পেটন সাহেব স্ত্রীলোক সাজিয়া বসিয়া রহিয়াছেন তখন সাহেবের মুখ দেখিয়া সকলের মহা হৃতকম্প হইল এবং কে কোন দিগে পলায়ন করিবেন চক্ষে পথ দেখিলেন না তৎপরে সাহেব নারীবেশ ছাড়িয়া বিচারকর্ত্তা হইয়া দাঁড়াইলেন এবং তৎক্ষণাৎ কয়েক ব্যক্তিকে ধরিয়া লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন আমারদিগের বোধ হয় শ্রীযুত পেটন সাহেব যখন স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া জানিয়াছেন তখন উপযুক্ত প্রতিকার না করিয়া ছাড়িবেন না আমরা জানি ঐ মাজিস্ট্রেট সাহেব যে বিষয় ধরেন উত্তমরূপে তাহা বিবেচনা করেন অতএব প্রার্থনা করি তাঁহার অধিকারের মধ্যে যে২ স্থলে দস্যু চৌরাদির অত্যাচারের আশঙ্কা আছে সেই সকল স্থানেও স্বয়ং পথিক হইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখেন তাহা হইলেই দুষ্ট দমন শিষ্ট পালনাদিরূপ রাজ ধর্ম্মানুসারে চলা হইবে এবং সর্ব্বসাধারণ লোকেরাও তাঁহার প্রতিষ্ঠা লিখিয়া সম্বাদ কাগজ পরিপূর্ণ করিতে পারিবেন।—ভাস্কর।

(২৫ নবেম্বর ১৮৩৭। ১১ অগ্রহায়ণ ১২৪৪)

শ্রীযুত দর্পণ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।—প্রিয় সম্পাদক মফঃসল সম্পর্কীয় পোলিসের কার্য্য শোধনার্থ সংপ্রতি গবর্ণমেণ্ট লোক নিযুক্ত করিয়াছেন আমি এ বিষয় শ্রবণে পরমাহ্লাদিত হইলাম। বহুকালাবধি আমার প্রার্থনা ছিল মফঃসলের পোলীসের প্রতারণা জালে বদ্ধ হইয়া দীনদরিদ্র প্রজারা যে সমূহ কষ্ট পাইতেছেন গবর্ণমেণ্ট কৃপাবলোকনপূর্ব্বক তাহা নিবারণ করেন সেই আশা এখন সফল হইবে। আমি পূর্ব্বে শুনিয়াছি মফঃসলের পোলীসের লোকেরা অর্থ লোভে না পারে এমত অপকর্ম্মই নাই বিশেষতঃ বর্দ্ধমানে আসিয়া পোলীসের হস্তে স্বয়ং ঠেকিয়া আরো শিক্ষা পাইলাম। সম্পাদক মহাশয় বর্দ্ধমানের স্বর্গীয় মহারাজ তেজশ্চন্দ্র বাহাদুরের কনিষ্ঠা স্ত্রী শ্রীমতী মহারাণী বসন্তকুমারী ফৌজদারী

সম্পর্কীয় বিচার প্রাপণার্থ আমাকে মুক্তিয়ার করিয়াছেন। অতএব আমি বর্দ্ধমানে থাকিয়া তাঁহার কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছি আপনি বুঝিতে পারেন পরান বাবু ও তাঁহার পরিবারেরা আমার বিপক্ষ স্বতরাং তাঁহারদিগের ক্রোড়ের মধ্যে থাকিতে হইল। একারণ আপন সম্ভ্রম রক্ষার্থ বাসাতে কয়েক জন ব্রজবাসী রাখিয়াছি এবং শ্রীমতী মহারাণীও আমাকে তদুপযুক্ত সম্ভ্রমেতেই রাখিয়াছেন আমাকে এইরূপ দেখিয়া বর্দ্ধমানের পোলীসের কোন আমলা লোভেতে উন্মত্ত হইয়া প্রথমত বরকন্দাজ দিয়া পাঠাইল "আমি এক দিবস বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব" কিন্তু পোলীসের সে আমলার প্রতি আমার চিরকাল ঘৃণা আছে। অতএব আমি তাহাতে সম্মত হইলাম না এইরূপ দুই তিন দিবস বলিয়া শেষে আমার নিকট এক পরবানা পাঠাইল তাহার অভিপ্রায় এই যে আমি ঐ পরবানানুরূপ কার্য্য করিব না তবেই সে মিথ্যা এক মোকদ্দমার ভয় দেখাইয়া আমার স্থানে বিলক্ষণ হাত মারিবে।

ঐ আমলার পরবানাতে লেখে কলিকাতা হইতে যে ব্যক্তি আসিয়া বাসা করিয়া রহিয়াছে এবং আপনাকে বাবু কহলাইতেছে তাহার নাম সাকিম জিলা এবং বাসাতে কত লোক থাকে আর কখন কোন লোক বাসাতে কি কারণে আইসে এবং ঐ বাবু কহলানেওয়ালা কি নিমিত্তে আসিয়াছে এই সকল অবিলম্বে লিখিয়া থানায় পাঠাইতে হইবে যদি না দেয় তবে তাহার কারণ লিখিবে আর বাসায় যখন যে লোক আসিবে তাহার আসিবার কারণ প্রত্যহ লিখিয়া থানায় পাঠাইতে হইবে। যদি না দেয় তবে তাহার কারণ লিখিবে আর বাসায় যখন যে লোক আসিবে তাহার আসিবার কারণ প্রত্যহ লিখিয়া থানায় পাঠাইতে হইবে। আমি তাহার এইরূপ অসম্ভ্রমের লেখা দেখিয়া একেবারে ক্রোধে পরিপূর্ণ হইলাম এবং প্রতিজ্ঞা করিলাম এই মূর্খ আমলাকে প্রতিফল না দিয়া জল গ্রহণ করিব না। কারণ আমি ইঙ্গলণ্ডীয় শ্রীমতী মহারাণী বিকটোরীয়ার প্রজা তাঁহার অধিকারের মধ্যে যথা ইচ্ছা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বাস করিতে পারি তাহাতে পার্লিমেণ্টের অথবা কোম্পানি বাহাদুরের কোন আইনের মধ্যে নিষেধ নাই। তবে ঐ আমলা আমাকে এপ্রকার অসম্ভ্রমের শব্দ কি কারণ লেখে। পরে তৎক্ষণাৎ এই বিষয় মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট লিখিয়া পাঠাইলাম কিন্তু বিজ্ঞবর মাজিষ্ট্রেট সাহেব এবিষয়ে আমার প্রতি সদ্ব্যবহার করিয়াছেন। পত্র পাঠমাত্র তিনি কহিলেন বাবুর নিকট আমলার এপ্রকার পত্র পাঠাইবার কোন অধিকার নাই তাহাকে আমি বিলক্ষণ প্রতিফল দিব। তাহাতে ঐ আমলার আশায় ছাই পড়িল এবং ভয়েতে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিল কিন্তু আমি তাহাকে উপরে উঠিতে দেই নাই।

কোন২ আমলা অত্যন্ত দুরাচার বর্দ্ধমান শহরের মধ্যে চুরী ডাকাইতির গন্ধ পাইলে গরীব প্রজারদের শরীরে রস থাকিতে ছাড়ে না। এখানকার লোকেরা বলে শ্রাবণ মাসে এক ঘরে তিনটা স্ত্রী হত্যা হইয়াছিল তাহাতে ঐ রাক্ষস দরিদ্র লোকের স্থানে ১৪০০ শত টাকা ঘুস নিয়াছে এবং ঐ সময়ে এক গৃহস্থেরদের চুরী হয় তাহার গন্ধে যাহাকে পায় তাহাকেই চোর বলিয়া কয়েদ রাখিয়া টাকা নিয়া ছাড়িয়াছে। যাহা হউক আমি তাহার

দুষ্কর্ম্মের অনুসন্ধানে রহিলাম বিশেষ জানিয়া মাজিস্ত্রেট সাহেবকে এবং মহাশয়কে অবশ্য জ্ঞাত করিব।—শ্রীগৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ।

(২ ডিসেম্বর ১৮৩৭। ১৮ অগ্রহায়ণ ১২৪৪)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়েষু।—অদ্যকার দর্পণের মধ্যে গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ ইতিস্বাক্ষরিত যে পত্রে বর্দ্ধমানের দারোগার প্রতি তিনি যে অভিযোগ প্রকাশ করেন তাহা পাঠ করিলাম যদ্যপি আমি উভয় পক্ষের কোন পক্ষীয়ই নহি তথাপি দেখিতেছি উক্ত দারোগার প্রতি শুদ্ধ অকারণ দোষারোপণ হইয়াছে। যেহেতুক ঐ দারোগা বাবুর প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন তদনুরূপ ব্যবহারকরণের হুকুম কেবল এক আইনে নহে কিন্তু দুই আইনে অর্থাৎ ১৭৯৩ সালের ৯ আইনে ১৮১৭ সালের ২০ আইনে আছে অতএব তাঁহার প্রতি অন্যায় দোষ উদ্ধার করা আমার উচিত। এবং ঐ দারোগা বাবুর নামে যে পরবানা দেন তাহাতে মাজিস্ত্রেট সাহেব যে তাঁহাকে তিরস্কৃত করেন ইহাতে ঐ সাহেব যে আইনমত কর্ম্ম করিয়াছেন এমত বলিতে পারি না। যেহেতুক বাবু ঐ নগরের মধ্যে আগন্তুক লোক বটেন এবং দারোগা তাঁহাকে যে সকল কথা জিজ্ঞাসা করেন তাহা উক্ত আইন অনুসারে তিনি জিজ্ঞাসা করিতে পারেন এবং এই অকিঞ্চনের বোধে আরো তাঁহার এইরূপ জিজ্ঞাসা করা বিশেষরূপে উচিত ছিল। কারণ শ্রীমতী মহারাণী বসন্ত কুমারীর মহালে তিনি কি নিমিত্ত প্রবেশ করেন তাহা আমি যেমন অবগত তেমন ঐ দারোগাও অবশ্য জ্ঞাত আছেন। কিন্তু ইউরোপীয় মাজিস্ত্রেট সাহেব দারোগার প্রতি যেরূপ হুকুম দিয়াছেন তাহা বোধ করি উপরিউক্ত আইন জ্ঞাত না হইয়াই করিয়া থাকিবেন। পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন যে দারোগা আমলা বলপূর্ব্বক টাকা ঘুস লইতেছেন তাহা এতদ্রূপ জ্ঞাপন করিয়াছেন যে এই বিষয়ের সঙ্গেও ঐ উৎকোচের সম্পর্ক ছিল কিন্তু তবে কেন তিনি বিশেষরূপে লেখেন নাই যে আমার স্থানহইতেও টাকা লইয়াছে। আমি জানি যে তাঁহার স্থানে কোন উৎকোচ গ্রহণ কেহই করে নাই অতএব তাঁহার উৎকোচ গ্রহণের বিষয় প্রস্তাবের কোন আবশ্যক ছিল না।

কথিত আছে যে বাবু ঐ রাণীর দরবারে নিযুক্ত থাকাতে পরাণ বাবু বিপক্ষ হইয়াছেন। যদ্যপি ঐ পত্রলেখক ঐ সকল গুপ্ত ব্যাপারের বিষয় প্রকাশ না করেন তবে আমি করিব তিনি তাহা অপহ্নব করিতে পারেন করুন। সে যা হউক লেখক আপনাকে তর্কবাগীশ বলিয়া লেখেন আমি অতিদূরস্থ হইয়াও দূরবিনের দ্বারা দৃষ্টি করিয়া কহিতে পারি যে তিনি কলিকাতাস্থ একটা সংবাদপত্রমাত্র শোধন করিতেন। অতএব কোন প্রকারেই তাঁহার বাবুর পক্ষ হওয়া উচিত ছিল না। যদি তিনি এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করিতেন তবে তাঁহার মঙ্গল হইত ও সম্ভ্রম বজায় থাকিত। এবং আমারো এই বিষয়ে এপর্য্যন্ত লিখন আবশ্যক হইত না।

পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশের জীবনী সম্বন্ধে খুব কম উপাদান পাওয়া গিয়াছে। তিনি কলিকাতায় আসিয়া রামমোহন রায়ের দলভুক্ত হন। ১৮৪৯ সনের ২৬এ মে তারিখের 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রে তিনি বীটন-প্রতিষ্ঠিত বালিকা-বিদ্যালয় সম্পর্কে লিখিয়াছিলেন :—

"আমরা কলিকাতা নগরে উপস্থিত হইয়া রাজা রামমোহন রায়ের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ করি এবং তৎকালেই ব্যক্ত করিয়াছিলাম স্বদেশের কুপ্রথা ও সহমরণ নিবারণ এবং বিধবাদিগের বিবাহ, স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাভ্যাস ইত্যাদি বিষয় সম্পন্নার্থ প্রাণপণে চেষ্টিত আছি, তাহাতেই রাজা রামমোহন রায় আমারদিগকে নিকট রাখেন, এবং সহমরণ নিবারণ বিষয়ে যথাসাধ্য পরিশ্রমে উক্ত রাজার আনুকূল্য করি তাহাতে কৃতকার্য্যও হইয়াছি, সহমরণ পক্ষাবলম্বি পাঁচ ছয় সহস্র পরাক্রান্ত লোকের সাক্ষাতে গবর্ণমেণ্ট হৌসের প্রধান হালে লার্ড বেণ্টিক বাহাদুরের সম্মুখে সহমরণের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইতে যদি ভয় করি নাই তবে এইক্ষণে ভয়ের বিষয় কি, এখন আমরা আপনারদিগকে স্বাধীন জ্ঞান করি ইহাতে দানবকেই ভয় করি না মানব কোথায় আছেন,...।"

সাংবাদিক হিসাবে গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশের যথেষ্ট সুনাম ছিল। 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্র প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে তিনি অনেকদিন 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রের বাংলা-বিভাগ সম্পাদন করিয়াছিলেন। 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রের কণ্ঠদেশে যে কবিতা শোভা পাইত, তাহা তাঁহারই রচিত।—

"...সম্প্রতি যুব হিন্দুগণ যাঁহারা বালিকাদিগের শিক্ষালয় স্থাপনে উল্লসিত হইয়াছেন তাঁহারাও কি স্মরণ করেন না জ্ঞানান্বেষণ পত্র যন্ত্রারূঢ় হইলে পর জ্ঞানান্বেষণের শিরোভূষণ কবিতা করিতে তাঁহারাই আদেশ করিয়াছিলেন, তাহাতে আমরা যুব বান্ধবগণের সম্মুখে দণ্ডায়মানাবস্থায় যে কবিতা করিয়াছিলাম সেই কবিতা জ্ঞানান্বেষণের শিরোভূষণ হয়, তাহার অর্থই আমারদিগের অভিপ্রেত, সে কবিতা এই 'এহি জ্ঞান মনুষ্যাণাং মজ্ঞান তিমিরংহর। দয়াসত্যঞ্চ সংস্থাপ্য শঠতামপিসংহর' গৌড়ীয় ভাষার পয়ারে ইহার অর্থও তৎকালেই ব্যক্ত করিয়াছি 'বাঞ্ছা হয় জ্ঞান তুমি কর আগমন। দয়া সত্য উভয়েকে করিয়া স্থাপন॥ লোকের অজ্ঞান রূপ হর অন্ধকার। একেবারে শঠতারে করহ সংহার॥ এই কবিতা দ্বারাই আমারদিগের ভাব ব্যক্ত হইয়াছে...।" ('সম্বাদ ভাস্কর'—২৬ মে ১৮৪৯)

খুব সম্ভব তর্কবাগীশকে লক্ষ্য করিয়াই সমসাময়িক 'সম্বাদ তিমিরনাশক' পত্রের সম্পাদক লিখিয়াছিলেন :—

"সন ১২৩৮ সালের ৫ আষাঢ়ে জ্ঞানান্বেষণ কাগজ প্রকাশ হয় তাহার প্রকাশক শ্রীযুত দক্ষিণানন্দন ঠাকুর ইনি বাবু সূর্য্যকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র বাঙ্গালা লেখা পড়া কিছুই জানেন না এবং বাঙ্গালা কথা কহিতে ভাল পারেন না তাহাতে রুচিও নাই তথাচ বাঙ্গলা সমাচার কাগজের এডিটর না হইলেই নয় মাতামহদত্ত কিঞ্চিৎ সঞ্চিত আছে তাহা তাবৎকে বঞ্চিত করিয়া ঐ কাগজের জন্য কথঞ্চিৎ কিছু ব্যয় করেন এক জন নাটুরে ভাট মন্ত্রপায়িকে পণ্ডিত জানিয়া চাকর রাখিয়াছেন সে নাস্তিক হিন্দুদ্বেষী কাগজ আরম্ভাবধি কেবল ধার্ম্মিকবর শ্রীযুত চন্দ্রিকাকর মহাশয়কে কটু কহে আর হিন্দুশাস্ত্র ভাল নহে তাহারি দোষ আপন বুদ্ধিতে যাহা আইসে তাহাই লেখে এজন্য ভদ্রলোকমাত্র ঐ কাগজ কেহ পাঠ করেন না তথাচ কাগজ ছাপা করিয়া জন কএক লোকের বাটীতে পাঠাইয়া দেন।" (২১ জানুয়ারি ১৮৩২ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' উদ্ধৃত)

এখানে যে গৌরীশঙ্করকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে তাহা মনে করিবার কারণ আছে। ১৮৩৯ সনের মার্চ মাসের প্রথম ভাগে গৌরীশঙ্কর কলিকাতা হইতে 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্র প্রকাশ করিলে 'জ্ঞানান্বেষণ' লিখিয়াছিলেন :—

"পূর্ব্বে আমারদিগের যে পণ্ডিত ছিলেন তিনি ভাস্কর নামক সংবাদ কাগজ প্রকাশ করিয়াছেন ঐ সম্বাদ পত্র অতি উত্তম হইয়াছে...।" (২৩ মার্চ ১৮৩৯ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' উদ্ধৃত)

কিন্তু আমাদের জানা আছে যে গৌরীশঙ্করের জন্ম হয় ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে শ্রীহট্টের ইটা পরগণার পাঁচগাঁও গ্রামে।

গৌরীশঙ্কর আরও একখানি পত্রের সম্পাদক ছিলেন; কাগজখানি—'সম্বাদ রসরাজ'।

১৮৫৯ সনের ৬ই ফেব্রুয়ারি (২৫ মাঘ ১২৬৫) গৌরীশঙ্করের মৃত্যু হইলে ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রের সম্পাদক হন। তিনি তর্কবাগীশের পালিতপুত্র ছিলেন বলিয়া প্রকাশ। গৌরীশঙ্কর অপুত্রক ছিলেন। 'দুর্জ্জন দমন মহানবমী' পত্রে (২৬ অক্টোবর, ১৮৪৭, পৃ. ৫৪) পাইতেছি,—"বোধ করি অপুত্রক ভাস্কর সম্পাদক...।"

গৌরীশঙ্কর অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এ-পর্য্যন্ত যেগুলির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, প্রকাশকাল-সমেত তাহাদের উল্লেখ করিতেছি :—

(১) ভগবদগীতা—নবম অধ্যায় পর্য্যন্ত। প্রকাশকাল ১২৪২ সাল (১৮৩৫ ?)।

(২) ভগবদ্গীতা—সমগ্র অংশের অনুবাদ। প্রকাশকাল ১৮৫২ সন। ১৮৫২ সনের ২১এ সেপ্টেম্বর তারিখে 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' সম্পাদক লিখিয়াছিলেন :—

"সুবিজ্ঞ পণ্ডিতবর ভাস্কর সম্পাদক শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য মহাশয় কর্ত্তৃক ভগবদ্গীতা গ্রন্থ গৌড়ীয় সাধুভাষায় অনুবাদিত হইয়া মূল টীকা সহিত অতি পরিষ্কাররূপে মুদ্রাঙ্কিতানন্তর প্রকাশিত হইয়াছে।...সম্পাদক মহাশয় ইতিপূর্ব্বে ঐ গ্রন্থের প্রথমার্দ্ধ অর্থাৎ নবমাধ্যায় পর্য্যন্ত অনুবাদ করিয়া মূল টীকা শুদ্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন তাঁহার অনুবাদিত গ্রন্থ পাঠে ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিমাত্রে নিরন্তর নিরতিশয় সুখানুভব করত প্রার্থনা করিতেন অপরার্দ্ধও ত্বরায় প্রকাশিত হয় কিন্তু মধ্যে কিয়ৎকাল সম্পাদক মহাশয় তদ্বিষয়ে পরিশ্রম স্বীকারে বিরতি অবলম্বন করাতে তাঁহাদের বাসনা পূর্ণ হইতে পারে নাই এক্ষণে সম্পাদক মহাশয় উক্ত গ্রন্থের অপরার্দ্ধ অনুবাদ করিয়া সমুদায় একত্র মুদ্রিতানন্তর প্রকাশ করাতে সকলের মনোভিলাস পূর্ণ করিতে পারিবেন। অন্যান্য ব্যক্তিদের কর্ত্তৃক ভগবদ্গীতা গ্রন্থের অনুবাদ ভাষাপদ্যে সংকলিত হইয়া যাহা প্রকাশিত আছে তাহাতে গীতাশাস্ত্রের তত্ত্বজিজ্ঞাসু-দিগের জিজ্ঞাসা নিবৃত্তি হইতে পারে না কেন না ঐ গ্রন্থের অর্থ তাৎপর্য্য অতিশয় কঠিন, অপর ছন্দোবন্ধে কোন পুস্তকের অবিকল অনুবাদ হয় না সুতরাং তাহাতে কাহারও বিশেষ উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা ছিল না।...

(৩) জ্ঞানপ্রদীপ, ১ম খণ্ড। বালকদিগের শিক্ষার্থ বিবিধ বিষয়ক প্রস্তাব ও দৃষ্টান্ত সকল। প্রকাশকাল ২০ আষাঢ় ১২৪৭ সাল=২ জুলাই ১৮৪০।

(৪) জ্ঞানপ্রদীপ, ২য় খণ্ড। প্রকাশকাল ১৬ মাঘ, ১২৫৯=২৮ জানুয়ারি ১৮৫৩।

(৫) ভূগোলসার—পৃথিবীর আকার ও বিবরণাদি নিরূপক নানা গ্রন্থ হইতে সংক্ষেপ সংগ্রহ। শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য কৃত। প্রকাশকাল ২৫শে কার্ত্তিক ১২৬০=৯ নবেম্বর ১৮৫৩।

(৬) নীতিরত্ন। প্রকাশকাল ১১ই জুন, ১৮৫৪ (৩০ জ্যৈষ্ঠ ১২৬১)। ১৮৫৪, ৮ই জুন তারিখের 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রে পাইতেছি :—

"আমরা নীতিরত্ন নামে এক গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছি আদ্যন্ত সমুদায় পাঠ করিয়া দেখিলাম নীতিরত্ন নীতিরত্নই হইয়াছে, রামায়ণ পুরাণ মহাভারত হিতোপদেশ চাণক্যাদি নানা গ্রন্থে নীতি বিষয়ক যে সকল

শ্লোক দৃষ্ট হইয়াছিল গ্রন্থ কর্তা তাহার মধ্য হইতে বাছনী করিয়া সারং শ্লোক সকল লিখিয়াছেন এবং আপনি ভাষা কবিতায় তাহার অর্থ করিয়াছেন, কবিতা সকল অতি কোমল সাধু শব্দে লিখিত হইয়াছে, বালক বৃদ্ধ স্ত্রীলোকাদি সকলের পাঠ যোগ্য হইবে...। আমার দিগের প্রধান সহযোগী শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য মহাশয় শাস্ত্র রত্নাকর হইতে নীতিরত্নকে উদ্ধার করিয়াছেন...মূল্য অর্দ্ধ মুদ্রা।"

(৭) মহাভারত, ১ম খণ্ড। শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সংশোধিত।

(৮) মহাভারত, ২য় খণ্ড। "উদ্যোগ পর্ব্বাবধি স্বর্গারোহণ পর্ব্ব পর্য্যন্ত। বঙ্গ ভাষা পদ্য কাশীদাস রচিত। শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য সংশোধিত।...সন ১২৬২ সাল পৌষ।" (? জানুয়ারি ১৮৫৬)।

(৯) চণ্ডী। মূল ও গোবিন্দরাম সিদ্ধান্তবাগীশাদি টীকাকারগণসম্মতা টীকা সহিত। প্রকাশকাল ১ বৈশাখ ১২৬৫=১৩ এপ্রিল ১৮৫৮।

ডক্টর শ্রীসুশীলকুমার দে তাঁহার একটি প্রবন্ধে (*Ind. Hist. Quarterly*, 1927, pp. 21-24) গৌরীশঙ্করের গ্রন্থাবলীর পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু তিনি উপরের তালিকার ২, ৬-৮ সংখ্যক পুস্তকগুলির সন্ধান পান নাই। তিনি 'পাকরাজেশ্বর' পুস্তকখানিকে (সম্ভবতঃ পাদরি লঙের তালিকা অবলম্বনে) গৌরীশঙ্করের রচনা বলিয়াছেন, কিন্তু ইহা প্রকৃতপক্ষে বিশ্বেশ্বর তর্কালঙ্কারের রচিত।

গৌরীশঙ্করের কয়েকটি প্রবন্ধ অনুবাদক সমাজ কর্ত্তৃক প্রকাশিত "সংবাদসার" পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। এই পুস্তকের সমালোচনা প্রসঙ্গে ১৮৫৪ সনের ১২ই জানুয়ারি তারিখের 'সম্বাদ ভাস্করে' গৌরীশঙ্কর লিখিয়াছিলেন :—

"...সংবাদসার গ্রন্থে বঙ্গ ভাষায় সকল সমাচার সার বিষয় উদ্ধৃত হইয়াছে এবং কোন জাতির ধর্ম্মের বিপক্ষ নহে অতএব সর্ব্বজাতীয় বালকেরাই ইহা পাঠ করিতে পারেন এবং যে দেশ হিন্দু পরিপূর্ণ সেই দেশীয় লোকেরা সংবাদসার গ্রন্থ মধ্যে ইহাও প্রাপ্ত হইবেন খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মাবলম্বি রাজারাও হিন্দুধর্ম্মের পোষকতা করিয়াছেন, ইহার প্রমাণার্থ আমরা সংবাদসার গ্রন্থ হইতে এক প্রস্তাব গ্রহণ করিতেছি..., যদিও ১৮৪০ সালে আমরাই জ্ঞানান্বেষণ পত্রের সম্পাদক ছিলাম এবং সংবাদ কৌমুদী, সংবাদ সুধাকর ইদানীং সম্বাদ ভাস্কর প্রভৃতি সমাচার পত্র হইতেই উক্ত গ্রন্থে অধিক বিষয় উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার বহুলাংশই আমারদিগের লিখিত, বালকদিগের পাঠার্থ এই গ্রন্থ চলিত হইলে অনুবাদক সমাজাপেক্ষা আমরা অধিক সুখী হইব ১৮৪০ সালে জ্ঞানান্বেষণে গবর্ণমেণ্টের হিন্দু ধর্ম্ম প্রতিপালন বিষয়ে আমরা যে প্রস্তাব লিখিয়াছিলাম তাহা এই।..."

পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশের সংক্ষিপ্ত জীবনী :—

(১) "পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ"—শ্রীকৈলাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। ১৩১৯ সালের "বিজয়া" পত্রের ৮১, ১৮৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

(২) শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত—শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি। ৪র্থ ভাগ (১৩২৪ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৬৪-৬৭।

(৩) বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন পঞ্চদশ অধিবেশন রাধানগর (১৩৩১)—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের অভিভাষণ। পৃ. ২৬।

(৪) "দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস"—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৩৮ সালের ৪র্থ সংখ্যা ও ১৩৩৯ সালের ১ম সংখ্যা। এই প্রবন্ধে আমি গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশের 'জ্ঞানান্বেষণ,' 'সম্বাদ ভাস্কর' ও 'সম্বাদ রসরাজ' পত্র সম্পাদনের প্রামাণিক ইতিহাস দিবার চেষ্টা করিয়াছি।

(৮ ডিসেম্বর ১৮৩৭। ২৮ অগ্রহায়ণ ১২৪৪)

...আমি শুনিতেছি শ্রীযুত উডকাক সাহেব ও শ্রীযুত বাবু রসিক কৃষ্ণ মল্লিক আমলারদের কর্ম্মেতে নিয়ত চক্ষু রাখেন এবং সর্ব্বদাই তাঁহারদিগের ইচ্ছা যথার্থ বিচার করেন অতএব আমি প্রার্থনা করি সকল বিচার কর্ত্তারা এইরূপ মনোযোগ করুন।—কস্যচিৎ বর্দ্ধমানবাসিন।

(১১ জুন ১৮৩১। ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৮)

রাজদণ্ড।—আমরা অবগত হইয়া সমাচার পাঠকেরদিগের কর্ণগোচর করিতেছি যে গত বুধবার দুই জন খিদিরপুর নিবাসি শ্রীরামনারায়ণ সরকার ও শ্রীঠাকুরদাস সরকার ইহারা ইষ্টাম্প কাগজ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তদপরাধজন্য শ্রীযুত দায়েরসায়েরীর সাহেব তজবিজ করিয়া উক্ত ব্যক্তিদ্বয়কে অপরাধিত্বে নিশ্চয় করিয়া এই অনুমতি প্রদান করিয়াছেন যে ইহারা সপ্ত বৎসরপর্য্যন্ত কারাগারে কয়েদ থাকিবেন আর সংপ্রতি খরের [গর্দ্দভের] পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তাবৎকে অবলোকন করান পরে তদাজ্ঞানুসারে ভৃত্যেরা ঐ দুই জনকে খরের পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া হাওয়ালি কাছারীর ও ভবানীপুর খিদিরপুরপ্রভৃতি গ্রামে২ বেষ্টন করাইয়াছে এতাবন্মাত্র শুনা গিয়াছে।

(৩০ সেপ্টেম্বর ১৮৩৭। ১৫ আশ্বিন ১২৪৪)

দণ্ড।—গত সপ্তাহে দুই জন অপরাধিকে নীচে লিখিতব্যমতে দণ্ড দেওয়া গেল।

প্রথমতঃ অপরাধিরদের মস্তক ও দাড়ি গোঁপ ইত্যাদি মুণ্ডন করিয়া চটের কৌপীন পরিধান করাণ গেল। পরে তাহারদের মস্তকাবরণ পাগের পরিবর্ত্তে নানা ছবিতে চিত্রিত কাগজের টুপি ধারণ করাইয়া কণ্ঠদেশে মাল্যস্বরূপ জুতার মালা এবং মুখের এক দিকে কালী অপর দিগে চূণ দেওয়া গেল। তদনন্তর অশ্বারোহণের বিনিময় গর্দ্দভে চড়াইয়া তাহারদের মুখ গর্দ্দভের লাঙ্গুলের দিগকে রাখিয়া সহীসের ন্যায় দুইজন মেহতর মস্তকোপরি চামরবৎ ঝাড়ুর বাতাস করিতে লাগিল। পরে ঢেঁডরাওয়ালা এক জন তাহারদের সম্মুখে২ জয়বাদ্যের ন্যায় ঢেঁড়রা পিটিতে লাগিল এবং যে ভূরি২ লোক ঐ তামাসা দেখিতে আসিয়াছিলেন তাঁহারদের নিকটে ঐ দস্যুরদের কুকর্ম্মবিবরণ বর্ণন হইতে থাকিল তাহাতে কোন২ লোক আচ্ছা হইয়াছে বলিতে লাগিল কেহবা নানা কটুকাটব্য বলিয়া গালি দিল। স্ত্রী লোকেরা মুখ ফিরাইয়া হাসিতে লাগিল। এই মহাযাত্রা আলিপুরের জেহলখানা অবধি আরম্ভ হইয়া আলিপুরের সাঁকো পারে খিদিরপুরপর্য্যন্ত গেল পরে খিদিরপুরের সাঁকো পার হইয়া খিদিরপুর দিয়া আলিপুরের আদালতের নিকট পঁহুছিল পরিশেষে জেহেলে গিয়া বিশ্রাম করিল।

(২৫ আগষ্ট ১৮৩৮। ১০ ভাদ্র ১২৪৫)

শ্রীযুত দর্পণ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।—সম্প্রতি হুগলি জিলার মধ্যে বালিগ্রামে এক সভাস্থাপন হইয়াছে ঐ সভাধ্যক্ষ মর্য্যাদাবন্ত পাচ জন ভদ্র সন্তান তাঁহারদিগকে ঐ গ্রামবাসী প্রায় সকল প্রজাবর্গেই মান্ত করে যদি উক্ত গ্রামের মধ্যে স্বাভাবিক লোকদিগের কোন আপত্তি উপস্থিত হয় তবে তৎক্ষণাৎ বাদি প্রতিবাদি উভয়পক্ষ ঐ পঞ্চজনের পঞ্চায়েত প্রার্থনা করে তাহাতে পঞ্চায়েত মহাশয়রা ঐ বিবাদিদিগকে স্বস্থানে আনিয়া প্রমাণ ইত্যাদির দ্বারা প্রমাণ করত নিরপরাধি ব্যক্তি ও সাপরাধি ব্যক্ত হইয়া সর্ব্বজন সাক্ষাতে সাপরাধী অপমানিত হয় অর্থাৎ সকলে নিন্দা ইত্যাদি করে এবং ঐ অপরাধি ব্যক্তি বিচারপতিদিগের গোচরে আপন দোষ হেতুক ক্ষমাপ্রার্থনা করে যদিস্থাৎ সামান্ত অপরাধ হয় তবে তৎক্ষণাৎ দোষি ব্যক্তি ক্ষমা পায় কিন্তু গুরুতর হইলে পঞ্চাএত মহাশয়গণ তাহার এই শাস্তি দেন যে অপরাধি ব্যক্তি যেন কোন স্থানে হুকা খাইতে না পারে ও তাহার সহিত কেহ আলাপ না করে। সম্পাদক মহাশয় ইহাতে অতিশয় শাস্তি বোধ করিয়া পুনর্ব্বার উক্ত পঞ্চ জনের নিকটে অনেক মিনতি করে এবং উপর উক্ত নিরপরাধি ব্যক্তির হস্তধারণ ইত্যাদি করে তাহাতেই মীমাংসা হয় কিন্তু যদি কেহ ঐ পঞ্চাএত গ্রাহ্য করে তবে যে প্রকারে তাহার বিবাদ বিচারকর্ত্তার কর্ণগোচর হয় তাহা ঐ পঞ্চজন করেন তাহা হইলে অবজ্ঞাকারি ব্যক্তি শাস্তি পায় ও নানা প্রকার ব্যয় ব্যসন হয় আর পঞ্চাএত মহাশয়গণ কোন২ সাংসারিক বিবাদও ভঞ্জন করেন তাহাতে ভদ্র কর্ত্তারা উক্ত মহাশয়দিগকে অতিশয় মান্ত করেন যাহা হউক যদি এই প্রকার পঞ্চজনের পঞ্চাএত পঞ্চ স্থানে হইত তবে শ্রীলশ্রীযুত বিচারকর্ত্তা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এতাদৃশ ক্লেশ কদাচ হইত না ও প্রজাগণের এতাদৃশ অর্থব্যয়ও হইত না কেন না তাহাতে যাহা হবার তাহাই হয় মধ্যে আমলাদিগের পেট ভরে এক্ষণে ঐ পঞ্চাএতের নাম হইয়াছে পঞ্চ ঠাকুরের বিচার স্বাভাবিক লোকে পাচ ঠাকুরের বিচারও বলিয়া থাকে নিবেদন মিতি। কস্যচিৎ ভাটপাড়ানিবাসিনঃ।

(২৭ জুন ১৮৩৫। ১৪ আষাঢ় ১২৪২)

মুদ্রাযন্ত্রবিষয়ক প্রস্তাবিত ব্যবস্থাতে কলিকাতানিবাসি লোকেরদের নিবেদনপত্রের বিষয়ে গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের উত্তর।—টৌনহালে সমাগত কলিকাতানিবাসি ব্যক্তিরদের প্রতি আবেদন। হে মহাশয়েরা আমারদের কার্য্যবিষয়ে আপনারদের সন্তোষের চিহ্নরূপ যে পত্র প্রদান করিয়াছেন এবং তাহাতে আপনারা যে সকল মিষ্ট কথা লিখিয়াছেন তন্নিমিত্ত আমি ও আমার সহযোগি কৌন্সেলি সাহেবেরদের বাধ্যতা স্বীকার করি কিন্তু আমি যদ্যপি আপনারদের স্নেহ ও সম্ভ্রম অতিবড় জ্ঞান করি তথাপি

আপনারদের ঐ আবেদনপত্র যে কেবল প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছেন এমত জ্ঞান করি না যে মহা ব্যাপার বিষয়ে ভারতবর্ষের ফলতঃ তাবৎ পৃথিবীর মঙ্গলামঙ্গল লিপ্ত আছে এমত গুরুতর অর্থাৎ স্বেচ্ছাক্রমে মুদ্রাকরণ ক্ষমতাবিষয়ে আপনারা ঐ পত্রে সর্ব্বসাধারণ লোকের মানস জ্ঞাপন করিয়াছেন।

এই বিষয়ে আপনারদের সঙ্গে লিখনপঠনকরণেতে আমার অত্যন্তাহ্লাদ জন্মিয়াছে এবং উক্তবিষয়ের আইন অত্যল্পকালের মধ্যে সিদ্ধ হওনে আপনারদের যেমন অনুরাগ তেমন আমারও আছে।

আপনারা এই প্রস্তাবিত আইনের বিষয় অতিভদ্র বোধ করেন অতএব আপনারদের নিকটে তদ্বিষয়ে কোন আপত্তি খণ্ডনের আবশ্যক বোধ হয় না কিন্তু হইতে পারে যে কেহ২ এই আইন অনাবশ্যক বোধ করেন অথবা ইহাতে বিঘ্ন সম্ভাবনা আছে এমত বিবেচনা করিতে পারেন অতএব যে২ কারণে এই আইন উপযুক্ত ও পরামৃশ্য বোধ হয় সেই কারণ অতিসংক্ষেপে এই সুসময়ে ব্যক্ত করি।

যাঁহারা অবাধে মুদ্রাকরণক্ষমতা অনুচিত বোধ করেন তাঁহারদিগকে আমি কহি যে তাঁহারদের ইহা দর্শান উচিত যে তাহাতে রাজ্যের মঙ্গলের এমত বিঘ্ন হইবে যে এইরূপ ক্ষমতা না দিলে তাহা হইত না এবং সেই বিঘ্ন উপযুক্ত আইনের দ্বারাও দূরীকৃত হইতে পারে না যেহেতুক সকল বিষয়ে স্বীয়াভিপ্রায় ছাপা করা এবং স্বীয়াভিপ্রায় সকলকে কহা প্রায় সমান কথা তবে স্বীয়াভিপ্রেত লোককে কহা একপ্রকার লোকের স্বত্বাধিকারের মধ্যে এবং ঐ স্বত্বাধিকার লোপকরণে কোন গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা নাই।

যদ্যপি তাঁহারদের অভিপ্রায়ই সত্য হয় তবে লোকেরদিগকে জ্ঞানোপদেশ দেওয়া উপকারক না হইয়া অপকারক হয় এবং উত্তম রাজশাসনের উচিত কার্য্য এই যে লোকের মন অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন করা যদি ইহা সত্য না হয় তবে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে অমূল্য বিদ্যারত্ন প্রজারদিগকে দেওয়া গবর্ণমেণ্টের অতিউচিত কর্ম্ম এবং লোকেরদিগকে অবাধে স্বাভিপ্রেত ছাপানের অনুমতি দেওয়াব্যতিরেকে বিদ্যা প্রদানকরণের আর কোন্ বলবৎ উপায় আছে ঐ অনুমতি দ্বারাই লোকের তাবৎ মানসিক শক্তি সতেজ হয়।

যদ্যপি তাঁহারা কহেন যে এমত বিদ্যা প্রদান হইলে পরিশেষে ভারতবর্ষে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের রাজ্য লুপ্ত হইবে তবে তদ্বিষয়ে লিখি যে ইহাতে যাহা ঘটে ঘটুক কিন্তু বিদ্যারত্ন লোকেরদিগকে দান করা গবর্ণমেণ্টের উচিত কর্ম্মই। যদি লোকেরদিগকে অজ্ঞানে মগ্ন না রাখিলে ভারতবর্ষে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের রাজ্য থাকনের সম্ভাবনা না থাকে তবে আমারদের রাজশাসনই দেশের অত্যন্ত অনিষ্ট হয় অতএব তাহা যতশীঘ্র লুপ্ত হয় ততই ভাল।

কিন্তু আমি বোধ করি যে প্রজারদের মন অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন থাকাই আমারদের

রাজ্যের অধিক বিঘ্ন এবং আমি এই বিবেচনা করি যে এতদ্দেশে যদনুসারে বিদ্যার প্রাচুর্য্য হয় তদনুসারে রাজশাসনেরও দৃঢ়তা হইবে। বিদ্যার বৃদ্ধি হইলে লোকেরদের অযুক্ত বিবেচনা বিলুপ্ত হইবে ও কাঠিন্য স্বভাবও কোমল হইবে এবং ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের দ্বারা যে উপকার আছে ইহা লোকের যুক্তিসহ অনুভব হইবে এবং ঐক্যের দ্বারা রাজা ও প্রজারদের সম্বন্ধ সমৃদ্ধ হইবে এবং তাঁহারদের মধ্যে পরস্পর যে বিচ্ছেদ আছে তাহা ক্রমে২ হ্রাস হইয়া পরিশেষে লুপ্ত হইবে। ভারতবর্ষের উত্তরকালীন রাজশাসনের বিষয়ে পরমেশ্বর যাহা স্থির করিয়াছেন তাহা ব্যক্ত নাই কিন্তু আমারদের অতিস্পষ্ট উচিত কার্য্য এই যে এতদ্দেশীয় রাজশাসন যতকাল আমারদের অধীন থাকে ততকাল যথাসাধ্য লোকের মঙ্গলার্থ ঐ ব্যাপার নির্ব্বাহ করিতে হইবে। অবাধে মুদ্রাকরণের অনুমতি দেওয়া বিদ্যা বৃদ্ধিকরণের এক মহোপায় অতএব তাহার অনুমতি দেওয়া আমারদের নিতান্ত উচিত কর্ম্মের মধ্যে। কি নিমিত্ত পরমেশ্বর ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের রাজ্য এতদ্দেশে সংস্থাপন করিয়াছেন কি কেবল তাঁহারা দেশের রাজস্ব আদায় করিয়া রাজ্যরক্ষার্থ যেসকল কর্ম্মকারকের আবশ্যক তাঁহারদিগকে বেতন দিয়া যাহা বাকি পড়ে তদর্থ কর্জকরণ কখন নহে ইহাহইতে এই গুরুতর অভিপ্রায়েতে ঈশ্বর আমারদিগকে এতদ্দেশে সংস্থাপন করিয়াছেন যে ইউরোপের নানা প্রকার বিদ্যা ও বুদ্ধি ও সভ্যতা এতদ্দেশের মধ্যে আমরা ব্যক্ত করি এবং তদ্দ্বারা দেশীয় লোকের অবস্থার ভদ্রতা করি এবং এই অভিপ্রায় সিদ্ধকরণার্থ অবাধে মুদ্রাকরণ ক্ষমতা দেওয়াই এক প্রধানোপায়।

যাহারা এই বিষয়ে আপত্তি করেন তাঁহারদিগকে ইহাও দর্শাইতে হইবে যে অবাধে মুদ্রাকরণের দ্বারা গবর্ণমেণ্টের এবং সরকারী কর্ম্মকারকেরদের অপকর্ম্মের প্রতিবন্ধকতা করা উচিত নহে এবং মুদ্রাকরণ ব্যাপার মুক্ত রাখিয়া কেবল আইনের শাসনাধীন রাখণাপেক্ষা বিনা আইনে স্বেচ্ছাক্রমে মুদ্রাকরণের প্রতিবন্ধকতা করা ভাল কিন্তু এই যুক্তিতে কেহই সম্মত হইবেন না।

ইহার পূর্ব্বে লোকেরা বোধ করিত যে মুদ্রাযন্ত্রে যাহা ইচ্ছা তাহাই ছাপাইতে অনুমতি থাকিলে ভারতবর্ষের মধ্যে কেহই তিষ্ঠিতে পারিবে না কিন্তু সেই অনুভব দূরীকৃত হইয়াছে এইক্ষণে কেহ২ বিবেচনা করেন যে ইউরোপীয়েরদিগকে সেই সকল অনুমতি দিলে তাদৃশ ক্ষতি নাই বরং মঙ্গল সম্ভাবনা তথাপি তাঁহারা বোধ করেন যে এতদ্দেশীয়েরদিগকে তত্তুল্য অনুমতিতে অনিষ্ট সম্ভাবনা আছে কিন্তু আমি তাহাতে ভীত নহি বরং আমি ইহা নিশ্চয় বোধ করি যে এতদ্দেশীয় লোকেরদের প্রতি অবিশ্বাসী হইয়া আইন করিলে অথবা স্বত্বাধিকার বিষয়ে এতদ্দেশীয় লোকেরদের পক্ষে এক আইন এবং ইউরোপীয় লোকেরদের পক্ষে প্রকারান্তর আইন করিলে অবিবেচনা ও অযথার্থ কর্ম্ম করা হয়। মুদ্রাযন্ত্র নিত্যই আইনের অধীন থাকিবে তাহাতে যদ্যপি নূতন আইনের আবশ্যক হয় তবে করা যাইবে। এইক্ষণে ব্যবস্থাপক কৌন্সেল এতদ্দেশে স্থাপিত হইয়াছে যদি রাজ্যের

কোন বিঘ্ন হয় তবে তৎক্ষণাৎ তাঁহারা উপায় করিতে পারিবেন। অতএব মুদ্রাকরণ-বিষয়ে স্বচ্ছন্দতা থাকাতে পূর্ব্বে যে সকল আপত্তি ছিল তাহা এইক্ষণে দূরীকৃত হইল।

সাধারণ যুক্তিক্রমে সম্পূর্ণরূপে ছাপাকরণবিষয়ে স্বাচ্ছন্দ্যের অনুমতি থাকাতে যে সকল কারণ দৃষ্ট হইল তদ্ব্যতিরেকে ভারতবর্ষে ছাপার কার্য্য যদ্রূপ অবস্থায় ছিল তদ্দৃষ্টে এই প্রস্তাবিত আইন একপ্রকারে সিদ্ধ না করিলে নয় এমত হইয়াছিল। বহুকালাবধি মুদ্রা-করণবিষয়ে স্বচ্ছন্দতার অনুমতি ছিল ফলতঃ সংপ্রতিকার গবর্ণর্ জেনরল লার্ড উলিয়ম বেন্টীঙ্কের আমলসময় ব্যাপিয়া এইরূপ ছিল এবং যদিও ছাপাকর্ম্মের প্রতিবন্ধক আইন বঙ্গদেশে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল এবং যদ্যপি তদ্দ্বারা গবর্ণমেণ্টের হস্তে অতিবড় পরাক্রম অর্পিত হইয়াছিল তথাপি সে সকল প্রবল ছিল না এবং তাহা সকলের ঘৃণার্হই ছিল ঐ আইনের দ্বারা গবর্ণমেণ্টের প্রতি স্বেচ্ছাক্রমে কর্ম্মকরণের অনুমতি ছিল এবং গবর্ণমেণ্টের এমত পরাক্রম থাকা ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের সর্ব্বস্থানেই ঘৃণ্যাবিষয়। যদ্যপি কোন গবর্ণমেণ্ট ঐ আইন জারী করিতেন তবে সর্ব্বসাধারণ লোকের অভিপ্রায়ের বিপরীত কর্ম্ম করাই হইত। শ্রীযুত লার্ড উলিয়ম বেণ্টীঙ্ক কার্য্যবশতঃ ছাপার কর্ম্মে স্বচ্ছন্দতার অনুমতি দেওনের পর কোন গবর্ণমেণ্ট ঐ আইন জারী করিতে পারিতেন না তবে যদি হাস্যাস্পদ ও অপমান হওনের বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্রও লজ্জা না থাকিত তবেই তাহা জারী করিতে পারিতেন। অতএব যদ্যপি ঐ আইন উত্তম হইত তথাপি তাহা অকর্ম্মণ্য এবং ঐ আইনের দ্বারা গবর্ণমেণ্ট;কেবল ঘৃণাপাত্র হইতেন এইপ্রযুক্ত ঐ আইন বজায়রাখণ কেবল উন্মত্ততা।

এইক্ষণে ঐ আইনের বিষয় উত্থাপন করাতে যে সাহেব ঐ আইন নির্দ্ধার্য্যকরণ সময়ে গবর্নর্ জেনরল ছিলেন অর্থাৎ আদম সাহেব তাঁহার বিষয়ে আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য ঐ আইনের মূলই তিনি ইহা বলিয়া সকলে তাঁহার প্রতি দোষার্পণ করেন কিন্তু তিনি পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ও সরলান্তঃকরণ ও হিতৈষিরদের মধ্যে এক জন গণ্য ছিলেন এবং তাঁহার আয়ুর মধ্যে অন্যান্য কর্ম্মবিষয়ে যেমন অতিসরলাভিপ্রায় এই প্রস্তাবিত আইনের বিষয়েও তেমন সরল নির্ম্মল ছিল যদি তিনি এইক্ষণে জীবদ্দশায় থাকিতেন এবং সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চপদস্থ থাকিতেন তবে ঐ আইন রহিতকরণের বিষয়ে তিনি অগ্রেই প্রস্তাব করিতেন ঐ আইন তৎসময়ে অত্যাবশ্যক বোধ করিয়াছিলেন কিন্তু এইক্ষণে বর্ত্তমান থাকিলে দেখিতেন যে তাহার কিছু প্রয়োজন ছিল না। ঐ আইনের বিষয়ে কিপর্য্যন্ত লোকের ঘৃণা আছে তাহা ইহাতে অতিস্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে যে তদ্দ্বারা ৮ প্রাপ্ত ঐ আদম সাহেব অত্যন্তাপমানিত হইয়াছিলেন। ঐ সাহেব সর্ব্বপ্রকারেই প্রশংসার যোগ্য অত্যন্ত গুণশালী এবং সরকারী কার্য্যেতেও অতিসম্ভ্রান্ত হওয়াতে তিনি সম্ভ্রম ও সদ্গুণের আধার ছিলেন যত লোক তাঁহাকে জ্ঞাত হইয়াছিলেন সকলই স্নেহ ও প্রশংসা ও সমাদার করিতেন। কিন্তু সাধারণ লোক তাঁহার বিশেষ পরিচয় না জানিয়া কেবল

এইরূপে জানিল যে তিনি এই আইনের সৃষ্টি করিয়াছেন অতএব ঐ আইনের বিষয়ে যত ঘৃণা সে সকলই তাঁহার উপরে পড়িল।

কলিকাতা ও আগ্রা রাজধানীর অধীন দেশে আমারদের এই জিজ্ঞাসা কর্ত্তব্য হইল যে ঐ আইন রাখি কি রদ করি ঐ আইন সকলের এমত ঘৃণাই যে তাহা জারী করা অসাধ্য। ফলতঃ ঐ আইন অব্যবহার্য্যই ছিল। বোম্বাইর অন্তঃপাতি প্রদেশেও ঐ রূপ আইন ছিল কিন্তু ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে তদ্রূপ ছিল না। অতএব আমারদের এই জিজ্ঞাসার বিষয় যে ঐ আইন যে২ প্রদেশে চলন নাই সেই সকল প্রদেশে চলন করা যাইবে কি না। এবং এইক্ষণে যে স্থানে ছাপাকরণের বিষয়ে সম্পূর্ণ অনুমতি আছে সেই স্থানে তাহার প্রতিবন্ধকতা কর্ত্তব্য কি না। এবং আইনের পরিবর্ত্তে গবর্ণমেণ্টের অবাধ্য পরাক্রম সংস্থাপন করিতে হইবে কি না অথবা ছাপাকরণবিষয়ে এমত অনুমতি দেওয়া উচিত যে তাহার উপরে কোন আইনের শাসন না থাকে। দেখুন মান্দ্রাজে ছাপার কর্ম্ম বিষয়ে কোন আইন নাই এবং সেই স্থানে যে কোন ব্যক্তি যা ইচ্ছা তা ছাপাইলে তদ্বিষয়ে তাহাকে কোন দায়ীকরণের উপায় নাই। বোম্বাইতে যে ব্যবস্থা চলিতেছে তাহা আমারদের এইক্ষণকার প্রস্তাবিত ব্যবস্থার তুল্য অতএব মুদ্রাকরণবিষয়ে স্বচ্ছন্দতার সম্পূর্ণ অনুমতি না দিয়া যদি কোন আইন নির্দ্ধার্য্য হইত তবে যে স্থানে কোন প্রতিবন্ধক নাই সেই স্থানে প্রতিবন্ধক স্থাপন করাই হইত অতএব সেইস্থানে এতদ্রূপ নিয়ম করা অনুচিত ও অনাবশ্যক হইত। মান্দ্রাজে ছাপাকরণের অনুমতি ছিল বটে কিন্তু তাহাতে কেহ দায়ী ছিল না অতএব সেইস্থানে কোন ব্যবস্থা করণের অত্যাবশ্যক বটে কিন্তু এই বিষয়ে কেবল এক রাজধানীর নিমিত্ত আইন করা অনুচিত বোধ হইল অতএব আমারদের বিবেচনাতে এই সিদ্ধ হইল যে আমরা তাবৎ ভারতবর্ষের নিমিত্ত যে ব্যবস্থার প্রস্তাব করিতেছি সেই ব্যবস্থা সিদ্ধ করাই উত্তম তদ্দ্বারা ছাপা কর্ম্মের বিষয়ে সম্পূর্ণরূপ অনুমতি দেওয়া যাইবে এবং ঐ ব্যবস্থার তাবৎ নিয়মের এইমাত্র অভিপ্রায় থাকিবে যে যিনি যাহা ছাপাইবেন তিনি তাহার দায়ী হইবেন। এইক্ষণে এই বিষয় যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থায় থাকা অনুচিত এবং যদ্যপি মুদ্রাযন্ত্রবিষয়ের প্রতিবন্ধক কোন আইন আমরা নির্দ্ধার্য্য করিতাম তবে সকলই কহিত যে উত্তম ব্যবস্থা করণবিষয়ে কর্ত্তারা পরাঙ্মুখ হইয়া বর্ত্তমানসময়ের বিপরীত আইন করিতেছেন।

ছাপা কর্ম্মের দ্বারা যে সকল অত্যাচার ও পরক্ষতি হওনের সম্ভাবনা তাহা নিবারণার্থ আইন করা যে সুকঠিন ইহা আপনারা স্পষ্টই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমারও বোধ হয় যে এই বিষয়ে আইন স্থির করা অসাধ্য ব্যাপার। যদ্যপি মুদ্রাকরণ বিষয়ের স্বচ্ছন্দতার দ্বারা যে উপকার জন্মে তাহা যদি আমরা ভোগ করিতে ইচ্ছা করি তবে তাহার সহগামি যৎকিঞ্চিৎ অনিষ্টও স্বীকার করিতে হইবে। যদ্যপি ছাপাকরণ বিষয়ক

স্বচ্ছন্দতার অনুমতি এবং মুদ্রাকরণেতে যে অনিষ্ট ব্যাপার হয় তাহা আমরা কার্য্যদৃষ্টে পৃথক্ বুঝিতে পারি তথাপি আইনের দ্বারা তদ্গত ভদ্রাভদ্রের বিশেষ সীমা নির্দ্দিষ্টকরণের উদ্যোগ করিলে ছাপার কার্য্যের স্বচ্ছন্দতার ব্যাঘাত জন্মে। ছাপাকরণের দ্বারা যে অনিষ্ট জন্মে তাহা ইঙ্গলণ্ড দেশে আইনের দ্বারাও অদ্যপর্য্যন্ত নিবারিত হইতে পারে নাই অথচ ইঙ্গলণ্ড দেশে যদি আইন কিছু কঠিন করা যায় তবে ছাপা কার্য্যের স্বচ্ছন্দতা একেবারে নিবৃত্ত হয় অতএব ছাপা কার্য্যের মধ্যে যে মহাপরাক্রম আছে ঐ পরাক্রম যাঁহারদের হস্তে থাকে কেবল তাঁহারদের সদ্বিবেচনার উপরেই আমারদের নির্ভর করিতে হইবে যে ছাপার ব্যাপারের দ্বারা কোন অনিষ্ট না ঘটে। যাঁহারা মুদ্রা যন্ত্রের দ্বারা আপনারদের মন্দাভিপ্রায় সিদ্ধ করিতে উদ্যোগ করেন তাঁহারাই ঐ ছাপা কর্ম্মের পরম শত্রু। যখন গবর্ণমেণ্টের নিয়মসকল স্বচ্ছন্দরূপে বিবেচিত হয় এবং সারল্য ও যাথার্থরূপে আন্দোলন হয় তখন মুদ্রাঙ্কিত পত্রাদির দ্বারা মহোপকার হইতে পারে কিন্তু যখন লোকেরা ইহা দেখে যে সরকারী কার্য্যে লিপ্ত না থাকিলেও তাঁহারদের আচার ব্যবহার বিষয়ে সম্বাদপত্রে তিরস্কার করা যায় তখন তাঁহারদের বেদনা জন্মে যেহেতুক পরহিতৈষিতা কর্ম্ম করা যাঁহারদের অভিপ্রায় থাকে এমত ব্যক্তিরা যখন দেখেন যে তাঁহারদের অতিবড় শত্রু আছে ঐ শত্রু গোপনে থাকিয়া তাঁহারদের অনিষ্ট করিতেছে অথচ তাহারদের শত্রুতাচরণের কারণ তাঁহারা জানিতে পারেন না এবং তাহারদের রাগ শান্তিকরণের কোন উপায় দেখেন না তখন সুতরাং তাঁহারা খেদিত হন কিন্তু যে যন্ত্রে অর্থাৎ ছাপার দ্বারা তাঁহারদের অনিষ্ট হয় তাহার প্রতি তাঁহারা সুতরাং হেয় জ্ঞান করিতে পারেন। তাঁহারা অবশ্য বোধ করিবেন যে এই সকল কটূকাটব্য কেবল শত্রুতা ও অকারণ ঈর্ষাপ্রযুক্ত এবং তাঁহারদের কর্ম্ম ও আচার ব্যবহার অত্যুত্তম হইলেও গ্লানি নিবারিত হইতে পারে না। এইরূপে ছাপা কর্ম্মের যে প্রকৃত পরাক্রম তাহা বিলুপ্ত হয় এবং পরিশেষে এমত ঘটনা ঘটে যে যে দূষণ যথার্থরূপে হইলে লোকের মান্য হইত এবং যদ্দ্বারা লোকের ভয় জন্মিত তাহা অকারণ হওয়াতে একেবারে হেয় হয় এবং অযথার্থ দূষণও তাহার সঙ্গে মিশ্রিত হওয়াতে তাহা একেবারে অকর্ম্মণ্য হয়। আপনারা লিখিয়াছেন যে রাজ্যের উপস্থিত বিঘ্ন দৃষ্টে যদ্যপি কখন মুদ্রাকরণের স্বচ্ছন্দতার অনুমতি কিঞ্চিৎকালের নিমিত্তও নিবৃত্তকরণের আবশ্যক হয় তবে কেবল আবশ্যকমতে ব্যবস্থাপক কৌন্সেল তাহা রহিত করিবেন এবং যাহাতে প্রত্যেক ব্যক্তি স্বকৃত মুদ্রাঙ্কিত বিষয়ের দায়ী থাকে কেবল তদ্রূপ চিরস্থায়ী কোন প্রতিবন্ধকতা করিবেন। আপনারদের এই অভিপ্রায়ে আমার সম্পূর্ণরূপ মতের ঐক্য আছে এবং আমার ভরসা আছে যে লোকের উপরে মুদ্রাযন্ত্রের দ্বারা কোন অনিষ্ট না ঘটে এনিমিত্ত যে সকল ব্যবস্থা কর্ত্তব্য তাহা সম্ভাবানুসারেই করা যায়।

আপনারদের এই ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছেন যে এই কল্পিত আইন সিদ্ধহওনপর্য্যন্ত আমি গবর্ণর্ জেনরলীপদে থাকি আমারও একপ্রকার তদ্রূপ বাঞ্ছা আছে তাহার দুই

কারণ প্রথম এই যে যে ব্যবস্থার দ্বারা ভারতবর্ষের ও মনুষ্যবর্গের মঙ্গলসম্ভাবনা তাঁহা সিদ্ধকরণের অংশী হইতে সুতরাং আমার ইচ্ছা আছেই। এবং ভারতবর্ষে অনেককালাবধি থাকিয়া এই আইন যে আমি নির্ভয়ে জারী করিতে পারি ইহার ঝুঁকি আমার উপরেই থাকে নূতন গবর্নর্ জেনরলের উপর না থাকে এমত আমার ইচ্ছা। পক্ষান্তরে আরো এক বিবেচনা আছে তাহাতে যে মহানুভব সাহেব গবর্নর জেনরলীপদ গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন তাঁহার উপরে এই আইন সম্পন্নকরণের ভার দেওয়া আমারও মানস। ইঙ্গলণ্ডদেশীয় মহানীতিজ্ঞ রাজকর্ম্মকারকেরা সকলই মুদ্রাযন্ত্রবিষয়ে যে নিয়ত সপক্ষ এমত আমার বিশ্বাস আছে এবং যিনি আসিতেছেন তিনি স্বচক্ষেই দেখিয়াছেন যে মুদ্রাযন্ত্রের বিষয়ে যে দেশে প্রতিবন্ধকতা আছে সেই দেশ অতিজঘন্যের মধ্যে গণ্য এবং যে দেশে মুদ্রাকরণবিষয়ে কোন বাধা নাই সেই দেশ অত্যুৎকৃষ্ট ইহা জানিয়া তিনি এই বিষয়ে অধিক সপক্ষই হইবেন। অতএব এতদ্দেশে পঁহুছিয়া যদ্যপি এই আইন সিদ্ধ করেন তবে যে সকল লোকের উপরে তিনি রাজশাসন করিবেন ইহার দ্বারা এককালীনই তাহারদের সঙ্গে ঐক্য হইবে। সি টি মেটকাপ। ২০ জুন ১৮৩৫।

(৮ আগষ্ট ১৮৩৫। ২৪ শ্রাবণ ১২৪২)

মুদ্রাযন্ত্রবিষয়ক আইন।—আমরা অত্যন্তাহ্লাদপূর্ব্বক পাঠক মহাশয়েরদিগকে জ্ঞাপন করিতেছি যে গত সোমবার ৩ আগস্ত তারিখে মুদ্রাযন্ত্রবিষয়ক নূতন আইন কৌন্সেলে জারী হইল এবং তদবধি মুদ্রাযন্ত্রের কার্য্যবিষয়ে আর কোন প্রতিবন্ধকতা নাই। এই সারল্যব্যাপার শ্রীলশ্রীযুত সর চার্লস মেটকাপ সাহেবের অনুগ্রহেতেই সম্পন্ন হইয়াছে এবং আমারদের ভরসা হয় যে এতদ্দেশীয় ও ইউরোপীয় মহাশয়েরা এই অতিশুভাবহ ব্যাপার সম্পাদনোপলক্ষে তাঁহাকে অতিপ্রশংসাসূচক এক পত্র প্রদান করিবেন। এই আইন ১৫ সেপ্তেম্বর তারিখঅবধি জারী হইবে। এই বিষয়ে কেহ২ আপনারদের ভয়ও জ্ঞাপন করিয়াছেন যে কি জানি শ্রীল শ্রীযুত লার্ড হেস্‌বরি সাহেব সমাগত হইয়া ঐ নূতন আইনের প্রতিবন্ধকতা বা করেন কিন্তু তদ্বিষয়ে আমারদের কিছু আশঙ্কা বোধ হয় না।

(২২ আগষ্ট ১৮৩৫। ৭ ভাদ্র ১২৪২)

মুদ্রাযন্ত্র মুক্তহওনের উপকার স্মরণার্থ বৈঠক।—শ্রীযুত সর চার্লস মেটকাপ সাহেব ও তাঁহার কৌন্সেলী সাহেবের দ্বারা ভারতবর্ষের মুদ্রাযন্ত্র মুক্তহওন উপকার যেরূপে চিরস্মরণীয় থাকে তাহা বিবেচনার্থ কলিকাতানিবাসি লোকেরদের গত বৃহস্পতিবারে টৌনহালে এক বৈঠক হয়। ঐ বৈঠকে অনেক কথার আন্দোলন হইয়া পরিশেষে প্রধান বিবেচিতবিষয়ে প্রায় সমাগত সকল ব্যক্তির মতের ঐক্য হইল। শ্রীযুত পার্কর সাহেব

এই প্রস্তাব করিলেন যে সাধারণ ব্যক্তির নামে এক চাঁদা হয় এবং ঐ চাঁদায় সংগৃহীত অর্থের দ্বারা পুস্তকের এক অট্টালিকা নির্ম্মাণ করা যায় এবং ঐ পুস্তাকালয়ের মেটকাপ পুস্তকালয় এই নাম থাকে। এই প্রস্তাবে বৈঠকে সমাগত সজ্জনসমূহের সন্তোষ জন্মিল ইহাতে আমারদেরও আহ্লাদ আছে যেহেতুক মুদ্রাযন্ত্র মুক্তকরণদ্বারা বিদ্যাবৃদ্ধির যে মহোপায় হইল ইহা চিরস্মরণার্থ বিদ্যার নানাপ্রকার পুস্তকালয় সংস্থাপন করা যেমন উচিত তেমন অন্য কোন কার্য্য বোধ হয় না যেহেতুক মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিবন্ধকতা করা এবং আকরস্থানে বিদ্যার স্রোত বন্ধ করা একই কথা।

ঐ বৈঠকে আরো এই স্থির করা গেল শ্রীলশ্রীযুক্ত সর চালর্স মেটকাপ সাহেবের নিকটে মুদ্রাযন্ত্র মুক্তকরণ বিষয়ে যে আবেদন অর্পণ করা গিয়াছিল তাহার উত্তর প্রস্তরে খোদিত করিয়া টৌনহালের মধ্যে স্থাপিত করা যায়। ইহাতেও আমারদের পরম সন্তোষ আছে। এবং আগামি ১৫ সেপ্তেম্বর তারিখে ঐ মুদ্রাযন্ত্র মুক্তিবিষয়ক ব্যবস্থা জারী হইবে অতএব ইচ্ছা হইলে যে কোনো সাহেবেরা ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া ভোজনাদি করিবেন এবং ঐ রাত্রিতে কলিকাতানগরের মধ্যে উত্তম রোসনাইকরণের প্রস্তাব হইয়াছে।

(২৯ আগষ্ট ১৮৩৫। ১৪ ভাদ্র ১২৪২)

নূতন মুদ্রা।—নূতন মুদ্রাবিষয়ক আইন আগামি মঙ্গলবার ১ সেপ্তেম্বর তারিখঅবধি জারী হইবে। ঐ তারিখের পর ১৮৩৫ সালের ১৭ আকট অর্থাৎ আইনে নির্দ্দিষ্ট মুদ্রা ব্যতিরেকে অন্য কোন প্রকার মুদ্রা কোম্পানি বাহাদুরের অধিকৃত দেশের মধ্যে প্রস্তুত হইবে না। অতএব এইক্ষণে ভারতবর্ষের তাবৎ স্থানের মধ্যে কেবল একই প্রকার মুদ্রা চলন হইবে। এবং যাহাতে প্রজা লোকের স্মরণ হইতে পারে যে এতদ্দেশে পূর্ব্বে জবনেরা রাজা ছিলেন এমত কোন প্রকার চিহ্ন ঐ মুদ্রাতে থাকিবে না।

(২৯ আগষ্ট ১৮৩৫। ১৪ ভাদ্র ১২৪২)

একাদিক্রমে জবনরাজ্যের চিহ্নসকল এতদ্দেশহইতে লুপ্ত হইয়া যাইতেছে। ফৌজদারী নূতন আইন করণবিষয়ে গবর্ণমেণ্ট ব্যবস্থাপক কৌন্সেলে যে উপদেশ দেন তাহা গত সপ্তাহের দর্পণে প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ আইন সমাপ্ত হইলে পর মোসলমানেরা শরা ৭০ বৎসরঅবধি ইঙ্গলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের অধীনে যে বলবৎ আছে তাহা একেবারে লুপ্ত হইয়া যাইবে ইহার পর মৌলবীকে আর জিজ্ঞাসা করিতে হইবে না যে অপরাধির কি দণ্ড করিতে হইবে কিন্তু অপরাধের বিবরণ ও বিষয় ভেদে কিপর্য্যন্ত দণ্ড দেওয়া যাইবে সে সমুদায় ঐ আইনের মধ্যে লিখিত থাকিবে।

এই সপ্তাহে আমরা প্রকাশ করিলাম যে অল্পকালের মধ্যে নূতন মুদ্রা চলিত হইবে এবং তাহাতে এমত আর কোন কথাটি থাকিবে না যে ইহা দিল্লীর জবন বাদশাহের মুদ্রা।

(১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৩ । ৬ ফাল্গুন ১২৩৯)

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ক্লেশমোচন।—এতন্মহানগরস্থ হিন্দুবর্গের শবসংস্কারক ব্রাহ্মণ ও মর্দ্দারকরাশ প্রভৃতিকর্ত্তৃক অধিক মূল্য গ্রহণজন্ত অত্যন্ত ক্লেশ ছিল তাহা সর্ব্বজনহিতৈষি পরমদয়ালু শ্রীযুক্ত ডেবিড মেকফার্লন সাহেব ও শ্রীযুক্ত কাপ্তান জে ষ্টিল সাহেবের দ্বারা উক্ত ক্লেশনিবারণহেতুক হিন্দুবর্গ মহাশয়েরা আগামি শনিবার ১৬ ফেব্রুয়ারি তারিখে বেলা তিন ঘণ্টার সময়ে পোলীসের ঘরে প্রশংসাপত্র দিবেন অতএব পাঠকগণকে স্থগোচর করা গেল ইহাতে শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুরপ্রভৃতি প্রায় তিন শত মনুষ্যের সহী আছে।—চন্দ্রিকা।

(৫ জানুয়ারি ১৮৩৯ । ২২ পৌষ ১২৪৫)

প্রয়াগে যাত্রিকের কর বারণ।—আমরা অতি প্রামাণিক ব্যক্তির স্থানে শুনিলাম যে শ্রীলশ্রীযুক্ত গবরনর জেনরল বাহাদুর আলাহাবাদস্থ সরকারী কর্ম্মকারকেরদের প্রতি এই আজ্ঞা দিয়াছেন যে প্রয়াগ স্নানার্থ বৎসরেং যে সকল যাত্রিরা যাত্রা করেন তাঁহারদের স্থানে এই বৎসরাবধি কোন কর লইবেন না। আমরা নিশ্চয় জানি যে এই সম্বাদ শ্রবণে দেশীং তাবৎলোক অতি সন্তুষ্ট হইবেন এবং তাঁহারা নিশ্চয়ই জানিবেন যে প্রজা লোকেরদের প্রতি গবর্ণমেণ্টের স্নেহের এই এক মুখ্য চিহ্ন হইল।

(৭ মার্চ্চ ১৮৪০ । ২৫ ফাল্গুন ১২৪৬)

যাত্রিরদের কর।—সম্প্রতি এক আইনের পাণ্ডুলেখ্য প্রকাশ হইয়াছে তাহাতে লেখে যে প্রয়াগে ও গয়াধামে ও শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে যে কর লওয়া যাইত তাহা একেবারে উঠিয়া গেল। পুরীর মন্দিরের কর্তৃত্ব ভার খোর্দার রাজার প্রতি অর্পণ হইল এবং তাঁহার প্রতি এই আইনের দ্বারা যাত্রিরদের স্থান হইতে বলপূর্ব্বক কিছুমাত্র লইতে নিষেধ হইল যাত্রিরা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক যাহা দিবেন তদ্ব্যতিরেকে আর কিছু গ্রহণ করিতে পারিবেন না। এই যে নিয়ম এইক্ষণে গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন তাহাতে বোধ করি তাবদ্দেশীয় লোকের পরম সন্তোষ জন্মিবে।

(২৫ মে ১৮৩৯ । ১২ জ্যৈষ্ঠ ১২৪৬)

বন্দুয়ানেরদের আহার।—কিয়ৎকাল হইল নানা কারাগারের শাসন বিষয়ে বিবেচনা করণার্থ ও তাহার স্থনিয়মের পরামর্শ দেওনার্থ কলিকাতায় গবর্ণমেণ্টকর্তৃক এক কমিটি স্থাপন হইল। তাহাতে কমিটির সাহেবেরা নানা সাক্ষ্য শুনিয়া এক রিপোর্ট প্রস্তুত করিলেন ঐ রিপোর্টে যে সকল পরামর্শ দেওয়া গিয়াছিল তাহা বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত গবরনর তাবৎ গ্রহণ করেন নাই কিন্তু শুনাগেল যে গবর্ণমেণ্ট উত্তরকালে প্রত্যেক কারাগারে প্রত্যেক বন্দুয়ানকে

একসের তণ্ডুল এক কাঁচ্চা তামাকু ও দেড় সের কাষ্ঠ দিতে নিশ্চয় করিয়াছেন এবং তাহারদিগকে এক পয়সা বা কোন প্রকারে জেহেলখানার মধ্যে কপর্দ্দক মাত্র যাইতে দিবেন না। তাবৎ বঙ্গদেশ ব্যাপিয়া এই হুকুম অতিশীঘ্র জারি হইবে।

(২৫ ডিসেম্বর ১৮৩০। ১১ পৌষ ১২৩৭)

লাটরীর কমিটী।—হরকরা পত্রে লেখেন যে লাটরী কমিটী রহিতকরণের আজ্ঞা শ্রীযুত কোর্ট আফ ডৈরক্তর্স সাহেবেরদের নিকটহইতে কলিকাতায় পহুঁছিয়াছে।

(১৩ আগষ্ট ১৮৩১। ২৯ শ্রাব ১২৩৮)

হিন্দুর পৈতৃকবিষয়ক ব্যবস্থা।—সম্বাদপত্রের দ্বার আমরা অবগত হইলাম যে সুপ্রিম কোর্টের সম্প্রতিকার এক মোকদ্দমায় সর চার্লস গ্রে সাহেব এমত এক বচন দিলেন যে পিতা আপনার পৈতৃক বিষয় স্বেচ্ছাক্রমে পুত্ত্রেরদিগকে অসমানরূপ বিভাগ করিয়া দিতে পারেন না। বোধ হয় যে শ্রীযুত চীফ্ জুষ্টিস সাহেব নীচে লিখিতব্য ডিক্রীর উপর নির্ভর রাখিয়া এই বচন দিলেন ১৮১৬ সালের যে মোকদ্দমায় ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ফরিয়াদী ও তাঁহার পিতা রামকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় আসামী সেই মোকদ্দমায় বঙ্গদেশীয় আপীলবিষয়ে সদর দেওয়ানী আদালতে ফম্বেল সাহেব ও হারিংটন সাহেব ডিক্রী করেন। এ মোকদ্দমার প্রস্তাবে শ্রীযুত মেকনাটন সাহেব ইহা কহেন যে ঐ ডিক্রীক্রমে এই আজ্ঞা হয় যে পিতা আপন পুত্ত্রেরদের মধ্যে স্বীয় পৈতৃক স্থাবর বিষয় অসমানাংশে বিলি করিলে তাহা বেআইনী ও বাতিল। উক্ত আছে যে শ্রীযুত সর চার্লস গ্রে সাহেব উক্ত মোকদ্দমায় পণ্ডিতরা যে ব্যবস্থা দিলেন তদৃষ্টে কহিয়াছেন যে পৈতৃকবিষয়ে হিন্দুরদের কেবল জীবনপর্য্যন্ত সম্পর্ক আছে এবং তাহা লইয়া তিনি যথেচ্ছাচার করিতে পারেন না। এবং হিন্দুরা উইল করিলে তাহা বেআইনী হয়।

এতদ্রূপ বচনেতে সকলেই ভীত হইয়াছেন যেহেতুক পিতা পুত্ত্রেরদিগকে এতদ্রূপে পৈতৃকবিষয় অসমানাংশরূপে বিভক্ত করিয়া দিতে অবশ্য পারেন ইহার উপর নির্ভর রাখিয়া ভূম্যাদির বিক্রয় ও হস্তান্তর চিরকাল হইয়া আসিতেছে এবং এতদ্রূপ বিভাগকরণ বহুকাল স্থাপিত ব্যবহার এবং অতিবিজ্ঞ স্মার্ত্ত পণ্ডিত ও আদালতের ডিক্রীদ্বারা মঞ্জুর হইয়াছে।

যে দুই পণ্ডিতের ব্যবস্থাতে সদর দেওয়ানী আদালতে ডিক্রী করেন তাঁহারদের নাম চতুর্ভুজ ন্যায়রত্ন ও সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী। অপর দৃষ্ট হয় যে ইহার পূর্ব্বে এক মোকদ্দমায় বিশেষতঃ যে মোকদ্দমায় রামকুমার ন্যায়বাচস্পতি ফরিয়াদী ও কৃষ্ণকিঙ্কর তর্কভূষণ আসামী সেই মোকদ্দমায় পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থার বিপরীত ব্যবস্থা উক্ত পণ্ডিতেরা দিয়া কহিয়াছিলেন যে

পিতা আপনার পৈতৃকবিষয় পুত্রেরদিগকে অসমানাংশরূপে দান করিতে পারেন। কিন্তু শেষোক্ত মোকদ্দমার রিপোর্ট হইতেং চতুর্ভুজ ন্যায়রত্নের লোকান্তর গমন হইল। পরে সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রিকে উক্ত ব্যবস্থার বৈপরীত্যবিষয়ে জিজ্ঞাসাকরাতে তিনি কহিলেন যে আমি প্রথম যে ব্যবস্থা দিয়াছিলাম সেই প্রকৃত শেষ অপ্রকৃত।

শ্রীযুত সর ফ্রান্সিস মেকনাটন সাহেব হিন্দুর ব্যবস্থার বিষয়ে যে গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন তন্মধ্যে লিখেন যে সদর দেওয়ানী আদালতের শেষোক্ত ব্যবস্থা অকিঞ্চিৎকর।

হিন্দুর ব্যবস্থার বিষয়ে কোলব্রোক সাহেব অতিপ্রামাণিক। ১৮১২ সালে মান্দ্রাজের চীফ জুষ্টিস শ্রীযুত সর তামস স্ট্রেঞ্জ সাহেব হিন্দুরদের উইলবিষয়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তাহাতে শ্রীযুত কোলব্রোক সাহেব এই উত্তর করিলেন যে বঙ্গদেশে হিন্দুব্যক্তিরা স্বোপার্জিত ধন যাদৃচ্ছিকমত দান করিতে পারেন কিন্তু পুত্র থাকিলে ইচ্ছামত পৈতৃকবিষয় দান করিতে পারেন না। তৎপরে ঐ সাহেবের নিকটে অপর এক পত্রে লেখেন যে আমার চুক হইয়াছিল পৈতৃকবিষয় অসমানাংশে বিভাগকরণ অর্থাৎ এক পুত্রকে অধিক অপরং পুত্রকে অল্প দেওয়া এমত দানপত্র পূর্ব্বে সদর দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীক্রমে সিদ্ধ হইয়াছিল এবং শুনা যায় যে স্বোপার্জিত ও পৈতৃকবিষয় ভোগকারি ব্যক্তির স্বেচ্ছাক্রমে বিভাগকরণসূচক অনেক উইল সুপ্রিম কোর্টে গ্রাহ্য হইয়াছে। তাহার কিঞ্চিৎ পরে ঐ পত্রে লেখেন যে বঙ্গদেশস্থ কোন হিন্দু আপনার পৈতৃক অথবা স্বোপার্জিত বিষয় উইল অথবা দানপত্রের দ্বারা স্বেচ্ছাক্রমে বিভাগ করিতে পারেন এবং যদ্যপি তাঁহার সম্পত্তির এতদ্রূপ স্বীয় পুত্র অথবা অপর কোন ব্যক্তিকে দান করা শাস্ত্রসিদ্ধ নয় তবে তাহা আদালতে গ্রাহ্য।

অতএব পূর্ব্বোক্ত উক্তিদ্বারা অনুমান হয় যে স্বেচ্ছাক্রমে পৈতৃকবিষয় কোন ব্যক্তির বিভাগকরা যদ্যপি বঙ্গদেশপ্রচলিত শাস্ত্রসিদ্ধ নয় তথাপি চিরতর ব্যবহারক্রমে তাহা সিদ্ধ হইয়া আসিতেছে এবং এতদ্রূপ সম্পত্তির হস্তান্তর করা সদর দেওয়ানী আদালত ও সুপ্রিম কোর্টে মঞ্জুর হইয়াছে। হিন্দুশাস্ত্রে বিজ্ঞতম শ্রীযুত কোলব্রোক সাহেব ও শ্রীযুত সর ফ্রান্সিস মেকনাটন সাহেব উভয়েই এই ব্যবহারের সপক্ষ কেবল সদর দেওয়ানী আদালতের এক ডিক্রী তাহার বিরুদ্ধ দৃষ্ট হইতেছে এবং ঐ ডিক্রীর বিষয়ে যে পণ্ডিতেরা ব্যবস্থা দিয়াছিলেন তাঁহারদের মধ্যে যিনি বিদ্যমান তিনি কহিলেন যে আমার ঐ ব্যবস্থা প্রকৃত নয়। পরিশেষে ইহাও জানিবেন যে পৈতৃক সম্পত্তি ভোগবান্ ব্যক্তির কর্জ্জ পরিশোধের নিমিত্ত নিত্য বিক্রয় হইতেছে কিন্তু যদি তাঁহার যাবজ্জীবনমাত্র ঐ বিষয়ে সম্পর্ক থাকিত তবে এতদ্রূপ হইতে পারিত না। অতএব যদি ভোগবান ব্যক্তি পৈতৃকবিষয় বন্ধক রাখিতে পারেন এবং তৎপরে আপনার কর্জ্জের পরিশোধের কারণ তাহা বিক্রয় করিতে অনুমতি দিতে পারেন তবে তিনি যে স্বেচ্ছাক্রমে আপনার পুত্রেরদের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিতে পারেন না এ বড় অসম্ভব।

(৫ ডিসেম্বর ১৮৩২ । ২১ অগ্রহায়ণ ১২৩৯)

জিলা চব্বিশপরগণা।—শ্রীযুত আনরবিল বৈসপ্রসীডেন্ট হজুর কৌন্সেলে গত ২০ নবেম্বরে এক আইন প্রকাশ করিয়া তাহাতে এই আজ্ঞা করেন যে কলিকাতার শহরতলী অর্থাৎ হাওয়ালি জিলা এবং চব্বিশপরগনা জিলা এই দুই জিলা স্বতন্ত্রের ন্যায় গণ্য হইবে না কিন্তু চিৎপুর ও মাণিকতলা ও ডাঙ্গীরহাট ও নয়হাজারি ও শালিকার থানা চব্বিশপরগনার শামিল হইবে এবং এইরূপে যে জিলা নিদ্দিষ্ট হইল তাহা উত্তর কালে চব্বিশপরগনা জিলা নামে খ্যাত হইবে।

(২৫ মে ১৮৩৩। ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৪০)

ঢাকা জালালপুর জিলা ঢাকা জিলার শামিল হইল।

(৯ জানুয়ারি ১৮৩৩। ২৭ পৌষ ১২৩৯)

শ্রীযুত দর্পণসম্পাদক মহাশয়েষু।—নিবেদনমিদং আসামদেশান্তর্গত বড়নগর, বড়পেটা, বগড়িবাড়ী, বাউশী, নগরবেড়া, নামক পাঁচ পরগনা যাহা পূর্ব্বে লোঅর আসামান্তঃপাতি ছিল সংপ্রতি বর্ত্তমান কমিশ্যনরসাহেবের আজ্ঞানুসারে জিলা রঙ্গপুরের মোকাম গোয়ালপাড়ার কালেক্টরসাহেবের অধিকারভুক্ত হইয়াছে···ইতি ২২ দিসেম্বর সন ১৮৩২। J. S. গুয়াহাটী আসাম।

সভা-সমিতি

(১৩ আগষ্ট ১৮৩১। ২৯ শ্রাবণ ১২৩৮)

বৈদ্য সমাজবিষয়।—গত ১৭ শ্রাবণের চন্দ্রিকায় বৈদ্য সমাজ স্থাপন সমাচার প্রচার হইয়াছে ঐ সুসম্বাদ প্রভাকর পত্রহইতে অত্রপত্রে অনুবাদ করা গিয়াছে মাত্র এক্ষণে তদ্বিষয়ে যাহা অবগত হইয়াছি তাহা অদ্য প্রকাশ করিলাম।

গত ১৬ শ্রাবণ রবিবার উক্ত সমাজের এক বৈঠক হয় তাহাতে অনেকানেক চিকিৎসক বৈদ্যদিগের সমাগম হইয়াছিল সম্পাদক বিশারদকর্তৃক সমাজের অভিপ্রায় ব্যক্ত হইল। সমাজের চিরস্থায়িত্বনিমিত্ত এবং অভিপ্রায়মত কর্ম্ম সর্ব্বদা সুসম্পন্নজন্য নিয়মপত্রের পাণ্ডুলেখ্য পাঠ হইবায় তদ্বিষয়ে যাঁহার যে বক্তব্য ছিল ব্যক্ত করিলেন। শুনিয়াছি শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন অনেক বক্তৃতা করিয়াছেন যদ্যপিও তিনি চিকিৎসক বৈদ্য নহেন কিন্তু তাঁহার নানাবিষয়ে বিজ্ঞতা আছে এজন্য সমাজ স্থাপনের রীতিনীতি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-বিষয়ে অনেক পরামর্শ প্রদানে সক্ষম। সমাজের অভিপ্রায় এই শুনিয়াছি যে এপ্রদেশে এক্ষণে অনেক জাতীয়েরা চিকিৎসা করিতেছেন তাহাতে তাঁহারদিগের অধিকার নাই যাহা হউক যাঁহার যে স্বেচ্ছা তদনুসারে কর্ম্ম করুন্ কিন্তু বৈদ্য চিকিৎসকদের উচিত

যে স্থানে রোগিকে অন্য জাতীয় চিকিৎসক ঔষধ দিবেন তথায় ইঁহারা হস্তার্পণ করিবেন না। এবং ঐ সমাজদ্বারা নানাবিধ ঔষধ প্রস্তুত হইবে ইহা বৈদ্যভিন্ন কোন জাতীয়কে বিক্রয় করিবেন না অপর কোন চিকিৎসক যদি কোন স্থানে কঠিন রোগের উপশান্ত্যর্থ তদ্বিবরণ লিখিয়া সমাজে জ্ঞাত করান্ তবে সমাজাধ্যক্ষ পণ্ডিত চিকিৎসকেরা যথাশাস্ত্র ঔষধাদির ব্যবস্থা লিখিয়া দিবেন যাহাতে সজাতির মানহানি না হয়। এবং যথাশাস্ত্র ঔষধাদিদ্বারা লোকসকল রোগহইতে মুক্তহইতে পারেন ইত্যাদি বিষয়ের বিশেষ চেষ্টা হইবে। সমাজের নিয়মাদির বিশেষ আমরা যাহা জ্ঞাত হইতে পারিব তাহাও পাঠকবর্গকে অবগত করাইতে বিলম্ব করিব না।

এই সমাজ বিষয়ে আমারদিগের কিঞ্চিৎ লেখা আবশ্যক এজন্য লিখি পাঠকবর্গ বিশেষ মনোযোগ করিবেন। চিকিৎসাবিষয়ের বিভ্রাটে ধন ধর্ম্ম জাতি প্রাণ নষ্ট হইতে পারে অর্থাৎ ইহকাল পরকালের কাল হয় ইহার পর আর কি কষ্ট আছে কেননা আমারদিগের শাস্ত্রে এমত নিষেধ আছে যে অন্য জাতীয়ের ঔষধ কদাচ সেবন করিবেক না যদ্যপি কেহ করে আর সেই রোগে মুক্ত হইতে না পারে অর্থাৎ তাহাতে মৃত্যু হয় তবে তাহার অপমৃত্যু অবশ্য স্বীকার্য্য এবং যে দ্রব্য আহার করা হিন্দুর নিষেধ আছে তাহা অন্য জাতীয়েরা ঔষধসহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইলে নিষিদ্ধ দ্রব্য আহারাদি দ্বারা ধর্ম্ম হানি হয় ইত্যাদি অনেক দোষ দর্শান যাইতে পারে। যদ্যপিও সামান্য এক বচন অনেকেই জ্ঞাত আছেন যথা। ঔষধার্থে সুরাং পিবেৎ ইত্যাদি কিন্তু ইহার তাৎপর্য্য এমত নহে যে পীড়া হইলে ব্রাণ্ডি কেলারট আদি মদ্য আনিয়া পান করিবেক ঐ বচনের তাৎপর্য্য এই বুঝা যায় ঔষধার্থে নিষিদ্ধ দ্রব্যও গ্রহণ করিতে পারে কিন্তু তাহা বৈদ্যেরাই ব্যবস্থা দিবেন তাঁহারা শাস্ত্রোক্ত ব্যতিরিক্ত কিছুই দেন না পণ্ডিত ব্যবসায়ি বৈদ্যভিন্ন অন্যের ঔষধ কোন মতেই গ্রাহ্য নহে ইহার প্রমাণাপেক্ষা করিতে হইবে না তথাচ কিঞ্চিৎ লিখি আমারদিগের দেশমান্য ধার্ম্মিক পণ্ডিত ব্রাহ্মণ বিজ্ঞ বিচক্ষণাগ্রগণ্য নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুরের নিকট সুগন্ধা গঠুর বৈদ্য তিলক রায় তিনি অতি মান্য হইয়াছিলেন তাহার কারণ তিনি বৈদ্যশাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং বিলক্ষণ ব্যবসায়ী রাজা তাঁহার গুণ বিশেষ বিবেচনা করিয়া বৈদ্য তিলক উপাধি প্রদান করেন্ কিন্তু তিনি কায়স্থ জাতি এজন্য মহারাজা তাঁহার স্বহস্ত প্রস্তুত ঔষধ সেবন করিতেন না বৈদ্যদিগের সহিত ঔষধের ব্যবস্থা বিবেচনা করাইতেন।

যদি কেহ এমত নহেন আমারদিগের দেশে এক্ষণে সুপণ্ডিত চিকিৎসক অত্যল্প পাওয়া যায় হাতুড়্যা বা পেতের বৈদ্যই অনেক তাঁহারদিগের দ্বারা চিকিৎসা করাইলেই প্রাণ সংশয়ের আশঙ্কা আছে অন্যজাতীয়ের চিকিৎসার ফল প্রত্যক্ষ দেখিয়া শ্রদ্ধা হইতেছে সুতরাং লোকেরদিগের তাহাতেই প্রবৃত্তি হয়। ইহা সত্য কথা কিন্তু এইক্ষণে মুসলমান হাকিম ও ইঙ্গরাজ ডাক্তরদিগের সমাদর দেখিতেছি বিশেষতঃ ডাক্তর সাহেবদিগের

মহামান কিন্তু দীন দুঃখি মধ্যবৃত্ত গৃহস্থদিগের চিকিৎসা ঐ হাতুড়িয়া বা পেতের বৈদ্যদ্বারাই হইতেছে বিশেষতঃ পল্লীগ্রাম মাত্রেই ডাক্তর সাহেবদিগের গমন হয় না অতএব তাঁহারদিগের চিকিৎসায় দেশের উপকার স্বীকার করা যায় না এ জন্য বিজ্ঞ বৈদ্যসকল ঐক্য হইয়া যে সমাজ স্থাপন করিয়াছেন ইহাতে দেশের মহোপকার সম্ভাবনা বটে প্রার্থনা ঐ সমাজ চিরস্থায়ী হউক। অপর প্রধান হিন্দু ধনবান্ মহাশয়দিগকে প্রকাশ্য পত্রে অনুরোধ করিতেছি এতদ্বিষয়ে যদ্যপি বৈদ্য মহাশয়েরা কোন সাহায্য প্রার্থনা করেন তাহাতে মনোযোগ করা উচিত হয় অর্থাৎ যাহাতে ঐ সমাজের উন্নতি হয় তাহার চেষ্টা করেন।

(১৭ ডিসেম্বর ১৮৩৬। ৪ পৌষ ১২৪৩)

শ্রীযুত জ্ঞানান্বেষণ সম্পাদকমহাশয়েষু।—এই রাজধানীর মধ্যে যে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পর বঙ্গভাষা প্রকাশিকানামক সভা হইয়া থাকে আমার বোধ হয় তাহা অবিদিত নাই পূর্ব্বে এই সভার লোক সংখ্যা যেরূপ ছিল আমি গত বৃহস্পতিবারে দেখিলাম তদপেক্ষা দশ গুণ বৃদ্ধি হইয়াছে ঐ রাত্রিতে প্রথমত কতিপয় সভ্যের আগমনান্তর শ্রীযুত বাবু কালীনাথ রায় ও শ্রীযুত বাবু রামলোচন ঘোষ এবং পূর্ণচন্দ্রোদয়সম্পাদক ও প্রভাকর সম্পাদকপ্রভৃতি অনেক ভদ্র লোক আসিলে পর সভার কার্য্যারম্ভ হইল অনন্তর সভাপতি শ্রীযুত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ বিবিধ বক্তৃতাপূর্ব্বক পূর্ব্ব সপ্তাহে স্থিরীকৃত প্রস্তাব সকলকে জ্ঞাপন করিলেন সে প্রস্তাব এই যে দুঃখহইতে সুখ জন্মে কি সুখহইতে দুঃখ উৎপন্ন হয় তাহাতে শ্রীযুত বাবু রামলোচন ঘোষ কহিলেন এই প্রশ্নের উত্তরে শেষ অদৃষ্ট পর্য্যন্ত মানিয়া ধর্ম্ম বিষয়ে বিচার করিতে হইবেক কিন্তু সভার দশম নিয়মে লিখিত আছে বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভাতে ধর্ম্মবিষয়ক বিচার হইবেক না অতএব আমার বোধ হয় এই প্রস্তাব ঘটিত বিচার না করিয়া নীতি এবং রাজকার্য্যাদি সংক্রান্ত বিষয় যাহাতে আমারদিগের ইষ্টানিষ্টের সম্পর্ক আছে তাহা বিবেচনা করিলে দেশের অনেক উপকার হইবেক ইহাতে শ্রীযুত বাবু কালীনাথ রায় ও শ্রীযুত বাবু মহেশচন্দ্র সিংহ পোষকতাবিষয় নানা দৃষ্টান্ত দর্শাইয়া যেরূপ বক্তৃতা করিলেন তাহা শ্রবণে সভাময় ধন্যবাদ ধ্বনি উপস্থিত হইল তৎপরে শ্রীযুত বাবু কালীনাথ রায় কহিলেন রাজসংক্রান্তাদি বিবিধ বিষয় যাহাতে দেশের অনিষ্ট হইতেছে তর্কদ্বারা স্থিরীকৃত হইলে এই সভাই তাহা নিবারণের চেষ্টা করেন অতএব এমত নিয়ম স্থির করা যায় যে রাজদ্বারে আবেদন বা অন্য উপায় যাহাতে দেশের অনিষ্ট নিবারণ হয় বঙ্গভাষা প্রকাশিকা মনোযোগপূর্ব্বক তাহা করিবেন ইহাতে সকল সভ্য ঐ বাবুকে ধন্যবাদপূর্ব্বক স্ব২ সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন অনন্তর সভা সম্পাদক শ্রীযুত দুর্গাপ্রসাদ তর্কপঞ্চানন পূর্ব্বস্থিরীকৃত নিয়মাদি পাঠ করিয়া ঐ নিয়ম পুস্তকে লিখিলেন।

পরে শ্রীযুত বাবু রামলোচন ঘোষ কহিলেন ইঙ্গলণ্ডীয় লোকেরদের সভাতে সভ্যেরা চৌকীতে উপবিষ্ট এবং মধ্যস্থলে টেবিল রাখিয়া থাকেন আর সভ্যেরা

গাত্রোত্থানপূর্ব্বক বক্তৃতা করেন তবে এসভাতে সেরূপকরণের বাধা কি ইহাতে শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্রোদয়সম্পাদকের সহিত অনেক তর্ক বিতর্কের পর সকল সভ্যেরাই স্থির করিলেন চৌকীতে উপবিষ্ট হইয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক বক্তৃতা করিতে হইবেক ইহাতে সভাপতি কহিলেন এই সভার আরম্ভ মাত্র হইয়াছে কিঞ্চিৎধন সঞ্চিত নাই এবং সভাতে উপস্থিত ব্যক্তিরদিগের মধ্যে অনেকে নির্দ্ধন তবে ইহার ব্যয় নির্ব্বাহ কিরূপে হইবেক তাহাতে শ্রীযুত বাবু কালীনাথ রায় ও শ্রীযুত বাবু প্যারিমোহন বসু ও শ্রীযুত বাবু মহেশচন্দ্র সিংহ অতি সন্বকৃতাপূর্ব্বক ব্যক্ত করিলেন ব্যয় সাধ্য কার্য্যের ভার ধনি লোকেরাই গ্রহণ করিবেন ইহার পরে অনেক বিষয়ে বহুসভ্যের বক্তৃতার পর শ্রীযুত বাবু রামলোচন ঘোষ কহিলেন সংপ্রতি শাসনকর্ত্তারা নিষ্কর ভূমির কর স্থাপন আরম্ভ করিয়াছেন অতএব আগামি সভার বিবেচনার্থ এই প্রশ্ন স্থির করা যায় যে রাজকর্তৃক নিষ্কর ভূমির কর গ্রহণ উচিত কি না তাহাতে শ্রীযুত বাবু কালীনাথ রায়ের ও সভাপতির পোষকতানুসারে সকল সভ্যই সম্মত হইলেন এবং সভার নিয়মানুসারে চারি ব্যক্তির প্রতি উত্তর লিখনের ভারার্পণ হইল অনন্তর দশ ঘণ্টা রাত্রির পর সভা ভঙ্গ করিলেন।—জ্ঞানান্বেষণ।

(৭ জানুয়ারি ১৮৩৭ । ২৫ পৌষ ১২৪৩)

গত রবিবারে বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভার অন্তঃপাতি সভাতে সভ্যেরা যাহা করিয়াছেন তাহার সবিশেষ বিবরণ আমরা পাইয়াছি ঐ সভার প্রতিজ্ঞাসকল অত্যুত্তম ও অবশ্য প্রকাশ্য এবং এতদ্দেশস্থ লোকেরদের বিশেষ বিবেচ্য হয় অতএব আমরা তাহা প্রকাশ করিলাম। বাঙ্গালির মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি যাঁহারা গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মেতে লিপ্ত আছেন অথবা নিষ্করভূমির করগ্রহণে যাঁহারা ইষ্টসিদ্ধি জ্ঞান করেন তাঁহারাই বলেন গবর্ণমেণ্ট নিষ্করভূমির করগ্রহণকরত উচিত কার্য্য করিতেছেন নতুবা এতদ্দেশীয় সর্ব্বসাধারণ লোকেরাই কহেন রাজারা এ বিষয়ে অন্যায় করিতেছেন কিন্তু দেশস্থ লোকেরদের উচিত হয় না গবর্ণমেণ্ট অন্যায় করিতেছেন জানিয়া মৌনাবলম্বনে থাকেন অতএব বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা এই বিষয়ের কোন সদুপায়করণার্থ সকলকে নিমন্ত্রণ করিবেন এইক্ষণে আমরা প্রার্থনা করি দেশস্থ সমস্ত মহাশয়েরা তাহাতে অনুৎসাহ প্রকাশ না করেন।

গত রবিবার বেলা দুই প্রহর এক ঘণ্টা কালে বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সমাজের এক অন্তঃপাতি সভা হইয়াছিল তাহাতে শ্রীযুত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ শ্রীযুত দুর্গাপ্রসাদ তর্কপঞ্চানন শ্রীযুত কালীনাথ রায় শ্রীযুত রামলোচন ঘোষ শ্রীযুত পেয়ারীমোহন বসু শ্রীযুত মহেশচন্দ্র সিংহ শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত শ্রীযুত তারকনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুত ভোলানাথ বসুইত্যাদি বহুব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। প্রথমতঃ সভাপতি প্রস্তাব করিলেন রাজারা নিষ্কর ভূমির করগ্রহণ আরম্ভ করিলেন অতএব এতদ্দেশীয় চারি পাঁচ সহস্র লোকের নাম স্বাক্ষরপূর্ব্বক রাজদ্বারে এই বিষয়ের এক দরখাস্ত করা উচিত কি না এই বিষয় বিবেচনার্থ

অদ্য সভা হইয়াছে ইহাতে অনেক বাদানুবাদের পর স্থির হইল কলিকাতা ও তচ্চতুর্দিগস্থ এতদ্দেশীয় সর্ব্বসাধারণ লোকসকলকে জ্ঞাত করা যায় যে তাঁহারা এক দিবস কোন স্বতন্ত্র স্থানে সভা করিয়া এই বিষয় বিবেচনা করিবেন এবং সকলকে জ্ঞাপনজন্য এক অনুষ্ঠানপত্রও লিখিত হইল এই অনুষ্ঠানপত্র ছাপিয়া সর্ব্বত্র প্রেরণ করিবেন এবং তাহাতে হিন্দু মোসলমান সাধারণ সকলের নাম স্বাক্ষর হইলে সভার স্থান ও দিন স্থির করিয়া সমাচারপত্রে বিজ্ঞাপন দিবেন।

অনুষ্ঠানপত্র।

বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা সাধারণকে জ্ঞাত করিতেছেন রাজকর্তৃক নিষ্কর ভূমির করগ্রহণের যে মহান্ উদ্যোগ হইতেছে ইহাতে সমূহ লোকের অনিষ্টসম্ভাবনা অতএব তন্নিবারণার্থ কোন বিশেষ সদুপায় চেষ্টাকরণকারণ দেশস্থ শিষ্ট বিশিষ্ট মান্যাগ্রগণ্য মহাশয়দিগের কোন স্থানবিশেষে একত্র হইয়া পরামর্শ করা উচিত।

এতদ্দেশোপকারকবিষয়ে উৎসাহি মহাশয়েরা এই স্বাক্ষর পুস্তকে স্বং নাম স্বাক্ষর করিলে পশ্চাৎ একত্রহওনের দিন ও স্থানের নিরূপণপূর্ব্বক বিজ্ঞাপন করা যাইবেক।—জ্ঞানান্বেষণ।

এই প্রসঙ্গে ১৮৫২ সনের ২রা মার্চ্চ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকর' হইতে নিম্নোদ্ধৃত অংশে বাঙালীর রাষ্ট্রচেতনার পরিচয় পাওয়া যাইবে :—

ঐক্যমতে সভা স্থাপনা পূর্ব্বক স্বদেশের সৌভাগ্যের বিষয় বিবেচনা করণের প্রথা এখানে অতি বিরল, সতী রীতি নিবারণ মূলক আইনপত্র প্রকাশ হইলে হিন্দুরা ঐক্যমতে যে এক ধর্ম্মসভা করিয়াছিলেন তাহাতে একতা বন্ধন হওয়া দূরে থাকুক বরঞ্চ তাহার উচ্ছেদ হইয়াছে, ঐ সভার কল্যাণেই দলাদলির চলাচলি কাণ্ড এই বঙ্গরাজ্যে উপস্থিত হইয়া পিতাপুত্রের বিচ্ছেদ ঘটাইয়াছে, জাতিমারণ, বিষ্ণুস্মরণ, গোময় ভক্ষণ, ব্রাহ্মণের বৃত্তিচ্ছেদ প্রভৃতি বিবিধ প্রকার অনিষ্টের সূচনা হইয়াছে, ধর্ম্মসভার পরে রাজকীয় বিষয়ের বিবেচনা জন্য অপর যে একটা সভা হইয়াছিল তন্মধ্যে বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভাকে প্রথমা বলিতে হইবেক, ঐ সভায় মৃত মহাত্মা রায় কালীনাথ চৌধুরী, বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর, মুন্সিআমীর প্রভৃতি অনেক ব্যক্তিরা রাজকীয় বিষয়ের বিবেচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, নিষ্কর ভূমির কর গ্রহণ বিষয়ক প্রস্তাবের অতি সুচারু বিচার হয়, জিলা নদীয়ার বর্ত্তমান প্রধান সদর আমীন শ্রীযুত রায় রামলোচন ঘোষ বাহাদুর গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইয়া অনেক প্রকার বিতর্ক উপস্থিত করিলে মহাশয়ের প্রভাকর পত্রে তাহার সুচারু বিচার হইয়াছিল ঐ সময়ে সম্বাদ ভাস্কর পত্রের জন্মগ্রহণও হয় নাই, কিন্তু কেবল একতার অভাবে ঐ সভার উচ্ছেদ হইয়াছে, রায় কালীনাথ চৌধুরী প্রভৃতি মহাশয়েরা ব্রহ্মসভা পক্ষে থাকাতে ধর্ম্মসভার লোকেরা তাহাতে সংযুক্ত হয়েন নাই, বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভার পতন কারণ স্মরণ হইলে আমারদিগের অন্তঃকরণে কেবল আক্ষেপ তরঙ্গ বৃদ্ধি হয়, ঐ সভার পরে মৃত মহাত্মা বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের বিশেষ প্রযত্নে ভূম্যধিকারি সভা নামে অপর এক সভা স্থাপিত হয়, সেস্থ মহাশয়েরা যদি অনেক প্রকার সৎকর্ম্ম সাধনের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন তাহার সহিত

গবর্ণমেণ্টের পত্রাদি লেখা চলিয়াছিল, দশ বিঘা পর্য্যন্ত ব্রহ্মত্র ছাড় দিবার নিয়ম ঐ সভার উদ্যোগেই হইয়াছে, তথাচ তাহা স্থায়ি হয় নাই, দ্বারকানাথ বাবুর গতনেই সভার পতন হইয়াছে।

বিজ্ঞ সম্পাদক মহাশয় আপনি উদ্যোগী হইয়া দেশ হিতৈষিণী সভা নামে এক সভা করিয়াছিলেন ঐ সভায় সমুদয় বাঙ্গালা পত্র সম্পাদকদিগের সংযোগ হইয়াছিল, যোড়াসাঁকের ৺কমল বসুর বাটীতে যে কয়েকবার তাহার প্রকাশ্য সভা হয়, সেই সকল বারেই সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য লোকেরা আগমন করিয়াছিলেন, নিয়মাদি নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, কিন্তু কি আক্ষেপ ঐ সভার দ্বারা এমত কোন কার্য্য হয় নাই যদ্দারা তাহা আমারদিগের স্মরণীয় হইতে পারে, তদনন্তর ইয়ং বাঙ্গাল মতাবলম্বিদিগের দ্বারা বাঙ্গাল ব্রিটিস ইণ্ডিয়া সভা স্থাপিত হয়, মান্তবর মেং জর্জ তামসন সাহেব এখানে আসিয়া ঐ সভায় কয়েকদিবস বক্তৃতা করিয়া মহা ধুমধাম করিয়াছিলেন, বাঙ্গাল স্পেক্টেটর নামে ঐ সভার মত পোষক একখানা পত্র প্রকাশ হইয়াছিল, সাধারণের সাহায্য ও সংযোগ বিরহে তাহাও স্থায়ি হইল না, ইতিপূর্ব্বে বাগবাজার নিবাসি মৃত বাবু কাশীনাথ বসু ভূম্যধিকারী সভার পুনর্জ্জীবন দানে দৃঢ় সংকল্প করিয়া যে উদযোগ করিয়াছিলেন তাহার শুভ চিহ্নের মধ্যে বসু বাবু রাজদত্ত আশাসোঁটা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন অন্য উপকার কিছুই দর্শে নাই, এইরূপ এতদ্দেশীয় লোকেরা রাজকীয় বিষয়ের বিবেচনা জন্য যে কয়েকটা সভার অনুষ্ঠান করিয়াছেন একতা ও যত্নের অভাবে তত্তাবতেরই পতন হইয়াছে, রাজকীয় বিষয়ের চিন্তা করা যদ্যপি এতদ্দেশীয় লোকেরা অতি কর্ত্তব্য বিবেচনা করিতেন এবং তাহার প্রতি তাঁহারদিগের মনোযোগ থাকিত তবে ঐ সকল সভার পতন না হইয়া বরং তাহার স্থায়িত্ব হওয়া সম্ভব হইত।...”

(১৪ অক্টোবর ১৮৩৭। ২৯ আশ্বিন ১২৪৪)

নূতন সমাজ।—কথিত আছে যে দেওয়ান শ্রীযুক্ত রামকমল সেন এক নূতন সমাজ স্থাপন করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন তাহার অভিপ্রায় যে নিষ্কর ভূম্যধিকারিদিগের পক্ষে এবং রাজকীয় কর্ম্মে বঙ্গভাষা চলনহওন বিষয়ে এক আবেদন পত্র ইঙ্গলণ্ড দেশে প্রেরণ করেন।

(১৮ নবেম্বর ১৮৩৭ । ৪ অগ্রহায়ণ ১২৪৪)

জমিদারেরদের সমাজ।—রিফর্ম্মর পত্রে লেখে যে আমরা পরমাহ্লাদপূর্ব্বক জ্ঞাপন করিতেছি গত শুক্রবার অপরাহ্ণ চারি ঘণ্টাসময়ে ভূম্যধিকারি ব্যক্তিরদের সমাজ স্থাপনের ঔচিত্যানৌচিত্য বিবেচনার্থ কলিকাতা ও তৎসন্নিহিতস্থানীয় প্রধান২ জমিদারেরদের হিন্দুকালেজে প্রথম বৈঠক হয়। সমাজের অভিপ্রায় এই যে চেম্বর অব কমার্স অর্থাৎ বাণিজ্য সমাজের দ্বারা যেমন বাণিজ্য বিষয় রক্ষা পাইতেছে তদ্রূপ এই সমাজের দ্বারা দেশীয় ভূমি সম্পর্ক বিষয়সকল রক্ষা পায় ও উন্নত হয়। অপর এই বিষয়ে ঐ বৈঠকে অনেক কথোপকথন হইয়া এই প্রকরণের নানা বিষয় উত্থাপিত হইল এবং নিষ্করভূমি বাজেয়াপ্তের যে ব্যাপার হইতেছে তদ্বিষয়েও বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক এই স্থির হইল যে ভূমিসম্পর্কীয় ব্যক্তিরদের উচিত যে তাঁহারা সমুদায়ে ঐক্যবাক্য হইয়া যথাসাধ্য উপায়ের দ্বারা উচিতমতে আপনারদের বিষয় রক্ষা করেন। পরে এই সমাজের এক

পাণ্ডুলেখ্য ও বিধিসকল নির্ব্বন্ধকরণার্থ ক্ষণেকের নিমিত্ত এক কমিটি স্থাপন করেন অর্থাৎ শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর এবং শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন এবং শ্রীযুত বাবু ভবানীচরণ মিত্র ও শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর। এই কমিটি মহাশয়েরদিগকে কেবল এই উপদেশ জ্ঞাপন করা গেল যে সমাজের বিধান প্রস্তুতকরণসময়ে ইহা স্মরণ করিবেন যে এই সমাজ জাতি কি দেশ কি বর্ণ কিছু বিভেদ না করিয়া সর্ব্বপ্রকার লোকের নিমিত্ত স্থাপন হইল অতএব তাহার বহির্ভূত কেহই থাকিবেন না। এই সমাজের এমত সাধারণ নিয়ম হইবে যে তদ্দ্বারা সর্ব্বপ্রকার ব্যক্তিই তাহাতে প্রবিষ্ট হইতে পারেন। এবং দেশের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি ভূমি সম্পর্কীয় হন তিনি স্বচ্ছন্দে ঐ সমাজের অন্তঃপাতী হইতে পারেন। এই কমিটির কার্য্য সমাপন হইলে পর ঐ সকল বিধির বিবেচনার্থ ও সমাজ স্থাপনার্থ সাধারণ এক বৈঠক হইবে।

(১৬ জুন ১৮৩৮। ৩ আষাঢ় ১২৪৫)

আমরা গত সপ্তাহে প্রকাশ করিয়াছি যে শ্রীযুক্ত বাবু রাধাকৃষ্ণ মিত্রপ্রভৃতি কর্ত্তৃক সর্ব্বসাধারণের হিতোপদেশক এক নূতন সভা সংস্থাপিত হইবে ইহাতে প্রভাকর লেখেন যে সম্ভাবিত নূতন সভার অধ্যক্ষ মহাশয়রা মহাজাত্যভিমানী ইঁহারা যে দলাদলি ব্যতিরেকে সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থ সভা স্থাপন করিবেন ইহা জ্ঞানান্বেষণ সম্পাদক কদাচ মনেও স্থান দান দেন না ইত্যাদি ইহাতে আমরা বলি যে উক্ত বাবুরা নূতন সভা সংস্থাপনার্থ যখন যত্ন পাইতেছেন তখন এই সভা উত্তমতা ও সর্ব্বসাধারণের হিতকারিণী হইবে আর এইক্ষণে পূর্ব্ব পূর্ব্বাপেক্ষা ভারতবর্ষে উত্তরোত্তর ॥ সর্ব্বসাধারণের মহোপকারার্থ উত্তম২ সভাপ্রভৃতি হইতেছে আর মনুষ্যগণও উত্তরোত্তর উত্তম২ সভা ও জ্ঞানি ও পর হিতে রত হইতেছেন অতএব যে এই নূতন সভায় দলাদলি ও জাতি প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি প্রসঙ্গ হইবে এমত বোধ আমারদিগের কদাচ হয় না বরং অনুমান করি যে কেবল সাধারণের উপকার জনিকা হইবে কিন্তু ভাবি বিষয়ে প্রভাকর নিশ্চয় করিয়া বলেন যে কেবল দলাদলির নিমিত্তই সভা হইবে ইহা অন্যায় অতএব তাঁহার কথা আমরা গ্রাহ্য করি না। এই সভায় এমত উপদেশ দেওয়া যাইবে যে যাহাতে সর্ব্বসাধারণের উপকার হইবে কারণ অধ্যক্ষগণ অতি সুসভ্য আর দৃষ্টও হইতেছে ক্রমশ উত্তমতাই পাইতেছে।

স্বাস্থ্য

(২১ নবেম্বর ১৮৩৫। ৭ অগ্রহায়ণ ১২৪২)

ভগবানগোলায় মহামারী। [হরকরার পত্রপ্রেরক হইতে] সংপ্রতি এপ্রদেশে অতিশয় মারক হইয়াছে রোদন বিলাপাদিব্যতীত অন্য শব্দ কোন স্থলে কদাচিৎ শুনা যায় এইক্ষণে সময় ভাল হইতেছে বটে কিন্তু মরকের কিছু ন্যূনতা হয় নাই

বঙ্গপ্রদেশে এই অত্যন্ত পীড়ার সময় এইক্ষণে প্রায় সকল স্থানেই জরপীড়ার প্রাদুর্ভাব হয় বিশেষতঃ ভগবানগোলার সর্ব্বস্থানে ঐ পীড়া এমত সাঙ্ঘাতিক ভয়ানক যে তাহা হইলে রোগী পাঁচ দিনের অধিক রক্ষা পায় না এ বৎসরের জরের ধারাই এইরূপ হইয়াছে বাঙ্গালি কবিরাজেরা তাহার কিছুই করিতে পারে না প্রথমে অপাক হইয়া পরে জর প্রকাশ পায় কিন্তু কম্প হয় না বাঙ্গালি কবিরাজেরা জোলাপ না দিয়া কোষ্ঠ শুদ্ধির নিমিত্ত হরিতালঘটিত বটিকা দেয় তাহাতে জরের দমন হয় বটে কিন্তু শারীরিক পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুর্ব্বল করে এবং তাহাতে জর ত্যাগ হয় না রোগিরা বাহিরে জরের উপশম দেখিয়া লোভপ্রযুক্ত যাহা মনে লয় তাহাই খায় তাহাতে সুতরাং পুনরায় পীড়িত হইয়া মারা পড়ে অতএব বাঙ্গালিরা ইঙ্গরেজী বৈদ্যশাস্ত্রানুসারে চিকিৎসায় সুশিক্ষিত না হইলে এ বিষয়ে ভারতবর্ষের উত্তম উপকার হইবেক না।— জ্ঞানান্বেষণ।

(২৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৮। ১৪ ফাল্গুন ১২৪৪)

কলিকাতায় বসন্তরোগের অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে এই জনরব শুনিয়া টীকা দেওনের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত ডাক্তর ষ্টয়ার্ট সাহেব কোন২ সম্বাদপত্র সম্পাদকের নিকটে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহার চুম্বক আমরা প্রকাশ করিলাম। এবং তদ্দৃষ্টে আহ্লাদিত হইলাম যে গত ১২ মাসের মধ্যে এতদ্দেশীয় ৩১৯০ জনকে টীকা দেওয়া গিয়াছে এই সংখ্যা পূর্ব্ববৎসরাপেক্ষা তিন ভাগের এক ভাগ অধিক। ডাক্তর ষ্টয়ার্ট সাহেব লেখেন অদ্য পূর্ব্বাহ্নে আপনকার সম্বাদপত্রে পাঠ করিলাম যে কলিকাতায় বসন্তরোগের অতি প্রাদুর্ভাব হইয়াছে অতএব বক্তব্য যে এই বিষয়ে আমি বিলক্ষণ অনুসন্ধান করাতে শ্রীযুত কাপ্তান বর্চ সাহেবের দ্বারা জ্ঞাত হইলাম যে অন্যান্য বৎসরে এই রোগ যত হয় এই বৎসরে তাহার অধিক নহে। এক দিনের রিপোর্টে লেখে ঐ রোগী ১৭৮ ব্যক্তি ছিল তাহার মধ্যে এক জনও মারা যায় নাই এবং বড় বাজারে কিম্বা কোন প্রধান থানার এলাকায় ঐ রোগ দৃষ্ট হয় নাই কেবল শহরতলিতে দেখা যায় এবং যদ্যপি আমরা অনেক ব্যয় ও আয়াসের দ্বারা টীকা দেওনব্যবহার দেশীয় টীকা দেওনব্যবহারাপেক্ষা স্বাস্থ্যজনক করিতে উদ্যোগ করি তথাপি বোধ হয় যে দেশীয় বহুতর টীকাদায়কেরা বসন্তরোগ নগরের মধ্যে প্রবেশ করায়।

(২১ এপ্রিল ১৮৩৮। ১০ বৈশাখ ১২৪৫)

ওলাউঠা।— ১৪।১৫।১৬ আপ্রেল তারিখে কলিকাতায় ওলাউঠা রোগে যত লোক মারা পড়ে তাহার এক ফর্দ্দ পাইয়া নীচে প্রকাশ করিতেছি বিশেষত ১৪ তারিখে ২৬ জন তন্মধ্যে ১৬ হিন্দু ১০ মোসলমান। ১৫ তারিখে ৪৬ জন তন্মধ্যে ৩৫ হিন্দু ১১ মোসলমান। ১৬ তারিখে ৫২ জন তন্মধ্যে ৩৭ হিন্দু ১৫ মোসলমান।

(১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৭। ১ ফাল্গুন ১২৪৩)

ইঙ্গরেজী টিকা।—শ্রীযুত ডাক্তর ষ্টয়ার্ট সাহেব কহিয়াছেন যে কলিকাতা ব্যাপিয়া ইঙ্গরেজী টিকা ব্যবহারের বাহুল্যকরণার্থ শহরের প্রত্যেক সীমাতে একং নির্দ্দিষ্ট স্থান প্রস্তুতকরণের প্রস্তাব করিবেন এবং তিনি প্রত্যেক স্থানে ও স্বীয় বাটীতে স্বয়ং গমনপূর্ব্বক সপ্তাহের মধ্যে দুইং দিন ঐ ব্যাপারের তত্ত্বাবধারণ করিবেন।

(১ জুলাই ১৮৩৭। ১৯ আষাঢ় ১২৪৪)

বৰ্দ্ধমান।—অসহ্য গ্রীষ্মপ্রযুক্ত সংপ্রতি বৰ্দ্ধমানে ওলাউঠা রোগে অনেকের প্রাণাত্যয় হইতেছে। প্রতিদিন ৩০।৪০ জন করিয়া মরিতেছে। যেহেতুক ১৮ তারিখপর্য্যন্ত বৃষ্টিমাত্র না হওয়াতে নানা স্থানীয় লোকেরদের দিবাভাগে অত্যন্ত গ্রীষ্মপ্রযুক্ত কর্ম্ম করিতে না পারাতে রজনীযোগে পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল।

(২১ মার্চ ১৮৪০। ৯ চৈত্র ১২৪৬)

ওলাউঠা।—প্রায় দুই মাসাবধি কলিকাতা ও তন্নিকটবৰ্ত্তি প্রদেশে ওলাউঠা রোগেতে অনেকের মৃত্যু হইয়াছে। রাজধানীস্থ এতদ্দেশীয় লোকেরদের মধ্যে ঐ রোগোপলক্ষে মৃত ব্যক্তির সংখ্যা পোলীসের রিপোর্ট হইতে নিম্নভাগে প্রকাশ করা যাইতেছে। বিশেষতঃ

সন ১৮৩৮

মাস	হিন্দু	মুসলমান
জানুআরি	৬১	১৫
ফেব্রুআরি	৭৪	৩৬
মার্চ	৬৫৭	২২৬
আপ্রেল	১২৬৭	১৩০
মে	৬৬০	৫৮
জুন	১২২	১৩
জুলাই	৪৩	১১
আগষ্ট	৬৭	৮
সেপ্তেম্বর	১৫০	১১
অক্তোবর	৩৯	১৬
নবেম্বর	৫৬	২০
দিসেম্বর	১২৬	২৪
	৩৩২২	৫৬৮

সম্ভ্রান্ত লোক

(১৯ জুন ১৮৩০। ৬ আষাঢ় ১২৩৭)

[কালীনাথ] রায় চৌধুরীর জ্ঞাতি ও সপিণ্ডের মধ্যে প্রায় একশত জনেরো অধিক মান্য বিশিষ্ট জমীদার ছিলেন ও আছেন তিনশত বৎসর হইল তাঁহারদের মধ্যে দুই জন জমীদার আপনারদের সৌশীল্য ক্রমে মুসলমান বাদশাহকর্তৃক রাজত্বপদ প্রাপ্ত হন কিন্তু ঐ উপরে উক্ত দুই জন রাজা ইউরোপীয় সাহেবেরদের মুনশিগিরি কি সরকারগিরি কর্ম্মের দ্বারা কি উৎকোচ প্রদানেতে ঐ মহাপদপ্রাপ্ত হন নাই। বিশেষতঃ ঐ রায় চৌধুরীর পূর্ব্ব পুরুষ প্রতাপাদিত্যনামক এক জন বঙ্গদেশের পূর্ব্বদিক্স্থপ্রদেশে স্বাধীনস্বরূপে রাজত্ব করেন। এবং আকবরশাহা তাঁহাকে দমনকরণার্থে যে সেনাপতি প্রভৃতিকে প্রেরণ করেন তাহারদিগকে বহুকালপর্য্যন্ত যুদ্ধকরণের দ্বারা নিবারিত করেন…।

(৩০ অক্টোবর ১৮৩০। ১৫ কার্ত্তিক ১২৩৭)

খেদজনক মৃত্যু।—এতন্নগরের বহুবাজার নিবাসি ৺ হৃদয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র বাবু পার্ব্বতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় গত ৭ কার্ত্তিক শুক্রবার সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে ওলাউঠা রোগোপলক্ষে পরলোক গমন করিয়াছেন ইহার মৃত্যু সম্বাদে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি যেহেতু তাঁহার বয়ঃক্রম অনুমান ৪০ বৎসরের অধিক নহে অতি সুশীল সুপুরুষ ধার্ম্মিক বিচক্ষণ সাধ্যানুসারে সদাচারে ব্রাহ্মণ্যানুষ্ঠানে দৈব পিত্র্যাদি কর্ম্মে ত্রুটি ছিল না অপর বিষয়-কর্ম্মেও তৎপর ছিলেন তৎপ্রমাণ অনেকেই জ্ঞাত আছেন তথাচ কিঞ্চিৎ লিখি পিতৃদত্ত বিষয় জমীদারীপ্রভৃতি প্রাপ্ত হইয়া তাহা বিলক্ষণরূপে সুশাসনপূর্ব্বক রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া তাহার বৃদ্ধি করিয়াছেন এবং শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের তরফ আফীনের কর্ম্মের দেওয়ান ছিলেন তাহাতে যশস্বী হইয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তৎপদ পরিত্যাগ করেন পরন্তু গত বৎসর সুপ্রিম কোর্টে সরিফ দপ্তরের মুচ্ছদ্দি পদে অভিষিক্ত হইয়া মৃত দিবসের পূর্ব্বদিবসপর্য্যন্ত তৎকর্ম্ম ধারামত সুসম্পন্ন করিয়াছেন হায় হায় কি খেদের বিষয় বৃহস্পতিবার দিবসে সন্ধ্যাপর্য্যন্ত দপ্তরখানায় কর্ম্ম করিয়া গৃহে গমন করিলেন সন্ধ্যার পর মহাবল পরাক্রম দুর্দ্দান্ত দুরাত্মা উলাউঠার সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে স্বজন বন্ধুবান্ধবগণের সহিত আর সাক্ষাৎ হইল না অপর শুনিয়াছি এই ওলাউঠা পূর্ব্বে বন্দ্যোপাধ্যায় বাবুর আর দুই সহোদরকে সংহার করিয়াছে খেদের বিষয় অধিক কি লিখিব পার্ব্বতী বাবুকে যিনি জ্ঞাত আছেন তিনি বিশেষ খেদিত হইবেন যাহা হউক শুনিয়াছি অত্যাশ্চর্য্যরূপে গঙ্গালাভ হইয়াছে অর্থাৎ অন্তর্জলি-পর্য্যন্ত দিব্য জ্ঞান ছিল ইতি।

(৪ জুন ১৮৩১। ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৮)

বাবু রাঘবরাম গোস্বামির মৃত্যু।—গত ২৮ মে শ্রীরামপুর নগরের শ্রীযুত বাবু রঘুরাম গোস্বামির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বাবু রাঘবরাম গোস্বামির ৺ প্রাপ্তি হইয়াছে।

(১৯ নবেম্বর ১৮৩১। ৫ অগ্রহায়ণ ১২৩৮)

গত মঙ্গল বাসরীয় তিমিরনাশক পত্রে তৎপত্র সম্পাদক মহাশয় লেখেন যে পাথুরিয়াঘাটা নিবাসি ৺ বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুত রাজনারায়ণ মুখোপাধ্যায় সংবাদ সুধাকরনামক এক অধর্ম্মপত্রের অংশিদার হইয়াছেন যেহেতু তিনি শ্রীশ্রী ৺ জগদ্ধাত্রী পূজার ব্যবস্থাপত্র উক্ত পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন তদ্বিষয়ে অস্মদাদির বক্তব্য যাহা তাহা প্রকাশ করিতেছি পাঠক মহাশয়েরা বিবেচনা করুণ যে এইক্ষণে কালের কিরূপ বিপরীত গতি হইয়াছে। তিমিরনাশক পত্র দৃষ্টে কিছু আমরা বিশ্বাস করি নাই যে রাজনারায়ণ মুখো বিধর্ম্মপত্রের এক জন প্রধান অংশী এ বিষয়ে আমরা বিশেষ অনুসন্ধানদ্বারা জ্ঞাত হইলাম যে তিনি উক্ত পত্রের সাহায্যকারী এতৎপ্রযুক্ত অত্যন্ত আশ্চর্য্যহইতে হইল যেহেতু মুখোপাধ্যায় মহাশয় অতিধার্ম্মিক ও বড় বৈষ্ণব এবং মৎস্যইত্যাদি আহার করেন না ও স্বহস্তে পাক করিয়া ভোজন করেন এবং ময়রাকৃত ও ভৃত্যআনীত মিষ্টান্নসকল গ্রহণ করেন না এবং সতত হরিনামের মালা ধারণ করিয়া ইষ্টদেবতার নাম স্মরণ করেন এবং ঐ মহাশয় তুলসী মাহাত্ম্যবিষয়ক এক গ্রন্থ নানাপুরাণের প্রমাণ সংগ্রহদ্বারা রচনা করিয়াছেন এবং অতিশয় ধর্ম্মতৎপর ও ধর্ম্মকর্ম্মের মর্ম্মী হইয়া যে কুপথাবলম্বি সম্পাদকের সহকারী হইবেন ইহা স্বপ্নের অগোচর কিন্তু এইক্ষণে চমৎকার বোধ হইল যে পরমেশ্বর কাহার কখন কিরূপ গতি মতি প্রদান করেন কেননা যিনি অধর্ম্মের নাম শ্রবণে খড়্গ হস্ত হইয়া উঠেন তিনি এককালে কালের গুণে অধর্ম্মে অঙ্গ সমর্পণ করিয়াছেন হায় কাল মাহাত্ম্য দেখ দেখি ঐ সুধাকরপত্রে আদ্যাবধি অদ্যপর্য্যন্ত কেবল ধর্ম্মের দ্বেষ কুলীনের নিন্দা ও হিন্দুর অশ্রাব্য যে সব বিষয় তাহাই কেবল উদিত হইতেছে ইহা দেশ বিদেশীয় মহাশয়েরদের বিলক্ষণরূপে সুগোচর আছে। ইহা দেখে শুনে ও লোক নিন্দা শ্রবণে শ্রবণেও যে মুখুজ্জ্যে বাবু প্রেম বাবুর প্রেম সাগরে গড়াগড়ি যাইতেছেন। ... ... সং প্রং।

(২০ জুলাই ১৮৩৯। ৫ শ্রাবণ ১২৩৬)

অতি বিলপনীয় ঘটনা।—হিন্দু কালেজের সেক্রেটরী অথচ এক বাণিজ্য কুঠীর মহাজন অতি সম্ভ্রান্ত শ্রীযুত বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের ষোড়শবর্ষ বয়স্ক ভগবান নামক পুত্র গত শনিবার অপরাহ্ণে যোড়াবাগানে গরাদি রহিত দোতালা বাটীর ছাদোপরি ঘুড়ী উড়াইতে২ পতত অত্যন্তাঘাতী হইয়া গত সোমবারে দেহ ত্যাগ করিয়াছেন।

(১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২। ৩০ মাঘ ১২৩৮)

কাজীওলকোজ্জাতের মৃত্যু।—কলিকাতার সদর দেওয়ানী আদালতে কাজীওলকোজ্জাত অর্থাৎ প্রধান মহম্মদীয় দায় ও সাহস ব্যবস্থাপকের পদে বর্দ্ধমান জিলার চৌধরিয়া

গ্রামনিবাসি কাজী সএদ হামেদওল্লা সাহেব নিযুক্ত ছিলেন সংপ্রতি আমরা অত্যন্ত দুঃখসহ প্রকাশ করিতেছি যে সংপ্রতি কাজী হামেদল্লা সাহেব আপন দেশে গিয়া পরলোকগমন করিয়াছেন অনেক দিবসহইতে ইনি পীড়িত ছিলেন এবং সংপ্রতি বায়ু সেবনার্থ দেশে গমন করিয়াছিলেন ইহাঁর বয়ঃক্রম অধিক হইয়াছিল এবং রাজকর্ম্ম নিষ্পন্ন করিবার জন্ত অধিক ক্লেশও স্বীকার করিতে পারিতেন না অথচ কর্ম্মসমাধা-বিষয়ে কোন ত্রুটি হইত না ইনি সদর দেওয়ানীতে অনেককালাবধি মুফ্‌তী ছিলেন এবং মৌলবী বাশেদের মৃত্যুর পর কাজীওলকোজ্জাতের পদ প্রাপ্ত হন।

(১৯ মে ১৮৩২। ৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৯)

…লার্ড ক্লাইব সাহেবের দেওয়ান মহারাজ নবকৃষ্ণ তেঁহ নবাব সেরাজদ্দৌলার সহিত যুদ্ধে উদ্যোগী স্থবাজাতের বন্দোবস্তের কর্ত্তা তাঁহার দ্বারা কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের যে উপকার হইয়াছিল এবং তাহাতে তেঁহ যেপ্রকার প্রতিপন্ন হইয়া সরফরাজ হইয়াছিলেন সে সুখ্যাতি সর্ব্ব দেশ বিখ্যাত কৌন্সেলে তাহার লিপি আছে। গবর্নর্ বেন্সীডর [Vansittart] সাহেবের দেওয়ান রামচরণ রায়। গবর্নর্ বেরন্স [Verelst] সাহেবের দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষাল গবর্নর্ হেষ্টিং সাহেবের দেওয়ান কান্ত বাবু রায়রায়া রাজা গুরুদাস পরে মহারাজ রাজবল্লভ। এবং খালিসার দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ইহাঁরা সকলে বিশ্বস্তরূপে সরকারের কর্ম্ম সুশৃংখলে করিয়া সুখ্যাতাপন্ন হইয়াছেন কোনপ্রকারে কাহার অপযশ হয় নাই।—সং চং।

(১৬ সেপ্টেম্বর ১৮৩৭। ১ আশ্বিন ১২৪৪)

শ্রীযুত দর্পণসম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।—কলিকাতা রাজধানীর দক্ষিণ খিদিরপুর-নামক গ্রাম যথায় ৺ দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষাল মহাশয়ের বাসস্থান যাঁহার পুণ্য কীর্ত্তি খ্যাতি প্রতিপত্তি এবং দাতৃত্বাদি যাহা অদ্যাবধি সংসারে ঘোষণা আছে। তাঁহার নানাস্থানে ৺ দেব দেবী স্থাপনা প্রভৃতি বিবিধ কীর্ত্তি আছে তাহার সেবার সংস্থান তত্তৎস্থানেই নিরূপণ আছে। এইক্ষণঅবধি সে সকল সেবার হানি হয় নাই কিন্তু তাঁহার স্বীয় ভবনে অর্থাৎ খিদিরপুরের বাটীতে ৺ লক্ষ্মীনারায়ণ জিউ ঠাকুর আছেন তাঁহার সেবার বাহুল্যতা এবং দেবোত্তর ভূম্যাদি উপযুক্তমত রাখিয়া দেওয়ানজির পরলোক হয় তদবধি তদ্রূপ সেবা চলিতেছিল। পরে তাঁহার পত্নী ৺ রাজেশ্বরী দেবী ও তাঁহার পুত্রের জামাতা ৺ তারাকিঙ্কর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের লোকান্তর হওনাবধি ৺দেওয়ানজি মহাশয়ের সমুদায় বিষয়ের কর্তৃত্ব শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র ও শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত নবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের হওয়াতে ৺ লক্ষ্মীনারায়ণ জিউর সেবা অতিসামান্তরূপ রাখিয়া দেবোত্তর বিষয়ের সমুদায় উপস্বত্ব আপনারা গ্রহণপূর্ব্বক আত্ম পরিবারের সেবায় রত হইয়া চিরকালের অতিথি সেবা এবং দীনদুঃখি ও অনাহূত ব্রাহ্মণপ্রভৃতি যাঁহারা ঐ ঠাকুরের প্রসাদের প্রত্যাশি তাঁহারদিগের

প্রত্যাশা এক কালীন রহিত করিয়াছেন। যদ্যপিও এতদ্বিষয়ে আমারদিগের বক্তব্যের প্রয়োজন রাখে না তথাচ ঐ প্রত্যাশাপন্ন ব্যক্তিদিগের ক্লেশ সহিষ্ণুতা না করিতে পারাতে সুতরাং এ বিষয় প্রকাশ করিতে হইয়াছে। অতএব সম্পাদক মহাশয় অনুগ্রহপুরঃসর এতদ্বিষয়ে আপনকার সম্বকৃতা যাহা থাকে তৎসম্বলিত প্রকাশ করিলে বোধ করি চব্বিশ পরগনার শ্রীযুক্ত কালেকটর সাহেবের কর্ণগোচর অবশ্য হইতে পারিবেক এবং তাঁহার মনোযোগে এ বিষয়ের বিশেষ তত্ত্বাবধারণদ্বারা শ্রীশ্রী৺ জিউর সেবার পারিপাট্য হইয়া উপরিউক্ত ক্ষুধিত ব্যক্তিসকল অবাধে উদর পোষণ করিয়া শ্রীযুক্ত কালেকটর সাহেবকে নিরন্তর আশীর্ব্বাদ করিতে নিযুক্ত থাকে। এই সম্বাদ যদ্যপি অন্যান্য সম্পাদক মহাশয়রা অনুগ্রহপূর্ব্বক স্বীয় প্রকাশ্য পত্রে অঙ্কিত করিয়া প্রকাশ করেন তবে অবশ্য এ অত্যাচার রহিত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় সেবা চলিতে পারিবেক। কেষাঞ্চিৎ খিদিরপুরনিবাসি জনানাং।

(২০ এপ্রিল ১৮৩৯। ৮ বৈশাখ ১২৪৬)

শ্রীযুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।—জিলে ভুলুয়া পরগনে অম্বরাবাদ সাকিম রসিদপুর বঙ্গদেশ নিবাসিন শ্রীভৈরবচন্দ্র দেব শর্ম্মণো বিনয় পুর্ব্বক নিবেদন যেতৎ পরগনে সন্দিপের জমিদার দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষালের পরগণা মজকুরের ন্যায়বতি কর্ম্মে আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর শম্ভুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রবর্ত্ত হইয়াছিলেন পরে সন ১২৩৩ সন বাঙ্গলায় ঐ জমিদারির মধ্যে মৌজে চরনিলক্ষীতে চট্টগ্রাম বাসি শ্রীমতি হাড়ি বিবির লোকের সঙ্গে জমিদারের মগশলি লোকের সঙ্গে এক দাঙ্গা হইয়া একজন লোক মৃত হইয়াছিলো তাহাতে জিলা মজকুরের জজ সাহেব আমার পিতা শ্রীরামমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে দওরার তজবিজে অন্য দাঙ্গাকারক লোকের সঙ্গে সর্ফর্দ করিয়াছিলো…।

(১৮ আগষ্ট ১৮৩২। ৪ ভাদ্র ১২৩৯)

…বারাসতনিবাসি পাটনা অঞ্চলের প্রধান জমীদার ৺ দেওয়ান রামসুন্দর মিত্র মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুত রায় প্রাণকৃষ্ণ মিত্রজ মহাশয় অল্পদিন হইল পাটনাহইতে আসিয়াছেন এবং শ্রীযুত দেওয়ান রামলোচন ঘোষ মহাশয় যিনি বহুকাল পাটনার জজের আপীলে সিরিশ্তাদারি কর্ম্মে ছিলেন এই ক্ষণে সদর বোর্ড রেবিনিউর সিরিশ্তাদারি কর্ম্মে আছেন তথা নদীয়া চাকলানিবাসি ৺ দেওয়ান কালীপ্রসাদ সিংহ মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুত বাবু গোবিন্দদাস সিংহ মহাশয় অনেক দিন পাটনার আফীন এজেন্টী যোতালকে প্রধান২ কর্ম্ম করিয়া আসিয়াছেন এই তিন ব্যক্তি কলিকাতা নগরে উপস্থিত আছেন …।

(১ সেপ্টেম্বর ১৮৩২। ১৮ ভাদ্র ১২৩৯)

বর্দ্ধমানের নৃপতির লোকান্তর।—বর্দ্ধমানের ভূম্যধিকারি মহারাজাধিরাজ তেজশ্চন্দ্র বাহাদুর প্রায় সত্তরি বৎসরবয়স্ক হইয়া ১২৩৯ সালের ২ ভাদ্র বৃহস্পতিবার দিবা দুই প্রহর

চারি দণ্ডকালে পরলোকগমন করিয়াছেন মৃত্যুর তিন চারি দিন পূর্ব্বে বৰ্দ্ধমানের রাজবাটী পরিত্যাগ করিয়া পরিবারসহিত অম্বিকার রাজবাটীতে গমন করিয়াছিলেন তিন দিবস গঙ্গাবাসান্তে পরলোক হয় মহারাজের লোকান্তর হইবার তিন চারি মাস অগ্রে তাঁহার উরুদেশে এক বৃহৎ ক্ষত হইয়াছিল এবং মাস্যবধি স্বল্প জরও হইত আর আমাশয়ের ব্যামোহও ছিল মহারাজ আপন চিকিৎসা করাইতে কোনকালেই ব্যগ্র হন নাই কলিকাতাহইতে চিকিৎসাজন্য শ্রীযুত ডাক্তর গ্রাণ্ট সাহেব শ্রীযুত ডাক্তর গ্রেহম সাহেব এবং শ্রীযুত ডাক্তর জেকসন সাহেব বৰ্দ্ধমানে গমন করিয়াছিলেন কিন্তু নিয়মমতে চিকিৎসা কাহার দ্বারা হয় নাই মহারাজের ঔরসজাত সন্তান সন্ততি নাই মহারাজের প্রথম পুত্র মহারাজাধিরাজ প্রতাপচন্দ্র বাহাদুর ১২২৭ সালের পৌষ মাসে উক্ত অম্বিকার রাজবাটীতে পরলোকগমন করিয়াছেন যদিও তৎকালে তাঁহার উনত্রিংশ বৎসর কএক মাস বয়ঃক্রম হইয়াছিল যথার্থ বটে কিন্তু তাঁহার পুত্রাদি কেহ থাকেন নাই তাঁহার কেবল দুই রাণী আছেন এবং তাঁহারা এপর্য্যন্ত বৰ্দ্ধমানের রাজবাটীমধ্যে মাসিক বেতনগ্রহণে কালহরণ করিতেছেন যদিও মহারাজ আপন প্রধান পুত্রের দেহত্যাগপরে মহারাণী উজ্জ্বলকুমারীকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার গর্ভে দুই কি তিন সন্তান জন্মিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহারা সকলে অত্যল্প দিনেই পঞ্চত্ব পাইয়াছেন বরং তাঁহারদের জননীও লোকান্তর প্রাপ্তা হইয়াছেন। অতঃপরে মহারাজ শ্রীমতী মহারাণী বসন্তকুমারীকে বিবাহ করিলেন এবং তাঁহার ভ্রাতাকে দত্তকপুত্র গ্রহণ করিলেন এবং সেই দত্তকপুত্রের শ্রীযুত কুমার মহাতাপচন্দ্র বাহাদুর নামকরণ হইল কিন্তু মহারাণী বসন্তকুমারীর গর্ভেও সন্তান সন্ততি হইলেন না।

এক্ষণে তাঁহার রাণীর মধ্যে কেবল প্রধান রাণী শ্রীশ্রীমতী মহারাণী কমলকুমারী এবং শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বসন্তকুমারী জীবদ্দশায় আছেন কুমার মহাতাপচন্দ্র বাহাদুরের বয়ঃক্রম ত্রয়োদশ অথবা চতুর্দ্দশ বৎসর হইবেক তিনি এক্ষণে পাঠশালায় আছেন যখন মহারাজ তাঁহাকে দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন তখন এইরূপ সঙ্কল্প ছিল যে শ্রীমতী মহারাণী বসন্তকুমারীর গর্ভে সন্তান জন্মিলে ইনি কতক মুদ্রা এবং জমীদারীর মধ্যে কেবল এক লাট প্রাপ্ত হইবেন নচেৎ ইঁহারই সমুদয় হইবেক।

আমরা সামান্যতঃ শুনিয়াছি যে মহারাজের অত্যন্ত ব্যামোহ হওয়াপর্য্যন্ত কোন উইল করেন নাই অথচ তাহা কৰ্ত্তব্য ছিল এইনিমিত্ত তত্রাকার শ্রীযুত জজসাহেব ইহার বৃত্তান্ত কৌন্সেলে জ্ঞাত করাইয়াছিলেন সেখানকার মেম্বরেরদের অনুমতি হইবাতে উইল-দ্বারা শ্রীশ্রীমতী মহারাণী কমলকুমারী তাঁহার ওসী অর্থাৎ নিয়ামক এবং তাঁহার ভ্রাতা শ্রীযুত দেওয়ান প্রাণচন্দ্র বাবু সরবরাহকার অর্থাৎ প্রধান কৰ্ম্মকৰ্ত্তারূপে নিযুক্ত হইয়াছেন।

অপর২ রাজকর্ম্ম নির্ব্বাহবিষয়ে আমরা অন্য কোন সম্বাদ এপর্য্যন্ত পাই নাই। মহারাজ দীর্ঘকালপর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছেন ইঁহার তুল্য ধনশালিজন এ রাজ্যে দৃশ্য হয় নাই

মহারাজের অন্য২ গুণ সকলেরই নিকট ব্যক্ত আছে সুতরাং তাহার পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই কিন্তু আমরা অম্লানমুখে কহিতেছি যে স্ত্রীদাহের রীতি পুনরায় স্থাপন হয় এতাদৃক প্রার্থনাপত্রে সাক্ষর ও আনুকূল্যতা করিতে কলিকাতার অনেকে তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন কিন্তু মহারাজ তাহা অকর্ত্তব্য জানিয়া অত্যন্ত হেয় করিয়াছিলেন।—কৌমুদী।

(১৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৭। ৮ ফাল্গুন ১২৪৩)

শ্রীযুত মহারাজাধিরাজ প্রতাপচন্দ্র বাহাদুর।—শ্রীযুত জ্ঞানান্বেষণ সম্পাদক মহাশয়েষু।—শ্রীযুত মহারাজের হুগলির কারামুক্তি অবধি কলিকাতাতে আগমনপর্য্যন্ত বার্ত্তা আমি গত সপ্তাহে প্রকাশ করিয়াছি অতএব তাহার পরের সম্বাদ এইক্ষণে পাঠকবর্গের গোচর করি প্রতিবৎসর বারুণীর সময়ে অগ্রদ্বীপের গোপীনাথকে দর্শনার্থ লোকেরদের যেরূপ মেলা হইয়া থাকে এতদ্দেশীয় লোকেরা তাহা বিশিষ্টরূপ জানেন অতএব দৃষ্টান্ত স্বরূপ কহিতেছি শ্রীযুত মহারাজ প্রতাপচন্দ্র বাহাদুরকে দর্শনার্থ কলিকাতাবাসি ধনাঢ্য শ্রীযুত বাবু রাধাকৃষ্ণ বসাক মহাশয়ের বাটীতেও প্রতি দিবস সেইরূপ মেলা আরম্ভ হইয়াছে।…

শোভাবাজারনিবাসি অতিবিখ্যাত চতুর্ভুজ ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্যের পুত্র শ্রীযুত কান্তিচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রথম সন্দর্শনেতেই শ্রীযুত রাজা বাহাদুরকে চিনিতে পারিয়া বিস্তর খেদ প্রকাশ করিলেন এবং শ্রীযুত গঙ্গানারায়ণ লস্কর যিনি পাঁচালি গান দ্বারা এতদ্দেশীয় লোকেরদের মধ্যে বিখ্যাত ঐ ব্যক্তি আসিবামাত্রই শ্রীযুত মহারাজ কহিলেন কহ লস্কর তুমি যে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্থূলকায় হইয়াছ তাহাতে লস্কর বাবু মহাপুরুষকে শ্রীযুত মহারাজ প্রতাপচন্দ্র বাহাদুর জানিয়া পূর্ব্বরীত্যনুসারে উত্তর করিলেন।…জ্ঞানান্বেষণ।

(৪ মার্চ্চ ১৮৩৭। ২২ ফাল্গুন ১২৪৩)

শ্রীযুত মহারাজাধিরাজ প্রতাপচন্দ্র বাহাদুর।—শ্রীযুত জ্ঞানান্বেষণ সম্পাদক মহাশয়েষু।—এইক্ষণে কলিকাতার মধ্যে মহারাজ প্রতাপচন্দ্রের প্রসঙ্গই সর্ব্বত্র শুনা যাইতেছে…। ত্রিবেণী নিবাসি অতি বিখ্যাত জগন্নাথ তর্ক পঞ্চানন ভট্টাচার্য্যের প্রপৌত্র শ্রীযুত হরদেব তর্কালঙ্কারপ্রভৃতি অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত যাঁহারা শ্রীযুতের নিকট পূর্ব্বে দান-গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারদিগের একেবারে বিশ্বাস হইয়াছে অপর চন্দ্রিকা সম্পাদক ভবানী-চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সাক্ষাৎ করিয়া স্বীয় পত্রে লিখিয়াছেন আমরা নিঃসন্দিগ্ধ হইয়া নিঃশঙ্কে পাঠকবর্গের সন্দেহ ভঞ্জনার্থ শ্রীযুত মহারাজাধিরাজের বৃত্তান্ত প্রকাশ করিতেছি পাঠকবর্গের স্মরণে আছে রাজাধিরাজের আগমনাবধি আমরা মধ্যে২ সংবাদ প্রকাশ করিয়া থাকি কিন্তু গত তাবৎকাগজে সন্দিগ্ধ রাজা বলিয়া লিখিয়াছি তাহার কারণ আমারদিগের সন্দেহ দূর হয় নাই এইক্ষণে সন্দেহ ভঞ্জন হইয়াছে ঐ সম্পাদক মহাশয় বিশ্বাসের কারণ এই কহেন

শ্রীযুত বাবু দেবনারায়ণ দেবের সাক্ষাতে শ্রীযুত মহারাজকে কম্পটন সাহেবের বাগান ক্রয় এবং বিচর সাহেবের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার ছিল এই সকল জিজ্ঞাসা করিবাতে মহারাজ উত্তর করিলেন কম্পটন সাহেবের বাগান ক্রয় করণার্থ দেখিতে গিয়া ছিলেন আর সওদাগর বিচর সাহেব তাঁহার নিকট এক লক্ষ টাকা ধার করেন এবং যে সাহেব তাহাতে জামীন ছিলেন তিনি একজন প্রধান কর্ম্মকারক তাঁহার নামও কহিলেন।... জ্ঞানান্বেষণ।

জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন সম্বন্ধে প্রামাণ্য কথা যাঁহারা জানিতে ইচ্ছুক তাঁহাদিগকে ১৩৩৭ সালের আষাঢ় সংখ্যা 'প্রবাসী' পত্রে প্রকাশিত (পৃ. ৩৬০-৬৫) আমার "পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন" প্রবন্ধ পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

(১৮ আগষ্ট ১৮৩৮। ৩ ভাদ্র ১২৪৫)

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী শ্রীযুত হোণ্ট মেকেঞ্জি সাহেব বরাবরেষু।— আমারদের নিবেদন যে আপনারা নিতান্ত অনুগ্রহপূর্ব্বক আমারদিগের দরখাস্ত শ্রীলশ্রীযুক্ত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে সমাবেদন করেন।

আমারদের ৺প্রাপ্ত স্বামী মহারাজা প্রতাপচন্দ্র বর্দ্ধমানের মহারাজ ৺তেজশ্চন্দ্র বাহাদুরের পুত্র বাঙ্গালা ১২২২ সালের ২৭ পৌষে ৺প্রাপ্ত হন এবং আমারদিগকে অর্থাৎ দুই বিধবাকে হিন্দুর ধর্ম্ম শাস্ত্রীয় ব্যবস্থানুসারে স্থাবরাস্থাবর তাবদ্বিষয়ে উত্তরাধিকারিণী রাখিয়া যান। আমারদের ৺প্রাপ্ত স্বামির জীবদ্দশায় অতিবৃহৎ জমীদারী ছিল তাহা কতক তাঁহার পিতামহীর দত্ত কতক তাঁহার পিতার দত্ত কতক তিনি স্বয়ং ক্রয় করেন। আমারদের ৺প্রাপ্ত স্বামির মৃত্যুর ৭ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার পিতা বৃদ্ধ হওয়াতে আপনার পৈতৃক ও স্বোপার্জ্জিত তাবদ্বিষয় দান পত্রের দ্বারা প্রতাপচন্দ্রকে দিয়াছিলেন এবং তাহা দেওয়ানী ও কালেকটরী আদালতে রেজিষ্টরী করিয়া দেন কিন্তু যুগধর্ম্মপ্রযুক্ত আমারদের স্বামী জমীদারী বিষয়ে কএক বৎসরাবধি তাদৃশ মনোযোগ না করণেতে ঐ জমীদারী বৃদ্ধ রাজা আপনার জিম্মায় রাখিলেন পৃথিবীর মধ্যে ঐ পিতাই তাঁহার মিত্র ও নিকট কুটুম্ব তথাপি প্রতাপচন্দ্র ঐ সকল ভূম্যধিকারের স্বামিত্বপ্রযুক্ত তাহার বার্ষিক উপস্বত্ব পাইতেন।

পরন্তু তাঁহার মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্ব্বে আমারদের ৺প্রাপ্ত স্বামী পূর্ব্ববৎ ঐ সকল জমীদারীর খরচ বাদে উপস্বত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন কেবল নহে জমীদারীর তাবদ্ব্যাপার তিনি স্বয়ং নির্ব্বাহ করিতেন এবং ঐ ব্যাপার নির্ব্বাহার্থ দেওয়ানী ও কালেকটরীর কাছারীতে উপস্থিত হইতেন এবং তাঁহার ঐ অধিকারের মধ্যে যে কোন ব্যাপার হইত তাহাতে রাজস্ব সম্পর্কীয় ও দেওয়ানী সম্পর্কীয় কর্ম্মকর্ত্তারা তাঁহাকেই তাহার দায়ী জ্ঞান করিতেন ইহার সাবুদের নিমিত্ত আমারদের দলীল দস্তাবেজ ও প্রচুর সাক্ষী আছে তদ্দ্বারা ইহা স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে আমারদের ৺ প্রাপ্ত স্বামির মৃত্যুর পূর্ব্ব অনেক কাল ঐ তাবৎ জমীদারীর তিনি একাই অধিকারী ও দখলীকার ছিলেন।

বৰ্দ্ধমানের জজ ও মাজিস্ত্রেট শ্রীযুত জে আর হচিনসন সাহেব এবং ঐ জিলার তৎকালীন রেজিষ্টর শ্রীযুত এডমণ্ড মল্যোনি সাহেব এবং ঐ জিলার কালেকটর শ্রীযুত আনরবল এলিয়ট সাহেব এবং চিকিৎসক শ্রীযুত ডাক্তর কৌটর সাহেব ও বৰ্দ্ধমানস্থ যুক্ত সম্পর্কীয় তাবদ্ব্যক্তি ইহার প্রত্যক্ষ সাক্ষী আছেন এতদ্ভিন্ন সকলই অবগত আছেন যে শ্রীযুত সেক্রেটরী প্রিন্সেপ সাহেব মাকুইস হেষ্টিংস সাহেবের আমলে আমারদের ৺প্রাপ্ত স্বামিকে শ্রীলশ্রীযুক্তের সঙ্গে বৰ্দ্ধমানের রাজা বলিয়া সাক্ষাৎ করাণ এবং শ্রীলশ্রীযুক্ত যে সম্ভ্রম ও খেলাৎ বৰ্দ্ধমানের রাজার উপযুক্তই কিন্তু রাজপুত্রের নহে এমত সম্ভ্রমপূৰ্ব্বক খেলাৎ প্রদান করিলেন এবং মুরশিদাবাদস্থ শ্রীযুক্ত নওয়াবও আমারদের ৺প্রাপ্ত স্বামিকে তদ্রূপ সম্ভ্রম করিয়াছিলেন ইত্যাদি তাবদ্বিষয়ের দ্বারা এই প্রমাণ হইতেছে যে ঐ প্রতাপচন্দ্র বৰ্দ্ধমানের সম্পূর্ণ রাজার ন্যায় সৰ্ব্বত্র বিখ্যাত ও স্বীকৃত হইয়াছিলেন কদাচ অপেক্ষিত রাজা নহেন।

তাঁহার মরণোত্তর জিলার কালেকটর শ্রীযুত এলিয়ট সাহেব বোর্ড রেবিনিউ সাহেবেরদের অনুমতিক্রমে আইনমত আমারদিগকে তাঁহার উত্তরাধিকারিণী জ্ঞান করিয়া তাবৎ ভূম্যধিকারের দখল দেওয়াইলেন এবং তাহা আমারদের নামে রেজিষ্টরী করাইলেন। জিলার জজ সাহেব ১৮২১ সালের ৬ আপ্রেল তারিখে এক রুবকারীর দ্বারা আমারদিগকে তাবৎ জমীদারীর রাজস্ব দেওনার্থ রাইয়তেরদের প্রতি হুকুম করিলেন কিন্তু হুগলি জিলার মধ্যে ঐ জমীদারীর কিঞ্চিৎ অংশ থাকা প্রযুক্ত আমারদের ৺প্রাপ্ত স্বামির পিতা মহারাজ তেজশ্চন্দ্র ঐ জিলার জজ শ্রীযুত ওকলি সাহেবের নিকটে দরখাস্ত করিয়া আমারদের ৺প্রাপ্ত স্বামির জমীদারীতে আপনাকে দখল দেওয়াইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন এবং ঐ শ্রীযুক্ত সাহেব সরাসরী মতে ডিক্রী করিয়া আপন এলাকার মধ্যে আমারদের যে ভূম্যধিকার ছিল তাহাতে আমারদিগকে বেদখল করিলেন কিন্তু ইহা সরকারী তাবৎ কাগজপত্র ও বোর্ড রেবিনিউ সাহেবেরদের হুকুমের নিতান্ত বিপরীত।

শ্রীযুত ওকলি সাহেবের এই বিষয়ে সরাসরী ডিক্রীর তারিখ ১৮২১ সালের ৩০ আপ্রেল। এবং তাহার মূল এই যে মহারাজ তেজশ্চন্দ্র আপনার চারিজন ভৃত্য ও অধীন ব্যক্তিরদের দ্বারা এই সাক্ষ্য দেওয়াইলেন যে আমারদের ৺প্রাপ্ত স্বামী কেবল নাম মাত্র অধিকারী ছিলেন জমীদারীতে তাঁহার দখল ছিল না যদ্যপি এই প্রকার ব্যক্তিরদের সাক্ষ্য গ্রাহ্য হয় না কেন না তাঁহারা আপনার মুনীবের পক্ষ এবং ঐ মুনীবের অধীনে লক্ষ২ টাকা আছে এবং যাঁহারা তাঁহার ইষ্ট সাধনার্থ সাহায্য করেন তাঁহারদিগকে ঐ টাকা দিতে স্বচ্ছন্দে পারেন তথাপি ঐ শ্রীযুক্ত সাহেব এমত সাক্ষির সাক্ষ্যগ্রহণ করিয়া আমারদের পক্ষে অতি প্রামাণিক যে সকল দলীল দস্তাবেজ উপস্থিত করাগেল অথচ তাহা গবর্ণমেণ্টের প্রধান কৰ্ম্ম কারকেরদের দ্বারা প্রমাণীকৃত হইয়াছিল তাহা স্বচ্ছন্দে হেয় জ্ঞান করিলেন।

পরে হুগলির সরাসরী ডিক্রী কোর্ট আপীলে আপীল করিলে আমারদের দুর্ভাগ্যক্রমে

ঐ সাহেব লোকেরা আমারদের প্রমাণ প্রয়োগ দেখিয়া আর কিছু তজবীজ না করিয়া ওকলি সাহেবের নিষ্পত্তিই বজায় রাখিলেন। কিন্তু বর্দ্ধমানের জজ পরম বিজ্ঞ অথচ এতদ্দেশীয় ব্যবহার ও ভাষাতে অত্যন্ত নিপুণ এবং তাঁহার পরিচিত ব্যক্তিমাত্র কর্ত্তৃক নিষ্কলঙ্করূপে স্বীকৃত এমত শ্রীযুক্ত হচিনসন সাহেবের এলাকার মধ্যে যে জমীদারী ছিল তদ্বিষয়ে তাঁহার যখন বিবেচনা করিতে হইল তখন তিনি বোর্ডের সাহেবেরদের অনুমতিক্রমে এই ডিক্রী করিলেন যে আমরা মৃত ব্যক্তির বিধবা তাঁহার উত্তরাধিকারিণী হইয়া ঐ রাজার তাবৎ জমীদারীতে স্বত্ব রাখি এবং আমারদের স্বামির মরণ সময়ে তিনি ঐ জমীদারীর প্রকৃতাধিকারী ও দখলীকার ছিলেন ইহা বিলক্ষণরূপে প্রমাণ হইয়াছে। কিন্তু কোর্ট আপীলের সাহেবেরা হুগলির জজ সাহেবের অর্পিত মোকদ্দমাতে যে ডিক্রী করিয়াছিলেন তদনুসারে ঐ শ্রীযুত হচিনসন সাহেবের ডিক্রীও অন্যথা করিলেন এতদ্রূপে এই মোকদ্দমার প্রায় কিছুমাত্র বিবেচনা না করণেতে যে জমীদারীতে গবর্ণমেণ্টকে বার্ষিক বিংশতি লক্ষ টাকা রাজস্ব দেওয়া যায় এমত জমীদারী হইতে আমরা বেদখল হইলাম বিশেষতঃ আমারদের নিজ জমীদারী গঙ্গামনোহরপুর আমরা নিজে ক্রয় করিয়াছিলাম এবং আমারদের নামে সরকারী বহীতে রেজিষ্টরীও হইয়াছিল এবং যে প্রকারে জমীদারী জমীদারের পক্ষে দৃঢ় হইতে পারে সেই প্রকারে আমারদের পক্ষে দৃঢ়তর হইলে পরও তাহা ঐ সরাসরী ডিক্রীক্রমে আমারদের হাতছাড়া হইল। জাবেতামতে এই বিষয়ে আমারদের বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমা না হইয়াও সুদ্ধ ওকলি সাহেবের আজ্ঞাক্রমে মহারাজ তেজশ্চন্দ্র সরকারী বহীহইতে আমারদের নাম উঠাইয়া আপনার নাম লেখাইয়া লইলেন এবং ওকলি সাহেবের এই ব্যাপার আপীল আদালতে সম্পূর্ণরূপে সাব্যস্থ হইলে তাহাতে আমারদের খেদ ও আশ্চর্য্য বোধ হইল।

আমারদের স্বামির মৃত্যুর পর দিবস পূর্ব্বাহ্নে আমরা যখন শোকার্ণবে মগ্না ছিলাম তখন আমারদের শ্বশুর মহারাজ তেজশ্চন্দ্র আমারদিগকে অত্যন্ত দুঃখিনী ও অনাথা দেখিয়া আপনি ভৃত্য সমভিব্যাহারে আসিয়া আমারদের অন্তঃপুরে প্রবেশ পূর্ব্বক আমারদের যাবৎ আভরণ ও যে বহুমূল্য সম্পত্তি ছিল সমুদায় কাড়িয়া লইলেন এবং আমারদের স্বামী যে নিজ প্রকোষ্ঠে বাস করিতেন তাহা সম্পূর্ণরূপে লুঠ করত যে সকল লওয়াজিমা ও নগদ যাহা পাইলেন তাবৎ লইয়া গেলেন এবং কাগজপত্র বাহিরে যে সকল বিষয় ছিল তাহা আপনার চাবিতে বন্ধ করিয়া গেলেন। তৎ সমকালে মহারাজ তেজশ্চন্দ্রের শ্যালক প্রাণচন্দ্র বাবু তাঁহার সঙ্গে যোগ করিয়া বাটীর অন্যান্য স্থানে যে সকল জহরাৎ ও প্রকারান্তর বহুমূল্য দ্রব্য যাহা পাইলেন তাহা আমারদের অসম্মতিতেই বিক্রয় করিয়া লইলেন এবং এই সকল অত্যাচার ব্যাপার আমারদের ৺প্রাপ্ত স্বামির ইউরোপীয় কর্ম্মকারক ক্লারমণ্ড ও ফরনেণ্ড সাহেব স্বচক্ষে দেখিলেন এই সকল দৌরাত্ম্য হইলে পরে আমরা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে নালিস করিলাম কিন্তু তিনি তাহা

গবর্ণমেন্টের হস্তে অর্পণ করিলেন আমারদের নিতান্ত ভরসা ছিল যে সরকারী কর্ম্মকারকেরা দুঃখিনী অনাথা বিধবারদিগকে এতদ্রূপ অত্যাচার ও নির্দ্দয় ব্যবহার হইতে রক্ষা করিবেন। আমায়দের শ্বশুর এতদ্রূপে আমারদিগকে তাবৎ স্থাবরাস্থাবর বিষয়হইতে বেদখল করাতে আমরা যে কেবল যথার্থ বিচারপ্রাপণে অক্ষম হইলাম এমত নহে কিন্তু আমারদিগের এমত নিস্ব করিলেন যে আত্মীয় কুটুম্বের দানদ্বারা আমারদের জীবন ধারণ করিতে হইল আমরা এতদ্রূপে দুর্দশাপন্না হইয়া আমারদের মৃত স্বামী যে টাকা শ্রীযুত পামর কোং ও শ্রীযুত কালবিন কোং ও শ্রীযুত গ্লোডন কোম্পানিকে কর্জ্জ দিয়াছিলেন তাহা আমারদের প্রাণ ধারণার্থ দাওয়া করিলাম কিন্তু আমারদের শ্বশুর মহারাজা তেজশ্চন্দ্র আমারদের অন্যান্য তাবৎ সম্পত্তি হরণ করত আমারদিগকে দুঃখ শোকার্ণবে মগ্ন করিয়াও তৃপ্ত না হইয়া ঐ সকল টাকাই কাড়িয়া লইতে উদ্যোগ করিলেন তাহা হইলে আমরা একেবারে সম্পূর্ণরূপে উপায়হীনা হই এই অভিপ্রায় সিদ্ধ করণার্থ তিনি কলিকাতার স্থপ্রিমকোর্টে নালিশ করিলেন অভিপ্রায় এই যে ঐ স্থান হইতে বিলাতে আপীল করিতে পারিবেন তিনি বিলক্ষণ জ্ঞাত ছিলেন যে আমারদের ন্যায় দীন ব্যক্তিরা এতদ্রূপ মোকদ্দমার খরচ যোগাইয়া উঠিতে পারিবে না। তাহাতে এই ফল হইলে আমারদের যে মিত্রেরা কেবল দয়া করিয়া আমারদের সাহায্য করিতে উদ্যুক্ত ছিলেন তাঁহারা দেখিলেন যে এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলে আমারদের উপর অশেষ লেঠা পড়িবে এবং এই নিরাশ বিষয়ে আমরা অশেষ খরচের ভার সহিষ্ণুতা করিতে পারিব না শেষে এই বোধে ক্ষান্ত হইলেন অতএব এতদ্রূপে আমারদের যথার্থবিচার প্রাপণের যে ভরসা ছিল তাহা দূরগত হইল আনন্দকুমারী ও প্যারিকুমারীর মোহর বর্দ্ধমান ২১ জুন ১৮২৪।

(২৯ সেপ্টেম্বর ১৮৩২। ১৫ আশ্বিন ১২৩৯)

৺ চন্দ্রকুমার ঠাকুর।—আমরা খেদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি বাবু চন্দ্রকুমার ঠাকুর গত ৫ আশ্বিন বুধবার জরবিকাররোগোপলক্ষে পরলোক গমন করিয়াছেন ইহার বয়ঃক্রম অনুমান ৪৫।৪৬ বৎসরের মধ্যে অধিক নহে ইনি বৈকুণ্ঠবাসি ৺বাবু গোপীমোহন ঠাকুরের দ্বিতীয় পুত্র অতিশিষ্ট অবিরোধী প্রিয়ভাষী মর্য্যাদক ছিলেন ইহাঁর জ্যেষ্ঠ ৺ বাবু সূর্য্যকুমার ঠাকুরের পরলোক হইলে ইনি সংসারের কর্তৃত্বপদে নিযুক্ত হইয়া অপূর্ব্বরূপে পিতৃপিতামহাদির আচরিত ও ব্যবহৃত ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠানপূর্ব্বক বিষয় রক্ষণাবেক্ষণকরত অনেক দিবস উত্তমরূপে সংসারের সুখভোগ করিয়াছেন শেষ ইহাঁর কনিষ্ঠ বাবুরা বিলক্ষণ উপযুক্ত হইলে প্রায় সকলেই আপন২ বিষয় বিভাগ করিয়া লইয়াছেন তাহাতেও চন্দ্রকুমার বাবুর সহিত কাহার বিবাদ বা বিসম্বাদাদি হয় নাই এজন্য তিনি এতন্নগরমধ্যে যশস্বী হইয়াছিলেন। অপর কনিষ্ঠ ভ্রাতা সকলি প্রায় এক্ষণে আপন২ মতে ধর্ম্মকর্ম্মাদি করিতেছেন বিশেষতঃ সর্ব্ব কনিষ্ঠ শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর যিনি

এক্ষণে রিফারমররূপে খ্যাত এবং দৈবকর্ম্ম পিতৃ কর্ম্মকে সুপরষ্টেশিয়ন অর্থাৎ ভ্রমাত্মক বুদ্ধির কর্ম্ম কহিয়া থাকেন তিনিও চন্দ্রকুমার বাবুর মতের অন্যথা করিতে পারেন নাই শ্রীশ্রী দুর্গোৎসবাদি দৈবকর্ম্ম করিয়াছেন এবং পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করিয়া থাকেন বিশেষতঃ ঐ বাবুর মরণাবধারণ হইলে অর্থাৎ ডাক্তর সাহেব যখন কহিলেন যে ইহার জীবনের আর প্রত্যাশা নাই তখন ঐ কনিষ্ঠ প্রসন্নকুমার বাবুপ্রভৃতি বিশেষোদ্যোগী হইয়া তাঁহাকে জ্ঞানপূর্ব্বক শ্রীশ্রীসুরধুনীতীরে লইয়া গিয়াছিলেন অনেক হোমরা চোমরা বাবু ভেয়ে দেখিতে আসিয়াছিলেন যাঁহারা গঙ্গাকে সামান্য নদী জ্ঞান করেন তাঁহারদিগের কাহার সাধ্য হইল না যে চন্দ্রকুমার বাবুকে কেহ কহেন যে গঙ্গাযাত্রা করিবার আবশ্যক কি পরে পতিতপাবনীর তীরে দুই দিবস বাস করণানন্তর যথাবিধি অর্থাৎ জলস্থলে শরীর স্থাপনপূর্ব্বক অন্তর্জলে সহোদর সকলে তারকব্রহ্ম নামোচ্চারণ করিতে লাগিলেন বাবুও অপূর্ব্বজ্ঞানপূর্ব্বক স্বীয়েষ্টদেবতা স্মরণকরণ পুরঃসর সুরপুরী গমন করিয়াছিলেন। যদ্যপিও তাদৃশ মৃত্যুতে লোকের লোভই জন্মে খেদের বিষয় নহে তথাচ চন্দ্রকুমার বাবুর সৌজন্য স্মরণে অবশ্যই খেদ হয় ইতি।

(৯ মার্চ্চ ১৮৩৩। ২৭ ফাল্গুন ১২৩৯)

(পত্রপ্রেরক হইতে) আমরা অতিখেদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে পাতরিয়াঘাটা-নিবাসী ঈশ্বর গোপীমোহন ঠাকুরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বাবু লাডলীমোহন ঠাকুরের উদরী রোগে প্রাণবিয়োগ হইয়াছে যদিও ঘণ্টায়২ তাঁহার মৃত্যু নিতান্ত সম্ভাবিত ছিল তথাপি ঐ রোগকুল হইয়া শ্রীযুত ডাক্তর গ্রেহেম সাহেব ও শ্রীযুক্ত ডাক্তর ব্রাউন সাহেবের যথোচিত চিকিৎসার দ্বারা কিছু কাল সজীব থাকিয়া ৪৯ বৎসর বয়ঃক্রমে গত রবিবার রাত্রি দুই প্রহর তিন ঘণ্টা সময়ে পঞ্চত্ব পাইয়াছেন ঐ দিবস সন্ধ্যাকালে তাঁহার পরিবারেরা গঙ্গাতীরে লইয়া পৌত্তলিক ব্যবহারানুসারে উত্তমরূপে গঙ্গা দিয়াছেন ঐ বাবু যে প্রথমতঃ হিন্দু কালেজের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন আমরা হিন্দু কালেজে শিক্ষিত হইয়াও যদ্যপি ইহা প্রকাশ না করি তবে আমারদের অকৃতজ্ঞতা স্বীকার হয় এবং এইপ্রকার তিনি অন্যান্য অনেক বিদ্যালয়েরও সাহায্য করিয়াছেন অতএব আমরা প্রার্থনা করি যে সকল ধনি মহাশয়েরা মৃত্যুর পরে চিরস্মরণীয় থাকিতে প্রার্থনা রাখেন তাঁহারাও এই সকল কর্ম্মদ্বারা তাঁহার দৃষ্টান্ত স্থল হউন কিন্তু প্রার্থনা করি যে সৎলোকেরা বহুকাল জীবদ্দশায় থাকেন যেহেতুক তাঁহারদিগের সত্তাতে দুঃখি দরিদ্র লোকের মহান্ উপকার সম্ভব।—জ্ঞানান্বেষণ।

(১৮ মে ১৮৩৩। ৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৪০)

গৃহদাহ।—৺গোপীমোহন ঠাকুরের যে অট্টালিকাতে তাঁহার পরিজন থাকেন ঐ অতিবৃহৎ সুদৃশ্য অট্টালিকায় সোমবার রাত্রিতে অগ্নি লাগিয়া তাহার প্রায় সমুদায় দগ্ধ হইয়াছে।